Contents

চতুর্থ বর্ষ

অষ্টম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৷০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

চতুর্থ বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা

মুহার্‌রামুল হারাম—১৩৭৩ হিঃ।

আশ্বিন · বাং ১৩৬০ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। সমস্যা ও সমাধান পদ্ধতি ও অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	... ২৮৩
২। শুকবীর (কবিতা) ...	কাজী গোলাম আহমদ	... ২৯২
৩। ইমাম বোখারীর বিখ্যাত শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ...	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন বাসুদেবপুরী	... ২৯৩
৪। ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায় ...	সগীর—এম, এ	... ২৯৭
৫। মুহার্‌রম (কবিতা) ...	খোন্দকার আবদুর রহিম	... ৩০২
৬। দুর্নীতির বিষবৃক্ষ ...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	... ৩০৩
৭। জিজ্ঞাসা ও উত্তর :— ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	
(৩৯) গরুর আকিকা ...	... ...	... ৩০৮
(৪০) মুখে নীয়তের শব্দ উচ্চারণ ...	... ...	... ৩০৯
(৪১) পূজার মেলা ...	... ...	... ৩০৯
(৪২) হুরমতে ছিয়াম ...	... ...	... ৩১০
(৪৩) ঈদের দিনে জুমা' ...	... ...	... ৩১০
(৪৪) জামা'তে ইছলামী বনাম আহলেহাদীছ আন্দোলন ...	... ...	... ৩১০
৮। কাশ্মীর সমস্যার আগাগোড়া ...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	... ৩১১
৯। পাকিস্তানের শাসন সংবিধান সম্পর্কে ...	... ...	... ৩১৭
১০। সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়) ...	সহ-সম্পাদক	... ৩২১
১১। জময়ঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার ...	সেক্রেটারী	... ৩২৮

আপনিও শুনিয়া সুখী হইবেন যে
বর্ত্তমান বাজারে সত্য সত্যই—

হিমালয় তৈল

সকলের নিকট সমাদৃত হইতেছে।

যেহেতু অনিদ্রা, শিরঃ ঘূর্ণন, কেশ পতন ও কেশের অকাল পক্কতা প্রভৃতি দূর করিয়া মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিতে এই **হিমালয় কেশ তৈলই** বিশেষ কার্য্যকরী।

প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

শেখ নুর মহম্মদ (আটুয়া—পাবনা।)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

চতুর্থ বর্ষ | মুহাররামুল-হারাম—১৩৭৩ হিঃ | আশ্বিন—বাং ১৩৬০ সাল। | অষ্টম সংখ্যা

সমস্যার সমাধান পদ্ধতি

ও

অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী

সমস্যার সমাধান সম্পর্কে মহামান্য খলীফা চতুষ্টয় এবং ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের রীতি ও অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছি। তাবেয়ী কুলাগ্রগণ্য প্রথম শতকের সর্বসম্মত মুজাদ্দিদ পঞ্চম খলীফায়ে-রাশেদ হযরত উমর বিনে আবদুল আযীয একদা জনগণকে সম্বোধন করিয়া সমস্যার সমাধান ও রাষ্ট্র বিধান প্রণয়নের যে মূলনীতি [Basic Principles] ঘোষণা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই উদ্ধৃত করিব।

ইমরানের পুত্র উবায়দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা খলীফা উমর বিনে আবদুল আযীয মেম্বরে আরোহণ করিয়া বক্তৃতা দান করিলেন, তিনি বলিলেন, হে জনগণ, يا ايها الناس ان الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذى انزل عليه كتابا — فما احل الله على لسان نبيه فهو حلال الى يوم القيامة وما حرم على لسانه فهو حرام الى يوم القيامة — الا وانى لست بقاض ولكنى منفذ ولست بمبتدع ولكنى متبع ولست بخير منكم

আপনাদের নবীর—(দঃ) বিয়োগের পর আল্লাহ আর কোন নবী সৃষ্টি করিবেননা এবং কোরআনের—পর অন্য কোন ঐশী-গ্রন্থও আর অবতীর্ণ হইবেনা, অতএব—আল্লাহ স্বীয় নবীর (দঃ) মধ্যস্থতায় যে-সকল বস্তু হালাল করিয়াছেন সেগুলি

www.ahlehadeethbd.org

কেয়ামত পর্যন্ত — হালাল, আর যেগুলি হারাম করিয়াছেন সে-সমস্ত কেয়ামত পর্যন্ত হারাম! আপনারা শ্রবণ করুন, আমি আইন রচনাকারী নই, আমি আল্লাহ এবং রছুলের (দঃ) আইনসমূহ বলবৎকারী মাত্র! আমি বিদ্‌আতি (নূতন ধর্মের আবিষ্কারক) ও নই আমি অনুসরণকারী! আমি আপনাদের — অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরও নই, তবে আপনাদের স্কন্ধ অপেক্ষা আমার স্কন্ধের বোঝা বেশী! আপনারা ইহাও শ্রবণ করুন যে, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন বিষয়ে জনগণের আনুগত্য লাভ করার অধিকার কোন সৃষ্ট জীবেরই নাই! অতএব আপনারা অবহিত হউন যে, যে কথা প্রকৃত সত্য আমি তাহা আপনাদের শুনাইয়া দিয়াছি— দারমী, ৬৩ পৃঃ।

غير انى اتقاكم عملا الا
وانه ليس لاحد من خلق
الله ان يطاع فى معصية
الله الا هل بلغت ؟

উমর বিনে আবদুল আযীয তাঁহার এই রাজ্য-শাসন নীতি শুধু মৌখিক ভাবে ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইমাম আওযায়ী সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, মুছলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র খলীফা উমর বিনে আবদুল আযীয ফরমান প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, আল্লাহর গ্রন্থের সমকক্ষতায় কাহারও অভিমত বা সিদ্ধান্তের অবকাশ নাই। যে সকল বিষয়ে কোরআনে কোন আদেশ অবতীর্ণ হয় নাই এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতেও কিছু প্রমাণিত নাই কেবল সেই সকল বিষয়েই ইমামগণের প্রতিপাদন বা কিয়াছ বৈধ হইবে। রছুলুল্লাহ (দঃ) যে ছুন্নত প্রচারিত করিয়াছেন সে সম্পর্কে কাহারও অনুকূল বা প্রতিকূল অভিমতের কোন মূল্য নাই—ঐ ৬২ পৃঃ।

খলীফা উমর বিনে আবদুল আযীযের বাণী ও চার্টারের সাহায্যে কয়েকটি বিষয় দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রমাণিত হইতেছে ঃ—

(ক) ইছলাম শুধু ইবাদত সংক্রান্ত কতিপয় বিধানের সমষ্টি মাত্র নয়। সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনশৃঙ্খলার যাবতীয় বিধানের সন্ধান মুখ্য বা পরোক্ষভাবে কোরআন ও ছুন্নতে বিদ্যমান রহিয়াছে। (খ) কোন বিদ্বান বা আইনজ্ঞের এমনকি কোন রাষ্ট্রেরও ইছলামী সমাজ জীবনে বা শাসন ব্যবস্থায় কোরআন ও ছুন্নতের প্রতিকূল কোন ফতওয়া বা আইন রচনা করার অধিকার নাই। (গ) রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক কোরআন ও ছুন্নতের বলবৎকারী শক্তি মাত্র। তাঁহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শরীয়ত (সমাজ বা রাষ্ট্র-বিধান) প্রণয়ন ও প্রবর্তনের অধিকারী নন। (ঘ) যে সকল বিষয়ে কোরআন ও ছুন্নতে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান নাই শুধু সেই সকল বিষয়েই বিদ্বান ও আইনজ্ঞগণের কোরআন ও ছুন্নতকে ভিত্তি করিয়া গবেষণা ও প্রতিপাদন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া বৈধ হইবে। (ঙ) যে বিষয়গুলি কোরআন ও ছুন্নতের স্পষ্ট বিধানের প্রতিকূল, সেই সকল বিষয়ে বিদ্বান বা শাসনকর্তাগণের কোন আদেশ কখনও অনুসরণীয় ও আইনের পর্যায়ভুক্ত হইবে না।

মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের রীতি

ব্যবহারিক শাস্ত্রে আহ্‌লেছুন্নতগণের মধ্যে যে সকল বিদ্বান বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইমাম চতুষ্টয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি মহামতি ইমাম চতুষ্টয় সমস্যার সমাধান সম্পর্কে যে পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া চলিতেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)

اعد ذكر نعمان لنا ان ذكره
هو المسك كلما كررته يتضوع ! *

প্রসিদ্ধতম চারি ইমামের মধ্যে হযরত আবু হানীফা নো'মান বিনে ছাবিত (রহঃ) বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি "আল ইমামুল-আ'যম" রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন রছুলুল্লাহর (দঃ) একাধিক সহচর জীবিত ছিলেন এবং কোন কোন ছাহাবীর সহিত অতি শৈশবে তাঁহার সাক্ষাৎকারও সম্ভাবিত হইয়াছিল। ছাহাবাগণের প্রমুখাৎ তাঁহার কোন রেওয়ায়ত বিশুদ্ধ-

* আমাদের কাছে নু'মানের কথা আবার বল, কারণ তাঁহার আলোচনা মৃগনাভি সদৃশ, যতবার ঘর্ষণ করিবে, সুগন্ধি ততই বিস্তৃতিলাভ করিবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাবে প্রমাণিত না হইলেও যে পবিত্র যুগে তিনি ধরাধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকিতে পারেনা। তাঁহার "ইমামে আ'যম" রূপে আখ্যাত হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ বটে। ইমাম ছাহেব ১৫০ হিজরীতে পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

ইমাম আবুহানীফার নামে যে ব্যবহারিক—শাস্ত্র 'হানাফী মযহব' রূপে কথিত, তাহার প্রত্যেকটি উক্তিকে ইমাম ছাহেবের সিদ্ধান্ত বলিয়া বিদ্বানগণ কোন যুগেই স্বীকার করেননাই। কিন্তু তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার নামে প্রচলিত ব্যবহারিক শাস্ত্রের সহিত গোড়াগুড়ি হইতে আহলে হাদীছ-গণের বিভিন্নস্থলে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক ইবনে খলদুন (মৃঃ ৮০৮ হিঃ) তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ উপক্রমণিকাংশে (মুকাদ্দিমা) বলিতেছেন,

انقسم الفقه فيهم الى طريقتين : طريقة اهل الرأى والقياس، وهم اهل العراق - وطريقة اهل الحديث: وهم اهل الحجاز - وكان الحديث قليلا فى اهل العراق، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه - فلذلك قيل اهل الرأى ومقدم جماعتهم الذى استقر المذهب فيه وفى اصحابه ابو حنيفة رحمه الله تعالى -

বিদ্বানগণের মধ্যে ফিকহ শাস্ত্র দুই ধারায় প্রবাহিত হয়। একটি হইল "আহলে রায়" বা আহলে কিয়াছগণের পন্থা। ইরাকের অধিবাসীগণ এই পথের — পথিক। ফিকহ শাস্ত্রের দ্বিতীয় ধারাটি হইল আহলেহাদীছ গণের পন্থা। হেজাযের অধিবাসীবৃন্দ এই পথের অনুসরণকারী। ইরাকীদের কাছে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ অল্পই ছিল, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কিয়াছের (প্রতিপাদন প্রণালী) আধিক্য ঘটিয়াছিল, এবং এই পদ্ধতিতে তাঁহারা বিশেষ দক্ষতাও অর্জন করিয়াছিলেন। আর এই জন্যই তাঁহাদিগকে — "আহলে রায়" বলা হইয়া থাকে। এই দলের অগ্রনায়ক, যিনি উল্লিখিত পদ্ধতিতে স্বীয় সহচর-বৃন্দের মধ্যে তাঁহার মযহব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন ইমাম অবূহানীফা (রহঃ)—২৪ পৃঃ।

ভারতগুরু শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ বলিতেছেন,

ولم يكن عند اهل الرأى من الاحاديث والآثار مايقدرون به على استنباط الفقه على الاصول التى اختارها اهل الحديث - ولم تنشرح صدورهم للنظر فى اقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها، وكانوا اعتقدوا فى أئمتهم انهم فى الدرجة العليا من التحقيق وكان قلوبهم اميل شئ الى اصحابهم، وكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعة انتقال الذهن من شئ الى شئ مايقدرون به على تخريج جواب المسائل على قول اصحابهم وكل ميسر لما خلق له وكل حزب بما لديهم فرحون -

"আহলে রায়"দের কাছে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ এবং ছাহাবাগণের উক্তি প্রচুর পরিমাণে মওজুদ ছিল না— বলিয়া "আহলে হাদীছ"গণের— অবলম্বিত নিয়ম অনুসারে ফিকহের মছআলাসমূহ প্রতিপাদিত করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভাবিত হয় নাই। অধিকন্তু— বিভিন্ন নগর নগরীর বিদ্বানগণের উক্তিসমূহ ও তৎসমুদয়ের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার কার্যেও — "আহলে রায়"গণ বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নেতৃবর্গ সম্বন্ধে ধারণা করিয়া বসিয়াছিলেন যে, জ্ঞান ও গবেষণায় তাঁহাদের আসন বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের অন্তর স্বীয় শিক্ষকদের অপরূপ শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ ছিল। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা আর একটি বিষয় হইতে অন্য আর একটি বিষয় — অনুমান করার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁহাদের মধ্যে অত্যধিক ছিল। এই সকল কারণে তাঁহারা স্বীয় গুরুগণের সিদ্ধান্ত ও উক্তি সমূহকেই ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করিতে পারিতেন। যে কার্যের জন্য যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে,

www.ahlehadeethbd.org

তাহার পক্ষে সেই কার্যই সহজসাধ্য হয় এবং প্রত্যেক দলের নিকট যাহা রহিয়াছে তাহা লইয়াই তাহারা পরিতুষ্ট থাকে— হুজ্জাতুল্লাহেলবালেগা, ১৫৭ পৃঃ।

"আহলেরায়" গণের ও "আহলে হাদীছ" দলের প্রতিপাদন রীতির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করিয়াছেন, আমার— ক্ষুদ্র বিবেচনায় হযরত ইমাম আবু হানীফার বেলায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজসাধ্য নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, ইমামে আ'যমকে সর্বতোভাবে "আহলে-রায়" গণের পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত নয়।

উছতায আবু মনছুর আবদুল কাহের বাগদাদী (মৃঃ ৪২০ হিঃ) তদীয় "উছুলে-দীন" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মতবাদের দিক দিয়া— ইমাম আবু হানীফার নীতি, দুইটী মছআলা ছাড়া সকল বিষয়েই আহলেহাদীছগণের অনুরূপ—

اصل ابی حنیفة فی الکلام کاصول اصحاب الحدیث الا فی مسئلتین -

(১) ৩১২ পৃঃ।

অর্থাৎ আল্লাহর তওহীদে উলুহিয়ত, তওহীদে রবুবীয়ত, গুণাবলী ও কার্যসমূহ, উপরের দিকে তাঁহার অবস্থান, মহিমান্বিত আর্শে তাঁহার বিরাজিত — হওয়া, সৃষ্টজীব-জগত হইতে তাঁহার পার্থক্য ও বিভিন্নতা, সর্ববিষয়ে তাঁহার অবগতি ও শক্তির বিদ্যমানতা এবং যদৃচ্ছ ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া এবং নবুওত ও রিছালত, আলমেগাইব ও পুনরুত্থান প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য নবাবিষ্কৃত দলসমূহের বিপরীত ইমাম ছাহেব "আহলে — হাদীছ"গণের অনুরূপ অভিমত পোষণ করিতেন। যে দুইটী বিষয়ে তিনি "আহলে হাদীছ"গণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই বলিয়া উছতায আবুমনছুর ইঙ্গিত করিয়াছেন প্রকৃতপ্রস্তাবে — সেই দুইটী বিষয়ের পার্থক্য শাব্দিক পার্থক্য মাত্র। আমি ফিকহ-শাস্ত্রীয় পার্থক্যের সামঞ্জস্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই নীতিগত পার্থক্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা আবশ্যক মনে করিতেছি।

প্রথম পার্থক্যের স্বরূপ

শয়খুল মশায়েখ ছৈয়েদ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে ইমামে-আ'যমের শিষ্যবৃন্দকে মুর্জিয়ারূপে আখ্যাত করিয়াছেন—১৯৮ পৃঃ (ছিদ্দীকী লাহোর) শয়খ জীলানীর (রহঃ) এই অভিমত— অনেক লোকের পক্ষে বিভ্রান্তির কারণ হইয়াছে।

রিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ খুলাছায় হযরত আলীর পৌত্র ইমাম হাছান বিন্ মোহাম্মদ হানাফীয়া (মৃঃ ৯৫হিঃ) কে মুর্জিয়া মতবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—৮১ পৃঃ। শহরস্তানীও তাঁহার মিলাল ওয়ান্ নহল গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ইবনেকুতয়বা বলেন যে, বছরায় সর্বপ্রথম হাছছান বিনে বিলাল মুযানী এই মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ আবুছছলত ছমমানকে মুর্জিয়া মতবাদের মন্ত্রগুরু রূপে অভিহিত করিয়াছেন। ইনি ১৫২ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

ফলকথা, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম হাছান বিনে মোহাম্মদ হানাফীয়া অথবা হাছছান বিনে বিলাল মুযানী কিম্বা আবুছছলত ছমমান ইঁহাদের মধ্যে যে কেহই মুর্জিয়া মতবাদের স্রষ্টা হউন না, কেন, ইঁহাদের পরিগৃহীত ও প্রচারিত 'ইর্জা' সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটি বিরাট বিভ্রান্তি সংঘটিত — হইয়াছে।

আভিধানিক ভাবে 'ইর্জা'র দুই প্রকার অর্থ প্রতিপন্ন হয়। প্রথম, বিলম্বিত করা, দ্বিতীয়, আশ্বস্ত করা। এই দুই অর্থকে ভিত্তি করিয়া নিম্নলিখিত চারিটি মতবাদের জন্য 'ইর্জা' শব্দের প্রয়োগ — হইয়াছে।

(১) আমলকে ঈমান অপেক্ষা বিলম্বিত করা।

(২) হযরত আলীর খিলাফতকে প্রথম স্থান হইতে চতুর্থ স্থানে বিলম্বিত করা।

(৩) কবীরা গোনাহর অপরাধীদিগের চূড়ান্ত মীমাংসা কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করা অর্থাৎ তাহারা বেহেশ্তী হইবে, না দোযখী, পার্থিবজীবনে তাহা নির্দিষ্টরূপে উচ্চারণ না করা।

www.ahlehadeethbd.org

(৪) ঈমানের সঙ্গে গোনাহকে ক্ষতির কারণ বিবেচনা না করা এবং শুধু ঈমানের বিনিময়ে পূর্ণ মুক্তি অর্জিত হইবে বলিয়া আশ্বস্ত করা।

যে সকল মুর্জিয়া চতুর্থ মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন, বিদ্বানগণ শুধু তাঁহাদিগকেই বিদ্‌আতি এবং ছাহাবাগণের পরিগৃহীত পথের বিরোধী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম হাছান বিনে মোহাম্মদ হানাফীয়া ও ইমাম আবু হানীফা নোমান বিনে ছাবেত এই উল্লিখিত চতুর্থ শ্রেণীর 'ইর্জা' সমর্থনে একটি কথাও উচ্চারণ করিয়াছেন কি?

বিখ্যাত মুহাদ্‌দিছ হাফেয ইব্‌নে হজর আছ্‌কালানী, ইমাম হাছান বিনে মোহাম্মদ সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, আমি ইমাম ছাহেবের বিরচিত গ্রন্থ স্বয়ং পাঠ করিয়াছি। এই গ্রন্থে তিনি কোরআন ও হাদীছের অনুসরণ করে ওছীয়ৎ করার পর লিখিয়াছেন যে, "আমরা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক ও হযরত উমর ফারুককে অন্তরের সহিত ভালবাসি এবং তাঁহাদের সমর্থনে আমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকি। কারণ এই উম্মত উল্লিখিত দুইজন সম্পর্কে কখনও পরস্পর সংগ্রাম করেন নাই এবং এই উম্মতে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা ইতস্ততের ভাবও সৃষ্টি হয়নাই। এই দুই জনের পর যাঁহারা ফিত্‌নায় (আত্মকলহে) প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় আমরা "বিলম্বিত" করিতেছি এবং—তাঁহাদের ব্যাপার আল্লাহর হস্তে সমর্পণ করিতেছি'।

হাফেয ইবনে হজর বলেন যে, ইমাম হাছান বিনে মোহাম্মদের উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুছলমানদের যে দুইটি দল আত্মকলহ ও সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোন্ দলটী ভ্রান্ত আর কোন্ পক্ষ সত্যপথের পথিক ছিলেন ইহা নির্দিষ্টরূপে উচ্চারণ করা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি ঐ দুইটি দলের পরিণাম কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমল বিহীন ইমান যে—মুক্তির পথে যথেষ্ট, এরূপ "ইর্জা" কস্মিন কালেও তিনি সমর্থন করেন নাই। অতএব হাছান বিনে মোহাম্মদ হানাফীয়ার মুর্জিয়া হওয়া কোন মারাত্মক ব্যাপার নয়— তহযীবুত্‌তহযীব (২), ৩২১ পৃঃ।

আমি বলিতে চাই যে, মুর্জিয়াদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আহ্‌লেছুন্নত মুর্জিয়া ও বিদ্‌আতি মুর্জিয়া। ইমাম হাছান বিনে মোহাম্মদ হানাফীয়া ও ইমাম আবুহানীফাকে যদি একান্তই কেহ মুর্জিয়া বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আহ্‌লেছুন্নত মুর্জিয়া রূপে আখ্যাত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে আমার এই দাবী অতঃপর আমি প্রতিপন্ন করিব।

ভারতগুরু শাহ ওলি উল্লাহ মুহাদ্‌দিছ দেহলভী তদীয় তফ্‌হীমাতে-ইলাহীয়া নামক গ্রন্থে ইমাম আবুহানিফার দলভুক্তগণের মুর্জিয়া হওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে যে উৎকৃষ্ট জওয়াব প্রদান করিয়াছেন, আমি সর্বপ্রথম তাহাই উল্লেখ করিব। উদ্ধৃতির দীর্ঘতা নিবন্ধন এস্থলে শুধু অনুবাদ প্রদত্ত হইল। শাহ ছাহেব লিখিয়াছেন—"ইর্জা" দুই প্রকার: এক প্রকার "ইর্জা" এই নীতির অনুসরণকারীকে ছুন্নত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং দ্বিতীয় প্রকার "ইর্জা" ছুন্নতের বিরোধী নয়। প্রথম শ্রেণীর "ইর্জার" সারাংশ এই যে, মুখে স্বীকার করিয়া এবং অন্তরে মানিয়া লইলে কোন প্রকার পাপ ক্ষতির কারণ হইবেনা। দ্বিতীয় প্রকার "ইর্জার" তাৎপর্য এই যে, আচরণ বা-আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার জন্য পুরস্কার বা তিরস্কার ভোগ—করিতে হইবেই। প্রথমোক্ত "ইর্জা"র গোমরাহী হওয়া সম্বন্ধে ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ সকলেই একমত হইয়াছে এবং তাঁহারা সর্বসম্মতভাবে বলিয়াছেন যে, আমলের জন্য পুরস্কার বা দণ্ডলাভ করিতেই হইবে। অতএব ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত মতবাদের বিরোধীগণ নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত ও বিদ্‌আতি।

"কিন্তু আমল ঈমানের অঙ্গীভূত কি না সে সম্পর্কে ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের ইজমা সংঘটিত হয় নাই। এরূপ অনেক আয়ত, হাদীছ ও ছাহাবীগণের উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, যেগুলির সাহায্যে

www.ahlehadeethbd.org

প্রমাণিত হয় যে, আমল ঈমান হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। আবার এরূপ আয়ত, হাদীছ ও উক্তিরও অভাব নাই যেগুলির সাহায্যে প্রতিপন্ন করা যায় যে, বিশ্বাস, উক্তি, ও আচরণের সমষ্টিকেই ঈমান বলা হইয়াছে।"

হযরত শাহ ছাহেব লিখিয়াছেন যে, "এই বিতর্কটি শাব্দিক মাত্র। কারণ সমুদয় আহলে ছুন্নত একমত হইয়াছেন যে, কোন গোনাহগার স্বীয় পাতকের জন্য ঈমান হইতে বাহির হইয়া যায়না অথচ সে স্বীয় পাপাচরণের জন্য দণ্ডনীয় হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে অতি অল্প চেষ্টাতেই ইহা প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর যে, সকলপ্রকার সদাচরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।"

শাহ ছাহেব আরও বলিয়াছেন যে, হযরত ইমাম আবুহানীফা দ্বিতীয় প্রকার "ইর্জার" সমর্থক — এবং এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তিনি স্বয়ং খবরদস্ত আহলে ছুন্নত এবং ছুন্নত-পন্থীগণের ইমাম। অবশ্য তাঁহার মযহব যাঁহারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, মতবাদের দিক দিয়া তাঁহাদের ভিতর জুব্বায়ী, আবুহাশেম ও যমখশ্‌রীর ন্যায় মু'তাযিলারাও — রহিয়াছেন, আবার তাঁহার দলে গছ্‌ছানের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ বিদআতি মুর্জিয়ারও অভাব নাই। ইহারা সকলেই ফিক্‌হ শাস্ত্রের দিক দিয়া ইমাম আবু হানীফার দলভুক্ত হইলেও মতবাদের দিক দিয়া— কেহই তাঁহার অনুসরণকারী নহেন, অথচ তাঁহারা স্ব স্ব অলীক মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারণা কল্পে ইমামেআ'যমের নাম লইয়া থাকেন। ইমাম তাহাবী প্রভৃতি বিশ্বস্ত হানাফী বিদ্বানগণ ইমাম ছাহেবের নামে রচিত এইরূপ বহু মিথ্যা অপপ্রচারণার খণ্ডন করিয়াছেন— (১) ২৮ পৃঃ।

আল্লামা শহরস্তানীও স্বীয় মিলল ওয়ান্ নহলে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন — বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, মুর্জিয়াদের অন্যতম দল গছ্‌ছানীগণের পুরোহিত গছ্‌ছানও ইমাম আবুহানীফার নামে স্বীয় মযহবের অনুকূল— তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেন এবং তাঁহাকে মুর্জিয়াগণের অন্তর্ভুক্ত বলিতেন। কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা! আমার পরমায়ুর শপথ! ইমাম আবুহানীফা ও তাঁহার সহচরদিগকে আহলেছুন্নত মুর্জিয়া বলা হইত এবং মতবাদের ইতিবৃত্ত যাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই ইমাম ছাহেবকে মুর্জিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন— (১) ১৮৯ পৃঃ।

و من العجب ان غسان كان يحكى عن ابى حنيفة رحمه الله مثل مذهبه و يعده من المرجئة ولعله كذب ولعمرى كان يقال لابى حنيفة واصحابه مرجئة السنة و عده كثير من اصحاب المقالات من جملة المرجئة —

"ইর্জা"র অভিযোগ এবং খণ্ডন সম্পর্কে এযাবত আমি যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছি সেগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, আহলে হাদীছগণ আমলকে যেরূপ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ আবার কোন আমলের জন্য কাহাকেও ঈমান হইতে বহিষ্কৃত করেন না। ইমামেআ'যম আমলকে ঈমানের — অন্তর্ভুক্ত মনে না করিলেও আমলের জন্য আহলেহাদীছগণের মতই পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছেন এবং আহলেহাদীছদের মতই তিনিও কোন পাপের কারণে কাহাকেও ঈমান হইতে খারিজ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় যতই চেঁচামেচি করা হউক না কেন, ইমাম ছাহেবের ও আহলেহাদীছ মতবাদের পার্থক্যকে শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারিবে?

দ্বিতীয় পার্থক্যের স্বরূপ

ইমাম বুখারী স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে কিতাবুল ঈমানের সূচনায় বলিতেছেন "রছুলুল্লাহর (দঃ) এই নির্দেশের অধ্যায় যে, ইছলাম পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহা উক্তি এবং আচরণের

باب : قول النبى صلى الله عليه وسلم : بنى الاسلام على خمس : وهو قول و فعل و يزيد و ينقص —

www.ahlehadeethbd.org

والرياء) ولم يبطلها حتى خرج من الدنيا، فان الله تعالى لايضيعها، بل يقبلها منه و يثيبه عليها وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها حتى مات مؤمنا، فانه في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه، ولم يعذبه بالنار ابدا —

স্থায় তাহার মৃত্যু—ঘটিয়া থাকে। এবং আমরা মুর্জিয়াদের মত একথাও বলিনা যে, আমাদের যাবতীয় পূণ্য কার্য গ্রাহ্য এবং আমাদের পাপরাজি মার্জনীয় হইবে, আমরা এই কথাই বলিযে, যে ব্যক্তি কোন সৎকার্য করিবে এবং উক্ত কার্য যথানিয়মে এবং সর্বপ্রকার দোষমুক্তভাবে সম্পাদন—করিবে এবং কুফর, অহঙ্কার এবং কপটাচরণ দ্বারা উহা কলুষিত করিবেনা এবং সেই অবস্থায় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, আল্লাহ তাহার উক্ত পূণ্য কার্য বিনষ্ট করিবেননা বরং গ্রহণ করিবেন এবং তজ্জন্য তাহাকে পুরস্কার দিবেন। শির্ক এবং কুফর ছাড়া অন্যান্য পাপাচরণে লিপ্ত ব্যক্তি যদি তওবা না করিয়া মুমেন অবস্থায় মরিয়া যায় তাহার পরিণাম আল্লাহর অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমাও করিতে পারেন। কিন্তু তাহাকে অনন্তকাল ধরিয়া কিছুতেই দোযখের শাস্তি প্রদান করিবেননা —ফিক্‌হে-আকবর, মুল্লা আলী কারীর টীকা সহ ৯৪ পৃঃ।

ইমামেআ'যমের উপরিউক্ত অভিমত যাঁহারা সুস্থ মনে অনুধাবন করিতে সক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বুঝিতে পারা আদৌ কষ্টকর নয় যে, তিনি তাঁহার অভিমত দ্বারা শুধু মু'তাযিলা এবং খারিজীদের মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই বরং মুর্জিয়াদের নাম লইয়া তিনি তাহাদের আকীদার প্রতিও স্বীয় অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইমাম ছাহেব স্বয়ং মুর্জিয়াদের নাম লইয়া তাহাদের মতবাদের খণ্ডন করিতেছেন অথচ একদল লোক তাঁহাকে মুর্জিয়া রূপে উল্লেখ করিয়াছেন কেন, ইহা বাস্তবিকই

সমষ্টি এবং উহা বর্ধিত ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। হাফেয ইবনেহজর বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ অর্থাৎ ছলফের অভিমত এই যে, আন্তরিক বিশ্বাস, রসনার সাক্ষ্য এবং অঙ্গ—প্রত্যঙ্গের আচরণকে ঈমান বলে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী বোখারীর ভাষ্য গ্রন্থ উমদাতুল কারীতে লিখিয়াছেন, যে, রসনার দ্বারা স্বীকৃতি এবং অন্তরের পরিচয়ের নাম ঈমান। ইহাই ইমাম আবু-হানীফা এবং ফকীহ-গণের ও কতিপয় মুতাকল্লিমের উক্তি—(১) ১২১পৃঃ।

ان الايمان اقرار باللسان و معرفة بالقلب و هو قول ابى حنيفة و عامة الفقهاء و بعض المتكلمين —

ইমামেআ'যম আমলকে ঈমানের পর্যায় ভুক্ত করেন নাই অথচ আহলে হাদীছগণ আমলকেও ঈমানের অন্তরভুক্ত করিয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে এই পার্থক্য পর্বত পরিমাণ দৃশ্যমান হইলেও ইমাম ছাহেব এ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন মনোযোগ সহকারে তাহা অবধারণ করিলে পর্বতের মুষিক প্রসব অনুমিত হইবে অর্থাৎ পর্বত পরিমাণ মতভেদ শাব্দিক পার্থক্যে পর্যবসিত হইবে।

হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) এ সম্পর্কে বলিতেছেন যে, — আমরা একথা বলিনা যে, মু'মেনের জন্য—পাপাচরণ ক্ষতিকারক হয়না এবং আমরা একথাও বলিনা যে, মু'মেন আদৌ দোযখে প্রবেশ করিবেনা এবং আমরা একথাও — বলিনা যে, গোনাহ্-গার মুমেনের দোযখ-বাস চিরন্তনী হইবে, যদি সে ক্ষাছেকও হয় কিন্তু মুমেন অব-

ولا نقول ان المؤمن لا يضره الذنوب وانه لا يدخل النار ولا انه يخلد فيها، وان كان فاسقا بعد ان يخرج من الدنيا مؤمنا — ولا نقول ان حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن نقول من عمل حسنة بشرائطها خالية عن العيوب المفسدة و المعاني المبطلة (كالكفر والعجب

Contents

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। যে ব্যক্তি কোন দলের নাম লইয়া তাহাদের প্রতিবাদ করেন তাঁহাকে শুধু-শুধু সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করিতে যাওয়া গোঁড়ামী আর বাড়াবাড়ির পরিচায়ক নয় কি? হযরত ইমাম ঈমান ও আচরণ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন উহার সমস্তই কোরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ছাহাবা এবং ধর্মনিষ্ঠ তাবেয়ীগণ ঈমান ও আমল সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন। তাঁহারা সকলেই ইমাম ছাহেবের মত আমলের জন্য পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা স্বীকার করিতেন। তাঁহারা সকলেই মুক্তির জন্য ইমাম ছাহেবেরই মত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সূত্রে সদাচরণকে নির্ভরযোগ্য মনে করিতেন এবং পাপাচরণকে দণ্ডের কারণ বিশ্বাস করিতেন এবং অপরাধীদের ক্ষমা এবং দণ্ডের ফয়ছালা আল্লাহর পবিত্র হস্তেই সমর্পণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, ইমাম ছাহেব ঈমানকে অন্তরের স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন এবং ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাসকে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই কথার দ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহাও অনুধাবন করা কর্তব্য।

উল্লিখিত "ফিক্‌হে আক্‌বর" গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে যে, যেসকল বিষয়ে ঈমান স্থাপন করা আবশ্যক সেই সকল বিষয়ের দিক দিয়া ঈমান বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়না। কিন্তু বিশ্বাসের দৃঢ়তার দিক দিয়া ঈমান বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ দ্বীনের পরিপক্কতার দিক দিয়া ঈমানদারগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সমুদয় মুমেন ঈমান ও তওহীদের দিক দিয়া সমতুল্য কিন্তু আমলের দিক দিয়া সমতুল্য নয়। আর আল্লাহর আদেশ সমূহের সম্মুখে নতশির হওয়া এবং সেগুলি প্রতিপালন করা কে ইছলাম বলে। অতএব

لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به نفسه، لا من جهة اليقين فان مراتب اهلها مختلفة في كمال الدين — والمؤمنون مستوون في الايمان والتوحيد متفاضلون في الاعمال، والاسلام هو التسليم والانقياد

অভিধানের দিক দিয়া ঈমান ও ইছলামের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে কিন্তু কোন ঈমানই ইছলাম ছাড়া এবং কোন ইছলাম ঈমান ছাড়া নাই। এই দুইটীর পারস্পরিক সম্পর্ক পিঠ ও পেটের পারস্পরিক সম্পর্কের ন্যায়। আর দ্বীন শব্দটি ঈমান, ইছলাম ও শরীঅতের উপর সমষ্টিগত ভাবে প্রযোজ্য হইয়া থাকে —১০৩—১০৮ পৃঃ।

لاوامر الله تعالى، ففي طريق اللغة فرق بين الايمان والاسلام ولكن لايكون ايمان بلا اسلام ولا اسلام بلا ايمان — فهما كالظهر مع البطن، والدين اسم واقع على الايمان والاسلام والشرائع كلها —

ফলকথা, আহ্‌লেহাদীছগণ বলেন যে, আমল এবং ঈমান অভিন্ন। আর ইমাম ছাহেবের অভিমত যে, আচরণ ছাড়া ঈমান আর ঈমান ব্যতীত আচরণ স্বতন্ত্রভাবে বিরাজিত হইতে পারেনা। এক্ষণে এই উভয়বিধ বাক্যের মধ্যে কি পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বিদ্বানগণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

সমুদয় শরীঅতের বিধান যে শরয়ী ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, ইহাই সঠিক কথা। এ সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ হানাফী মুহাদ্দিছ ইমাম তাহাবী ইমামে আ'যমের যে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়াই আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। তাহাবী স্বীয় আকীদা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইমাম হাম্মাদ বিনে যয়েদ একদা ইমামে আ'যমকে রছুলুল্লাহর (দঃ) বিখ্যাত হাদীছ 'কোন্ ইছলাম সর্বাপেক্ষা উত্তম'? (اى الاسلام افضل) শুনাইতেছিলেন। ইমাম হাম্মাদ বিনে যয়েদ ইমাম আবুহানীফাকে বলিলেন, আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, জিজ্ঞাসাকারী রছুলুল্লাহ (দঃ) কে প্রশ্ন করিতেছেন কোন্ ইছলাম সর্বোৎকৃষ্ট? তদুত্তরে — রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিতেছেন যে, উৎকৃষ্টতম ইছলাম হইতেছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) হিজরত এবং জিহাদকেও —

الاترى يقول اي الاسلام افضل ? قال الايمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الايمان، فسكت

www.ahlehadeethbd.org

ঈমানের পর্যায়ভুক্ত করিলেন। এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া হযরত ইমাম মৌনাবলম্বন — করিয়া রহিলেন। তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন, জনাব—

ابو حنيفة رضى الله عنه فقال بعض اصحابه الا تجيبه يا ابا حنيفة ؟ قال : بما يجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

আপনি ইহার উত্তর দিতেছেন না কেন? ইমাম ছাহেব বলিলেন, আমি উহার কথার কি উত্তর দিব? সে ত আমার কাছে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ বর্ণনা করিতেছে। —শর্‌হে তাহাবীয়া, ২৮১ পৃঃ।

এই ঘটনার দ্বারা দুইটি বিষয় অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রথমটি এই যে, ইমাম ছাহেব শর্‌য়ী আমলগুলিকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া — স্বীকার করিয়াছিলেন এবং আমলকে ঈমানের — বহির্ভূত তিনি শুধু আভিধানিক দিক দিয়া দিয়াই মনে করিতেন। আর একথার সত্যতা অস্বীকার করার কোনই উপায় নাই। এই ঘটনার দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ইমামে আ'যম রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন এবং হাদীছের সমকক্ষতায় কোনরূপ তর্কবিতর্কের অবতারণাকে কিরূপ অসঙ্গত বিবেচনা করিতেন। সমস্যার সমাধান কল্পে হাদীছের গুরুত্ব কতখানি, ইমাম ছাহেবের এই ঘটনার দ্বারা তাহাও পরিদৃষ্ট হইতেছে।

আমি এই নিরস বিষয়টির আলোচনা ইচ্ছা করিয়াই একটু দীর্ঘ করিয়া ফেলিয়াছি, কারণ সকল যুগেই ইমাম আবুহানীফা সম্পর্কে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। হাফেয ইব্‌নেহজর আছকালানী স্বীয় তহযীবুত্‌তহযীব নামক চরিতাভিধানে ইমাম ছাহেব সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে,— ইমাম আবুহানীফা — সম্পর্কে কতকগুলি— الناس فى ابى حنيفة লোক বিদ্বেষের আশ্রয় — حاسد و جاهل লইয়াছে আর কতকগুলি লোক মূর্খতার পথ অবলম্বন করিয়াছে। অর্থাৎ একদল লোক হিংসার— বশবর্তী হইয়া তাঁহার মহান আসনকে খাটো করিবার অপচেষ্টা পাইয়াছে আর একদল লোক মূর্খতার বশবর্তী হইয়া ইমাম ছাহেবকে তাঁহার সত্যকার আসন হইতে ঠেলিয়া উচু করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে হাফেয যহবীর ভাষায় ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) মুছলিম জাতির ধর্মগুরু, একান্ত ধর্মনিষ্ঠ, অতিপরহেযগার, আলেমে-বা-আমল, ববরদস্ত আবিদ এবং মহাবিদ্বান ছিলেন। কোন সরকারী পুরস্কার বা ভাতা জীবনে গ্রহণ করেন নাই, ব্যবসার দ্বারা স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করিতেন—তয্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায (১), ১৫১ পৃঃ। এহেন ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ — সতর্কতার সহিত কোন কথা উচ্চারণ করা কর্তব্য, এবং ইহাই আমার এই শ্রম স্বীকার করার অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক শাস্ত্র সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ইমাম ছাহেব যে নীতি স্বয়ং অবলম্বন করিতেন এবং স্বীয় শিষ্যবৃন্দকে অবলম্বন করিবার নির্দেশ দিতেন তাহা অতঃপর আলোচিত হইবে।

والله الهادى الى سبيل الرشاد -

www.ahlehadeethbd.org

তকবীর

—কাজী গোলাম আহ্‌মদ

তক্‌বীর তব বদ্‌লাবে তক্‌দীর—
ওঠো বীর! বলো না'রায়ে তক্‌বীর!
একদা সপ্ত-সাগর সাঁতারি'
তব রণ-বীর অন্যায়ে মারি'—
চলেছিলা ছুটি' বিন্ধ্য ভেদিয়া
হাতে নিয়ে শম্‌শির।

ঝাণ্ডা নহে—আসমান ছিলো নিশান তোর—
বুকে যার চাঁদ—হাজার সিতারা রজনী ভোর
যার তলে রয় সবার শির,—
ছিলো—সবুজ-শ্যামল-ধরনী-রঙ্‌ নিশানটির।

মুস্‌লিম—তুমি চলো ছুটে,
শান্তির তরে শত্রুর পথে পড়ো লুটে,
প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করো সকল বীর—
দেখিবে জগত শ্রদ্ধায় নীচু করিবে শির।

সাম্য যাদের চির-কাম্য—বর্ম তৌহীদের—
শান্তি আর সত্যের পথে রক্তে শহীদের
রাঙাইয়া দিলো হাসিয়া যাহারা
দজ্‌লা-ফোরাত নীর।
তিলেকের তরে করিল না যারা অন্যায়ে নীচু শির:—
তোরা সেই জাতি,—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বাহক,
বিবাদ নয় আর দুনিয়ার বুকে আজ না-হক্‌।
ডাক দাও সবে শান্তির পথে
বিপথে দেখ' যে কোরেছে ভিড়
গরদান হোতে উতারো শির।

লাগিবেনা কোনো কাজে কামান—
প্রথম সোপানে আনো ঈমান,—
আর না নামের মুসলমান
ভেড়ার মতন করিয়া ভিড়
চীৎকারে কানে ধরায়ো চিড়।
আজ—বেলালের সম চাই আজান,—
বিচারে ওমর—আলির প্রাণ,
হজরত সম ক্ষমা ও ধীর—
প্রেমের পরশে ভোতা হবে তবে
শত্রুর শম্‌শির—
তব সুরে সুর ধরিয়া উঠিবে
হাতে হাতে—শিরে শির।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম বোখারীর বিখ্যাত শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন,—বাসুদেবপুরী

৫। ইমাম দারেমী

এই প্রথিতনামা মহাত্মার নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত আবু মোহাম্মদ, পিতৃপুরুষসহ তাঁহার পূর্ণনাম এই রূপ— আবদুল্লাহ বিন্ আবদুর রহমান আল-দারমী ফযল বিন্ বাহরাম বিন আবদুছ ছামাদ তামিমী। তিনি ১৮১ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম শিক্ষালাভের জন্য তিনি বহু দেশ পর্যটন করেন। তন্মধ্যে হেজাজ, বেলাদ খোরাছান, এরাক, মিছর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইমামুল মোহাদ্দেছীন হযরত আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইছমাইল বোখারী ব্যতীত ইয়াজিদ বিন হারূণ, নজর বিন শোমায়ল এবং তাঁহাদের সমসাময়িক উচ্চ শ্রেণীর খ্যাতনামা বহু মোহাদ্দেছ তাঁহার শায়খ বা শিক্ষাগুরু ছিলেন। উত্তরকালে তিনি নিজেও একজন নামকরা শিক্ষাদাতা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার বিখ্যাত শিষ্যগণের মধ্যে মোহাম্মদ বিন্ ইয়াহ্ইয়া জহলী, আবু দাউদ, আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ছহি মোছলেম ও জা'মে তিরমিযিতে ইমাম দারেমী হইতে রেওয়ায়ত উধৃত হইয়াছে।

ইমাম দারেমী অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়া যান। আল্লামা জহবী লিখিতেছেন, ইমাম দারেমী-সঙ্কলিত গ্রন্থরাজির মধ্যে "আল মছনদ", (المسند) কেতাবুত্তাফছির (كتاب التفسير) এবং আল্জামে (الجامع) রহিয়াছে। কিন্তু ইমাম দারেমী কৃত মছনদখানি সাধারণ মছনদ সমূহের তরতিব অনুযায়ী লিখিত হয় নাই। এই জন্য ইহাকে মছনদের পরিবর্তে 'ছুনান' কিম্বা ছহিহ বলা যাইতে পারে।

বিশ্বস্ততা এবং সুদৃঢ় ছনদ ও ছাহাবাগণের আমলের বিষয়সমূহ বিবৃতির দিক দিয়া ছুনানে দারেমীকে একখানি উচ্চাঙ্গের হাদীছ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অনেক মোহাক্কেক উলামা এই গ্রন্থখানিকে ইব্নে মাজার পরিবর্তে ছেহাহ ছেত্তার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। হাফেয ইব্নে হাজর বলিতেছেন, সর্বপ্রথম আল্লামা ফযল বিন তাহের ইব্নে মাজাকে ছেহাহ্ ছেত্তার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অতঃপর বড় বড় মোছান্নেফিন ও বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। নচেৎ বোধ হয় ছুনানে দারেমীই ছেহাহ ছেত্তার অন্যতম গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইত।

ইমাম আবু হাতেম রাযী বলিতেছেন, "ইমাম দারেমী আপন যুগে একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন।"

২৫৫ হিজরীর আরফার দিবস এই মহাপুরুষ পরলোকগমন করেন। মরো নামক স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ইমামুল মোহাদ্দেছীন তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়া পড়েন। মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি ইন্না লিল্লাহ··· পাঠ করেন। অতঃপর বহুক্ষণ ধরিয়া অবনত মস্তকে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে এই— কবিতাটি আবৃত্তি করিতে থাকেন—

ان عشت تفجع بالاحبة كلهم
و بقاء نفسك لا ابا لك افجع

যদি দীর্ঘায়ু হও, তবে তোমাকে যাবতীয়
বন্ধু বান্ধবের মৃত্যুতে শোক উঠাইতে হইবে,
এই হেতু তোমার জীবিত থাকা অত্যন্ত কষ্টকর।

৬। ফকিহ ইমাম মোহাম্মদ বিন্ নছর মারওয়াযি

ইমাম মোহাম্মদ বিন্ নছর মারওয়াযি ২০২ হিজরী সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইমাম বোখারী ব্যতীত ইমাম ইছহাক বিন রাহবিয়া, ইয়াহ-ইয়া বিন ইয়াহ-ইয়া, ইয়াজিদ বিন ছালেহ, হেশাম বিন্ ওমার ও ছাদাকা বিন্ আল ফযলের শিষ্যত্ব গ্রহণের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি অনেকগুলি কেতাব লিখিয়া যান। তন্মধ্যে "কেতাব রাফউল ইয়াদায়ন (رفع اليدين), "কেতাব তা'যিমুছ্ছালাত" (تعظيم الصلوة), "কেতাবুল কাছামা" (القسامة), "কেয়ামুল্লায়ল" (قيام الليل) পুস্তকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

উছমান বিন জা'ফরের মধ্যবর্তিতায় খতিব বর্ণনা করিতেছেন,— ইমাম আবু নছর স্বয়ং বিবৃতি দান করিয়াছেন—, "আমি জনৈকা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে মিছর হইতে হজব্রত উদযাপনের জন্য সমুদ্র পথে যাত্রা করি। পথিমধ্যে দৈব দুর্ঘটনায় আমাদের অর্ণবপোতখানি বিধ্বস্ত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। দৈবাৎ আমি ও আমার পরিচারিকা এক খণ্ড কাষ্ঠের উপর ভর করিয়া ভাসিতে ভাসিতে এক দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দ্বীপে জনমানবের কোন সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়ি। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যায়, মৃত্যু অনিবার্য মনে করিয়া পরিশ্রান্ত দেহখানি মাটিতে লুটাইয়া দিয়া তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ি। খোদাতা'লার অপার মহিমায় এই সময় এক ব্যক্তি পানি হস্তে আমাদের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন এবং আমাদিগকে পরিতৃপ্তিসহকারে পানি পান করান। আমরা মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সহিত যে এক সহস্র গ্রন্থ খণ্ড ছিল তাহা সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইল।"

ইমাম জহলি একজন উচ্চ শ্রেণীর মোহাদ্দেছ ছিলেন। তবু তাঁহার নিকট কেহ মছলা জিজ্ঞাসা করিলে এবং তথায় মোহাম্মদ বিন নছর উপস্থিত থাকিলে ইমাম জহলি নিজে উক্ত মছলার উত্তর না দিয়া তাঁহার দিকেই ইঙ্গিত করিতেন। কারণ তাঁহার ছাহাবাগণের আছার সম্বন্ধে ও ফেকাহাতে পূর্ণতর জ্ঞান ছিল।

ফকিহ মোহাম্মদ বিন্ নছর মারওয়াজির সহিত সমসাময়িক সুলতান ও ওমারাগণের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তাঁহারা তাহাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। খোরাছানের অধিপতি ইছমাইল বিন আহমদ ও তাঁহার ভ্রাতা ইছহাক বার্ষিক আট সহস্র দেরহাম তাঁহাকে নযরানা স্বরূপ প্রদান করিতেন। সমরকন্দবাসীগণ তাহার নিকট মিলিত ভাবে চারি সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিতেন। ইল্‌মের খেদমত করিতে গিয়া তিনি এক কপর্দকও উদ্বৃত্ত রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

মোহাম্মদ বিন নছর মারওয়াযীর মিছরে হাদীছ শিক্ষা লাভকালীন একটি বিশেষ ঘটনা হাফেয যহবী ছাহেব ছনদের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটনাটি এই :—

মোহাম্মদ বিন জাবির তাবারী, মোহাম্মদ বিন নছর, মোহাম্মদ বিন ইছহাক বিন খোযায়মা — ও মোহাম্মদ বিন হারুণ রোমানী এই চারিজন মিছরে হাদীছ শিক্ষাকালীন একই গৃহে অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের খরচপত্র নিঃশেষিত হওয়ায় অনাহারের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং অবশেষে — তাঁহারা বিপন্ন হইয়া পড়েন। এই সময় অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর ছিলনা। তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শপূর্বক এই স্থির করিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের প্রতি অপরের সাহায্যগ্রহণ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হাদীছের ভিতর পরের নিকট ছওয়াল করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ রহিয়াছে। কাজেই প্রত্যেকেই একে অন্যের অবস্থা বর্ণনার ভার গ্রহণ করিলেন। লটারীতে (قرعة) মোহাম্মদ বিন ইছহাক বিন খোযায়মার নাম সর্বাগ্রে উঠিল। তিনি নাচার হইয়া অবশেষে ওজু ও ইস্‌তেখারার নামায পড়িবার সময় চাহিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়িতে রত হইলেন, এমন সময় একব্যক্তি দ্বারদেশে আসিয়া করাঘাত করিলেন। দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন মিছরাধিপতির প্রেরিত দূত! তিনি ছওয়ারী হইতে নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, মোহাম্মদ বিন নছর কোন ব্যক্তি? অন্যান্যগণ ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ৫০ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার একটি তোড়া তাঁহার হস্তে সমর্পন করিলেন। এইরূপে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবশিষ্ট ৩ জনকেও একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রার তোড়া মিছরাধিপতির পক্ষ হইতে উপহার প্রদান করিলেন।

এই মহাপুরুষ ২৯৪ হিজরী সালে সমরকন্দ-নগরীতে পরলোকগমন করেন।

৭। ইমাম আবি আছেম আল-হাফেযুল কাবির

ইনি যাহেরী মযহবের লোক ছিলেন, কেয়াছ হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। বছরায় যখন ফেৎনার অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে তখন তাঁহার সমুদয়গ্রন্থ অগ্নিদাহে বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি ৫০ হাজার হাদীছ কণ্ঠস্থ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। স্বয়ং খ্যাতনামা পণ্ডিত ও বহুকৃতিত্বের অধিকারী হওয়া সত্বেও তিনি ইমাম বোখারীর শিক্ষাগারে যোগদান করিতেন। তিনি ইস্পাহানে বহুকাল পর্যন্ত কাযীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৭০ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ এবং ২৮৭ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবু মুছা মদিনী তাঁহার একখানা জীবন চরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন।

৮। ইমাম ইবনে খোযায়মা

আবুবকর মোহাম্মদ বিন ইছহাক বিন খোযায়মা বিন মাগিরা বিন ছালেহ বিন বকর আসসলামী নিসাপুরী। তিনি ২২৯ হিঃ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১১ হিঃ সালে ইন্তেকাল ফরমান। হাফেয যহবী ইঁহাকে ইমামুল আয়েম্মা ও শায়খুল ইছলাম উপাধিতে ভূষিত করেন।

তিনি ফেকাহ ও হাদীছ উভয় শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হাফেয যহবী তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪৪ খানা নির্ণয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত—হাদীছের ফতুয়া সংক্রান্ত খণ্ডগুলির সংখ্যা প্রায় ১০০ খানা হইবে। তিনি আরও বলেন, ইবনে খোযায়মা একমাত্র বারীরা সম্বন্ধীয় একটী হাদীছের ফেকাহাত ৩ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। ইহা হইতেই তাঁহার ফেকাহাত-দক্ষতার সম্যক্ পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। ইমাম হাব্বান লিখিতেছেন,

"আমি ইবনে খোযায়মার তুল্য আর কাহাকেও দেখিনাই। তিনি উচ্চশ্রেণীর হাদীছশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং হাদীছের শব্দসমূহ ও তদতিরিক্ত বিষয়গুলি এমনভাবে কণ্ঠস্থ রাখিতেন যে, যেন হাদীছ গুলি সত্য সত্যই তাহার সম্মুখে রহিয়াছে। স্মৃতি শক্তি এত প্রখর ছিল যে হাদীছ ব্যতীত ফেক্হী ও হাদীছীয় মছলাগুলি কোরআনের ছুরার ন্যায় তিনি কণ্ঠস্থ বলিতে পারিতেন।

ইবনে খোযায়মা যথেষ্ট পাণ্ডিত্বের অধিকারী হওয়া সত্বেও ইমাম বোখারীর শিক্ষাগারে গিয়া হাযিরা দিতেন এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া উপকৃত হইতেন। তিনি ইমামুল মোহাদ্দেছীনের অনুকরণে একখানি হাদীছ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থখানি ছহিহ ইবনে খোযায়মা صحيح ابن خزيمة নামে বিখ্যাত। এই গ্রন্থ ও ছহিহ বোখারীর পার্থক্য চন্দ্র ও সূর্যের পার্থক্যের অনুরূপ। ইবনে কাইয়েম লিখিয়াছেন, ইমাম ইবনে খোযায়মাকে ইমাম—চতুষ্টয়ের ন্যায় এক মযহবের স্তম্ভস্বরূপ মান্য করা হইয়া থাকে।

৯। ইমাম আবু হাতেম রাযী

ইনি একজন উচ্চ শ্রেণীর ইমাম রূপে পরিগণিত। ১৯০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিনি বাল্যকাল হইতে নবীয়ে করিমের পবিত্র হাদীছ শিক্ষালাভ করিবার জন্য সর্বদা পদব্রজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেন। আবু হাতেম স্বয়ং বলিয়াছেন— আমি গণনা করিয়া এক সহস্র মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি। অতঃপর আর গণনা করি নাই। বাহরায়ন হইতে মিছর, মিছর হইতে রমলা এবং রমলা হইতে তারতুছ—আমি এই সমস্ত স্থান সমূহে পদব্রজে উপস্থিত হইয়াছি এবং তথাকার বিখ্যাত মোহাদ্দেছগণের—নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষালাভ করিয়াছি।

বসরায় অবস্থানকালে একবার তাঁহার খরচ পত্রের অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায় এবং অবশেষে তিনি পরিধেয় বস্ত্রগুলি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া ফেলিতে, এমন কি কয়েক দিবস পর্যন্ত উপবাস থাকিতে বাধ্য হন। তবু তিনি নিজের দুরবস্থার কথা অপরের নিকট প্রকাশ করা সমীচীন বোধ করেন না। অবশেষে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহার জনৈক বন্ধু এই দুঃসংবাদ অবগত হইয়া প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান পূর্বক এই দুঃসহ দুরবস্থা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন।

ইনি ইমামুল মোহাদ্দেছীন বোখারীর (রঃ) সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও সম্মানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তবু ইমাম ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া হাদীছের তহকিক ও কঠিনতম বিষয়গুলি পরিষ্কার করিয়া লইতেন।

এই খ্যাতনামা মোহাদ্দেছ ২৭৭ হিজরী সালের শা'বান মাসে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

১০। ইমাম জুজরাতুল হাফেয

এই মহাত্মার নাম ছালেহ বিন মোহাম্মদ জুজরাহ। ২০৫ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। মাওরাউন্নাহাবের শহরসমূহে বহুদিন পর্যন্ত তিনি শিক্ষাদান কার্য্যে নিয়োজিত থাকেন। তাঁহার অধ্যাপনার এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, শিক্ষাদানের সময় কোন দিন কেতাব সম্মুখে রাখিতেন না। তাঁহার স্মৃতি শক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল যে, কখনও কোন ব্যক্তি তাঁহার ভুলভ্রান্তি ধরিবার অবকাশ পর্যন্ত পান নাই।

তিনি ইয়াহইয়া বিন্ মঈন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ছাইদ, বিন ছুলায়মান, আবু নছর তামার প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীগণের সাহচর্যের ফলে উচ্চ সম্মানের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি ২৬৬ হিজরী সালে বোখারায় স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেন। তথাকার শাসনকর্তা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে থাকেন। ইমাম দারকুতনী বলিতেছেন— كان ثقة حافظا عارفا তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাস্য, হাফেয ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। এই প্রতিভাবান মহাপুরুষ ইমামুল মোহাদ্দেছীনের সমসাময়িক এবং অতুল সম্মান ও গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তবু ইমাম ছাহেবের খেদমতে হাযির হইয়া অন্যান্য শিক্ষার্থীগণের সহিত একত্রে বসিয়া হাদীছের তাহকিক ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বিষয় সমূহে বুৎপত্তি অর্জন করিতেন। এই প্রথিতযশা মহাপুরুষ ২৯৩ হিজরী সালে পরলোকগমন করেন।

১১। আবু আবদুল্লাহ হোছাইন বিন ইছমাইল আল মহামেলী

ইনি দশ বৎসর বয়স হইতে হাদীছ শ্রবণ আরম্ভ করেন। ইমাম বোখারী ছাড়া আহম্মদ বিন মেকদাম আজলি তাঁহার অন্যতম শিক্ষাদাতা ছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্যগণের মধ্যে দারকুতনী, তাবরানী এবং আবুবকর বিন আল্ মকরীর ন্যায় ব্যক্তিগণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার হাদীছের এমলার মজলিছে দশ সহস্র শিক্ষার্থী উপস্থিত হইতেন। ৩৩০ হিজরী সালে পূর্ণ পরিণত বয়সে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। ইনি ইমাম বোখারী হইতে ছহিহ্ বোখারী রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

১২। আবু ইছহাক ইব্রাহীম বিন মা'কাল নছফী

ইনি ইমাম বোখারীর অন্যতম শিষ্য ছিলেন, ছহিহ বোখারী রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে রেওয়ায়তের সিলসিলা জারি রহিয়াছে। "আল মাম ইবনে দাকিকুল ঈদ"— (العلام ابن دقيق العيد) প্রণেতা লিখিতেছেন,

"পশ্চিম দেশগুলিতে ইহার মধ্যবর্তিতায় ছহি বোখারীর অন্যতম রেওয়ায়ৎ রহিয়াছে; উহার ছনদ সূচীপত্রে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, প্রাচ্য দেশগুলিতে এই ছনদ হইতে কোন রেওয়ায়ৎ আছে কিনা তাহা আমি অবগত হইতে পারি নাই।"

১৩। আবু জা'ফর মোহাম্মদ বিন্ আবি হাতেম আররাক।

ইনি ইমাম বোখারীর খাছ শিষ্য এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। ইমাম ফারাবরী ছহিহ্ বোখারীর বিভিন্ন স্থানে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।— মোহাম্মদ বিন্ ইউছুফ ফারাবরী হাদীছের যে অংশ গুলি সরাসরী ইমাম বোখারীর নিকট শ্রবণ করেন নাই সে গুলি অররাকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য ছহিহ বোখারীর বিভিন্ন স্থানে

(অবশিষ্টাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—সগীর, এম, এ।

শাহজাদা মোহাম্মদ ইবরাহিমের রাজ্যাভিষেক ও আবদুল্লাহ খাঁর যুদ্ধোদ্যম

আবদুল্লাহ খাঁর পত্র প্রাপ্তির পর তদীয় ভ্রাতা নজমুদ্দিন আলী খান শাহী জিন্দানখানায় দূত পাঠাইয়া রাজ্যলাভে অভিলাষী শাহজাদার অনুসন্ধান করেন। এই দূতেরা প্রথমতঃ জাঁহাদার শাহের পুত্রগণের নিকট যান। কিন্তু তাঁহাদের কেহই এই প্রস্তাবে সম্মত হন না। নেকোশীয়রও উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে শাহজাদা ইবরাহিম ইহাতে নীমরাজী হন।

আবদুল্লাহ খাঁর দিল্লী পৌছিবার ২ দিন পূর্বেই ১৫ই জিলহজ্জ তারিখে (১৫ই অক্টোবর, ১৭২০ খৃঃ) এই শাহজাদাকে "আবুল ফাতাহ জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ ইবরাহিম" এই উপাধিসহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে জুমার খোতবায় তাঁহার নাম পঠিত হইতে থাকে এবং তাঁহার নামে মুদ্রাও প্রচলিত করা হয়। এই শাহজাদা হইতেছেন সম্রাট বাহাদুর শাহের তৃতীয় পুত্র রফি উশ্‌শানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সেই হিসাবে ইনি পূর্ববর্ত্তী ২ সম্রাট রফিউদ্দরজাত ও রফিউদ্দৌলার ভ্রাতা। রফিউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ইহাকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার কথা হয়। কিন্তু শাহজাদা ইবরাহিমের বদমেজাজী ও উগ্র স্বভাবের জন্য তাঁহাকে বাদ দিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে শাহজাদা রওশন আখতারকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই রওশন আখতার যে সম্রাট হইয়া মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আবদুল্লাহ খাঁ দিল্লী পৌছিয়াই বাদশাহী কোষাগার হস্তগত করিলেন। তাঁহার নিজের ও রতন চাঁদ বানিয়ার সঞ্চিত অগাধ অর্থও নিজের হাতে লইলেন। এই ত্রিবিধ বিরাট অর্থ তিনি সৈন্য সংগ্রহে নিয়োজিত করিলেন। কথিত আছে মাত্র কয়েকদিনেই এই উদ্দেশ্যে ১ কোটী টাকা ব্যয়িত হয়। দূরে এবং নিকটে সর্বত্র এই জরুরী ঘোষণা দ্বারা লোকদিগকে সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত হইবার জন্য আহ্বান জানান হয়। প্রত্যেকটী বারহা সৈয়দ এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। তাহা ছাড়া বহু বহু জাঠ, মিওয়াটী ও রাজপুতও তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। প্রত্যেক সর্দ্দারকে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য ৩০ হাজার হইতে ৪০ হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া হইল। এই ভাবে নির্ব্বিচারে অর্থ ব্যয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে আবদুল্লাহ খাঁ উত্তরে বলেন, "যদি আমি জয়ী হই তাহা হইলে এই রাজ্য ও ইহার

(২৮৬ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

قال الفربرى حدثنا الوراق عن البخارى

কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম বোখারীর নিকট যে সমস্ত মনীষী শিক্ষা লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েক জনের মাত্র নাম উল্লিখিত ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও বহু শিষ্য ইছলাম জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সঙ্কলিত গ্রন্থ সমূহ অদ্যাবধি ইছলাম জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

هذا آخر ما اردنا ايراده والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين الى يوم الدين - امين -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রভৃতি ধনসম্পত্তি আমার করতলগত হইবে। আর যদি পরাজিত হই, তাহা হইলে আমার শত্রুদের ভোগের জন্য এই ধন সম্পত্তি না রাখিয়া উহা ব্যয় করাই শ্রেয় মনে করি।"

কিন্তু এই ভাবে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও আশানুরূপ সুফল পাওয়া গেল না। সদ্য রংরুট করা সৈন্যগণের অনেকেই অর্থ লইয়া প্রস্থান করিল। আর তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। যাহা হউক, কয়েক দিনের মধ্যেই নবনিযুক্ত সৈন্যগণের সংখ্যা ৫০ সহস্রে দাঁড়াইল। ইহা ছাড়া, চূড়ামন জাঠ ও রাজা মুহকম সিংহের প্রেরিত সৈন্য দল ছিল। এতদ্ব্যতীত হোসেন আলী খাঁর শিবির হইতে পলায়িত বহু সৈন্যও আসিয়া যোগ দিল। সর্বশুদ্ধ ১ এক লক্ষ হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য আবদুল্লাহ খাঁর পতাকাতলে সমবেত হইল। এই সৈন্য দলের দুর্ব্বলতার সর্বাপেক্ষা বড় কারণ রূপে দেখা দিল উপযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব। মাত্র কয়েকটী বড় কামান ছিল—রাহকালা ও জাজায়ের নামীয় ক্ষুদ্র কামানের সংখ্যা সর্বমোট ৭০০ শতের বেশী ছিল না।

পূর্বে যাহারা ফররোখশীয়রপন্থী ও সৈয়দ বিরোধী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট আমীর ও প্রধান এক্ষণে আবদুল্লাহ খাঁর পক্ষে যোগ দিলেন। ইহাদের মধ্যে গাজীউদ্দিন খান গালিব জঙ্গ, ফররোখশীয়রের দুই নিকট আত্মীয়—শায়েস্তা খান ও সইফুল্লা খান এবং মোহাম্মদ আমীন খাঁ চিন ও নিজামুলমুল্কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হামীদ খান (যিনি জংলী শাহজাদা নামে সাধারণতঃ পরিচিত ছিলেন) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবদুল্লাহ খাঁ প্রথমতঃ রাজধানীর সন্নিধানে অবস্থান করিয়া অপর পক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে সংবাদ পাইলেন যে মোহাম্মদ শাহ রাজধানীর দিকে আসিতেছেন না। তাহা ছাড়া রাজধানীর সন্নিধানে অবস্থান করার ফলে নবনিযুক্ত সৈন্যরা তাহাদের গৃহে পলায়ন করার সুযোগ পাইতেছে। তাই তিনি তাঁহার পালিতপুত্র নাজাবত আলী খান ও আত্মীয় গোলাম আলী খানের উপর রাজধানীর ভার অর্পণ করিয়া দিল্লী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে পরগণা পালিওয়ালের অন্তর্ভুক্ত বিলোচপুর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। উক্তস্থানের অধিবাসীদিগকে অন্যস্থানে সরাইয়া দিয়া উহার চতুষ্পার্শ সুরক্ষিত করা হইল।

ওদিকে মোহাম্মদ শাহও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন না। তিনি সদলবলে অগ্রসর হইতে হইতে যমুনা তীরবর্ত্তী হাসানপুরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই স্থানটি বিলোচপুর হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

হাসানপুরের যুদ্ধ

ঐতিহাসিক কাফি খান বলেন যে, মোহাম্মদ শাহের অধীনস্থ সৈন্য সংখ্যা আবদুল্লাহ খাঁর সৈন্য সংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী ছিল না। তবে সম্রাট পক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র—বিশেষ করিয়া বৃহৎ কামানের দিক দিয়া বিশেষ প্রবল ছিল। শাহী সৈন্যদলের প্রধান প্রধান অধিনায়ক ছিলেন মোহাম্মদ আমীন খাঁ চীন, তদীয় পুত্র কোমর উদ্দিন খাঁ, গোলন্দাজগণের অধ্যক্ষ হায়দর কুলী খাঁ, খান দওরান ও আমীন উদ্দিন সাম্ভাল হায়দর কুলী খাঁ অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের নায়ক হইয়া কয়েক মাইল আগাইয়া গিয়া কামান, গুলী, প্রভৃতি খুব সুরক্ষিতভাবে স্থাপন করিলেন। রসদপত্র ও পশ্চাদভাগ রক্ষার ভার থাকিল রাজা গোপাল সিংহ ভাদুরিয়ার উপর। কেন্দ্রস্থলের ভার লইলেন স্বয়ং মোহাম্মদ আমীন খাঁ। বামবাহুর ভার পড়িল খান দওরান শামসউদ্দৌলার উপর। আর রিজার্ভ সৈন্যদল আসাদ আলী খাঁর নেতৃত্বে রাখা হইল।

আবদুল্লাহ খাঁর পক্ষে ব্যূহ রচনার ব্যাপারে বহুবার রদবদল করা হইল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বারহা সৈয়দেরা কাহারও নেতৃত্ব মানিতে চান না। আবদুল্লাহ খাঁ দক্ষিণ বাহুর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া খান দওরানের মোকবিলায় প্রস্তুত হইলেন। বামপার্শ্বে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা ছিলনা। উহার ভার পড়িল গাজী উদ্দিন খানের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপর। অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল ও গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক হইলেন আবদুল্লা খানের ভ্রাতা নজমউদ্দিন আলী খান। ইহা ছাড়া হামীদ খান, সয়ফুল্লাহ খান, সৈয়দ সালাবত খান প্রভৃতি সেনাপতিবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইলেন। আবদুল্লাহ খানের পক্ষে মোটমাট ৭০ জন সৈন্যাধ্যক্ষ হস্তীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

১৩ই মোহাররম, ১১৩৩ হিজরী (১৩ই নভেম্বর, ১৭২০ খৃঃ) বুধবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে "পাদশাপছন্দ" নামক হস্তীতে আরোহণ করিয়া মোহাম্মদ শাহ মধ্য-ব্যূহে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিলেন।

প্রথমেই কামানের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোহাম্মদ শাহের পক্ষের বৃহৎ কামানগুলি হইতে মুহুর্মুহু গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। এই তীব্র অগ্নি বর্ষণের ফলে অপর পক্ষের কামানগুলি স্তব্ধ হইয়া গেল। এর ফলে শাহী গোলন্দাজ সৈন্যদল ক্রমশঃ আগাইয়া চলিল এবং অন্যান্য সৈন্যদলও তাহাদের অনুসরণ করিল। গোলন্দাজদের অধ্যক্ষ হায়দরকুলী খাঁ তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে পুনঃ পুনঃ পুরস্কৃত করিয়া তাহাদের উৎসাহ ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলিতেছিলেন। একটী গোলা আবদুল্লাহ খাঁর বারুদ খানায় পতিত হওয়ায় বিরাট বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল। ফলে বহু প্রাণ বিনষ্ট হইল।

যুদ্ধক্ষেত্র উভয়পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চলিল। এক সময় শাহী সৈন্যদলে সঙ্কট দেখা দিল এবং তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগের উপক্রম করিল। কিন্তু খান দওরান ও অন্য কয়েকজন সেনানীর আপ্রাণ চেষ্টায় এই সঙ্কটজনক অবস্থা শীঘ্রই কাটিয়া গেল।

যুদ্ধ অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত চলিল। আবদুল্লাহ খাঁর নবনিযুক্ত সৈন্যদল হতশ্রী ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের অশ্ব ও উষ্ট্রদিগকে পানি পান করাইবার অজুহাতে তাহারা দলে দলে নদী তীরের দিকে ছুটিল। কিন্তু নদীর তীর শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক দৃঢ়ভাবে অবরুদ্ধ দেখিয়া তাহারা দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পর দেখা গেল যে অগণিত সৈন্যদল দিল্লী হইতে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে কয়েক সহস্র মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

এই রাত্রি ছিল চন্দ্রের বিমল রশ্মিতে আলোকিত। প্রকৃতির এই অনুকূল অবস্থায় মোহাম্মদ শাহের পক্ষীয় কামানগুলির অগ্নি বর্ষণ প্রায় সমান বেগেই চলিতেছিল। বৃহৎ কামান গুলির মধ্যে ১টীর নাম "গাজী খাঁ" ও অন্য আর একটীর নাম ছিল "শাহ-পছন্দ"। এই সুবৃৎ কামানগুলি যে ভাবে পুনঃ পুনঃ দাগা হইতেছিল তৎপূর্ব্বে এইরূপ আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। মোহাম্মদ শাহ সমস্ত রাত্রি তাঁহার রণ হস্তীর পৃষ্ঠেই কাটাইয়া দিলেন। আবদুল্লাহ খাঁর পক্ষেও প্রধান প্রধান বহু সৈন্যাধ্যক্ষ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর অবস্থায় হস্তী পৃষ্ঠে বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে আবদুল্লাহ খাঁ দেখিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে মাত্র তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও সাবেক সৈন্যগণই রহিয়াছে, আর নবনিযুক্ত সমস্ত সৈন্যই পলায়ন করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অবশিষ্ট সৈন্য দলের মধ্যে মাত্র ১ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য। যাহা হউক এই হতাবশিষ্ট সৈন্যগণই বিষম বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। নজম উদ্দিন আলী খাঁ ও অন্যান্য বারহা সর্দ্দারদের সহযোগিতায় আবদুল্লাহ খাঁ মোহাম্মদ শাহের কেন্দ্র ব্যূহে পৌঁছিবার জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সম্রাট পক্ষ হইতেও প্রবল বাধা আসিতে লাগিল। উভয় পক্ষে এই প্রবল আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ফলে অনেক খ্যাতনামা সেনানী হতাহত হইলেন। স্বয়ং নজমউদ্দিন আলী খাঁও একটী শরের আঘাতে ও বন্দুকের গুলীতে আহত হইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খান দওরান, হায়দর কুলী খাঁ, সাদত খাঁ ও মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গেশ আবদুল্লাহ খাঁকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন। এই সময় একটী তীর আসিয়া আবদুল্লাহ খাঁর কপাল বিদ্ধ করিয়া তথায় সামান্য ক্ষত সৃষ্টি করিয়া দেয়। তাঁহাকে বন্দী করার জন্য চতুর্দ্দিকের সৈন্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে। যদিও তিনি সেই সময় লৌহ নির্ম্মিত শুরুভার বর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন, তথাপি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহার ভার উপেক্ষা করিয়া তিনি উন্মুক্ত তরবারী হস্তে ভূমিতে অবতরণ করিয়া আমরণ যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধের সঙ্কটকালে আবদুল্লাহ খাঁ বা তাঁহার ভ্রাতা যে, ভূমিতে অবতরণ করিয়া যুদ্ধের মোড় ঘুরাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে চিরভ্যস্ত একথা তাহার সৈন্যদলের অজানিত ছিল না। কিন্তু সেই দিন আবদুল্লাহ খাঁর রণহস্তীর পৃষ্ঠ শুন্য দেখিয়া সৈন্যরা সকলেই মনে করিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজেদের নিরাপত্তার দিকেই মনোনিবেশ করিল। নজমউদ্দিন আলী খাঁ ও গাজীউদ্দিন খাঁ পলায়িত সৈন্যগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল না। আবদুল্লাহ খাঁর—গোলন্দাজ সৈন্যদের পরিচালক শেখ নাথু নিহত হইলেন। রাজপুত সৈন্যরা তাঁহার মৃতদেহ ছিনাইয়া লইয়া মোহাম্মদ শাহের শিবিরে হাজীর করিল। আবদুল্লাহ খাঁর অন্যতম ভ্রাতা সয়ফুদ্দিন আলী খাঁ পর্যন্ত যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া শাহজাদা ইবরাহিমকে সঙ্গে লইয়া ২।৩ শত সৈন্যসহ যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। শাহজাদা ইবরাহিমের হস্তী ও রাজছত্র পরে পাওয়া যায় এবং মোহাম্মদ শাহ সমীপে লইয়া যাওয়া হয়।

নজমউদ্দিন আলী খাঁ আহত হইয়াও উন্মুক্ত তরবারী হস্তে তাঁহার ভ্রাতার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, আবদুল্লাহ খাঁ একাকী ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সিংহ বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন। এবং প্রতি মুহূর্ত্তে অধিকতর শত্রুসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিতেছে, যদিও তাঁহার গাত্র স্পর্শ করার মত সাহস তখন পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই; কিন্তু দূর হইতে নিক্ষিপ্ত একটী অস্ত্রে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি আহত হইল। নজমউদ্দিন আলী হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে মোহাম্মদ শাহের গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ হায়দরকুলী খাঁও জানিতে পারিলেন যে, আবদুল্লাহ একাকী যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি একটী হস্তীতে আরোহণ করিয়া অন্য একটী হস্তী সমেত ক্ষিপ্র গতিতে তথায় আসিয়া হাজির হইলেন এবং আবদুল্লাহ খাঁকে সম্বোধন করিয়া অতি বিনীতভাবে তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন "আমি কি আপনার শুভাকাঙ্খী নই? আপনার ও আমার জীবন কি এক নয়? সম্রাট সমীপে উপনীত হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ কি উন্মুক্ত আছে?" নজমউদ্দিন আলী খাঁ হায়দরকুলী খাঁকে বধ করিবার জন্য তাঁহার তরবারী উত্তোলন করিলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ খাঁ উহা নিবারিত করিলেন। এবং তার পরেই সদম্ভ ও বীরোচিত মর্য্যাদার সহিত তিনি নজমদ্দিন খানের হস্ত ধারণ করিয়া উক্ত হস্তিতে আরোহণ করিলেন।

হায়দর কুলী খাঁর শালের দ্বারা আবদুল্লাহ খাঁর হস্ত বন্ধন করিয়া সেই অবস্থাতে তাঁহাকে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ সমীপে লইয়া আসা হইল। সম্রাট তাঁহাকে "আসসালামো আলাইকুম" এই বাক্যে সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন, "সৈয়দ সাহেব, আপনার নিজের কর্ম্মের ফলেই এই নিদারুন দশায় উপনীত হইয়াছেন," আবদুল্লাহ খাঁ লজ্জা ও ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়া উত্তর দিলেন? "সকলই খোদাতালার ইচ্ছা।" মোহাম্মদ আমীন খাঁ আর নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি হর্ষধ্বনি সহ ভূমি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "এই নেমকহারামকে আপনার এই পুরাতন খাদেমের হস্তে সমর্পণ করা হউক।" কিন্তু খান দওরান বিশেষ তাযিম সহকারে উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "না, না, কখনই নহে। বাদশাহ নামদার সৈয়দ সাহেবকে কখনই মোহাম্মদ আমীন খানেনতৃত্বে সমর্পণ করিবেন না। তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেও তিনি সৈয়দ সাহেবকে অত্যন্ত হেয় ও ঘৃণ্যভাবে বধ করিবেন। এই প্রকার কর্ম্ম কখনই সমর্থন যোগ্য নহে। জুলফিকর খানকে বধ করিয়া ফররোখশীয়র কি পরিমাণ লাভবান হইয়াছিলেন? সৈয়দ সাহেবকে এই বান্দার নিকট থাকিতে দেওয়া হউক; কিংবা সম্রাটের নিজের ভৃত্যদের মধ্যে কাহারও হস্তে সমর্পণ করা হউক।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তদনুযায়ী আবদুল্লাহ খাঁ ও তদীয় ভ্রাতা নজমউদ্দিন আলী খাঁকে হায়দরকুলী খাঁর হস্তে সমর্পণ করা হইল। নজমউদ্দিন আলী খাঁ এত গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আরোগ্য বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

আবদুল্লাহ খাঁ ধৃত হইবার এক ঘণ্টা পর পর্য্যন্তও গাজীউদ্দিন খাঁ যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সৈয়দ পক্ষ চূড়ান্ত ভাবে পরাস্ত হইয়াছে, তখন যাহা কিছু রসদ মাত্র পাইলেন তাহা লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। বারহা সৈয়দরা যমুনা অতিক্রম করিয়া নিজেদের আবাস ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সয়ফউদ্দিন খাঁ নিজেদের পৈত্রিক বাসভূমি "জাসানাথে" পৌঁছিয়া তাঁহাদের মহিলা ও অনুচরদিগকে দিল্লী হইতে লইয়া আসিবার জন্য তথায় লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা দিল্লীতে সম্রাট পৌঁছিবার পূর্বেই সৈয়দ-মহিলা ও বালক বালিকাদিগকে সৈয়দগণের — পৈতৃক আবাস ভূমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হন।

১৪ই মোহররম সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পর আবদুল্লা খাঁর পরাজয় ও ধৃত হওয়ার সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছায়। তাঁহার অগণিত পত্নী ও উপপত্নী এই সংবাদে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে। বহু উপপত্নী তাহাদের পরিধেয় মূল্যবান বস্ত্রের উপর বাজে কাপড়ের বোর্খা ও চাদরের আবরণ চাপাইয়া যাহা কিছু হস্তগত করিতে পারিল তাহাই লইয়া পলায়ন করিল।

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধাবসানে মোগল সৈন্যরা লুটপাটে মনোনিবেশ করিল। অশ্ব, উষ্ট্র, গবাদি পশু যাহা পাইল তাহাই তাহারা লুটিয়া লইল। চূড়ামন জাঠ শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে উভয় পক্ষের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিল। তাহার লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে ভার বহনকারী ১ সহস্র বলীবর্দ্দ ও উষ্ট্র, দান খয়রাতের জন্য নির্দিষ্ট বহু উষ্ট্রের উপর বোঝাই করা দ্রব্য-সামগ্রী এবং দান-খয়রাত বিভাগের দলিল দস্তাবেজ সমূহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সয়ফউদ্দিন আলী খাঁ শাহজাদা ইবরাহিমকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কয়েক মাইল দূরে 'নেকপুর' নামক স্থানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া হায়দর কুলী খাঁ, জাফর খাঁ ও কোমরউদ্দিন খাঁ তথায় আসিয়া উপনীত হন ও তাঁহাকে ধৃত করেন। তাঁহাকে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ সমীপে লইয়া আসিলে সম্রাট তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার পার্শ্বেই উপবিষ্ট করান। তারপর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কিভাবে আসিলেন?" শাহজাদা উত্তরে বলিয়াছিলেন— "আপনি যে ভাবে আসিয়াছেন।" সম্রাট আবার জিজ্ঞাসা করিলেন :— কে আপনাকে লইয়া আসিয়াছে?" শাহজাদা উত্তরে বলিলেন, "যিনি আপনাকে লইয়া আসিয়াছেন।" এই ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদের উভয়কেই সিংহাসনারূঢ় করিয়াছেন একই ব্যক্তি আর তিনি হইতেছেন আবদুল্লাহ্ খাঁ। শাহজাদা ইবরাহিমের দৈনিক তনখা ৪০৲ টাকা হারে বরাদ্দ করা হইল। তাঁহাকে শাজাহানাবাদের শাহী জিন্দানখানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। খুশহাল চাঁদের উদ্ধৃত বাক্য আমরাও উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারি, "তৃণের উপর পতিত শিশির বিন্দুর ন্যায়" তাঁহার রাজত্ব এই ভাবেই ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

মুহার্‌রম্‌ঃ

—খোন্দকার আবদুর রহিম

নিস্তব্ধ বুকেতে আবার নেমে এল ক্রন্দনের সুর :
আর এল আনন্দের আমেজ মধুর।... ... ...

এ-দিনের ইতিহাস রেখে গেছে সত্যের শপথ :
হয়ত বা র'চে গেছে জালিমের ধ্বংসের পথ।
নির্ঝরের মত এদিন যুগান্তের ডানায় ডানায়,
মানুষের প্রাণগুলো ভ'রে তোলে সুরের দানায়।
মানুষেরে শিখিয়েছে : খুন ঢালো, তবু
ঘৃণিত জমিন বুকে মুছিতে দিবে না তৌহিদেরে কভু ;
জালিমের হাতের মুঠোয়
কখনো কখনো মানিবে না হীন পরাজয়।..

আবার ভরসা-মুগ্ধ বুকের নিখিল,
চকিতে মউজ নেচে ক'রে তোলে বেদনা-শিথিল।...

এ মন উড়িয়া চলে একটানা বহু—বহু দূর ;
ফোরাতের কূলে এসে থমকি চমকি চায় ব্যথায় বিধুর।
দিকে দিকে ছেয়ে আছে বালুকা-বহর,
কাঁকর প্রস্তরগুলো মিশে তার 'পর
যোজন যোজন। তাপদগ্ধ মরুভূর প্রজ্জলিত স্রোত
লেলিহান শিখা মেলি,' মু'ছে দেয় হিমের শপথ।
আর তারি মাঝে :
বালুকা-বিস্তীর্ণ বুকে : ফোরাতের মৃদু সুর বাজে
তীরের প্রস্তরে আর কাঁকরের গায়
বারংবার। ভীত নদী তর-তর-তর ব'য়ে যায়
কোন দিগন্তের পারে :
যুগান্ত-সঞ্চিত কত পাপপুণ্য কাহিনীর-ভারে।..

এজিদের সেনাগুলো সারী বেধে ফোরাতের তীর
হিংস্রতায়। শানিত শমশির হাতে করিয়াছে ভীর
পাপিষ্ট জীবন-মোহে। এপারেতে আর
হুসেন মঞ্জিল রচে। সারী সারী সফেদ খিমার
পতাকারা ছুয়ে ছুয়ে আকাশের নীল
কসমে রঞ্জিত করে বাতাসের দিল্‌।

উচ্চকিত জুলফিকার জ্বলে উঠে হুসেনের হাতে ;
মুহূর্ত্তে মলিন হয় ডুবে ডুবে খুনের প্রপাতে।..
দু'পাশে লুণ্ঠিত ক'রে শত শত মানুষের শির,
হুসেন নামিল ঐ ফোরাতের তীর।
অদম্য তৃষ্ণায় তাঁর ওষ্ঠাগত প্রাণ :
দু'হাতে তুলিল পানি। আবার ফেলিয়া দিল।
সবার সমান
চলিল তৃষিত বুকে। তাই হেরি' এজিদি-সেনার
ক্ষুধিত তীরের স্রোত ছেয়ে ফেলে তাঁর চারিধার।...

তারপর কোন এক দুঃস্বপ্ন-বেলায়,
হুসেনের শির নামে সিমারের খঞ্জরের ঘায়।...
তমিস্রা নামিয়া আসে চারিদিকে আঁখিতে আমার,
স্মরণের রেখাগুলো মু'ছে যায় অযুত কথার,
বিদীর্ণ মনের তীরে বেদনা-আবর্ত্ত গড়ে মউজ সফেন,
বাতাসের বুক ভরে আমার মর্সিয়া-ধ্বনি "হুসেন-
হুসেন।"...

শোকার্ত্ত হাজারো প্রাণ জমা হয় আমার এই বুকে :
হুসেনের লোহু দেখে ভীতিদীর্ণ : মরে ধুঁকে ধুঁকে।

www.ahlehadeethbd.org

দুর্নীতির বিষবৃক্ষ

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل -

এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে তোমাদের অর্থ অসৎ উপায়ে খাইও না (কোরআন—২ঃ ১৮৮)

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর পাক-পার্লামেন্টে — পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে এবং বিশেষ ক'রে সরকারী কর্মচারীদের ভিতর ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির অবসান ঘটনার উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারী প্রস্তাব আনীত হয়। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা যাবৎ এ সম্পর্কে বিতর্ক চলে এবং মোট ১২ জন সদস্য এতে অংশ-গ্রহণ করেন এবং তাঁদের বক্তৃতাদ্বারা পরিষদ—ভবনকে সরগরম ক'রে তোলেন। প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন, সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার জন্য সরকার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করবেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশ থেকে সর্বপ্রকার গলদ ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে হ'লে নৈতিক বোধের নূতন আদর্শ সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যতদিন না জাতীয় জীবনকে গলদ ও দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে ততদিন পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের মধ্য হ'তেও দুর্নীতি দূর করা যাবে না। প্রসঙ্গত তিনি সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অন্যায় এবং দায়িত্বহীন অভিযোগ উত্থাপনের বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে সাবধান ক'রে দেন।

জাতীয় জীবন থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্য সরকারের সত্য সত্যই কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বাস্তব পরিকল্পনা আছে কিনা তার পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। নৈতিক বোধের নূতন আদর্শের যে ইঙ্গিত প্রধান মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় প্রদান করেছেন তারও অর্থও তিনি খুলে বলেন নাই। জনমনে এই "নৈতিকবোধ" জাগ্রত করার পূর্বেই দুর্নীতির অবসান ঘটনার উদ্দেশ্যে পুনঃ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দফতর প্রতিষ্ঠার দ্বারা কার্যকরী ফললাভ কী সম্ভব হবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এ পর্যন্ত ভূত তাড়ানর শরিষার ভিতর আমরা প্রায়সই ভূতের অস্তিত্ব আবিষ্কার ক'রে—এসেছি। এবারও যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দফতরের উপর সেই ভূত আছর ক'রে বসবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 'দায়িত্বহীন' অভিযোগ উত্থাপনের বিপদ সম্বন্ধে হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ ক'রে প্রধান মন্ত্রী চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক নীতিরই প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং দুর্নীতি দমনের সপক্ষে তাঁর 'সদিচ্ছা' নিজেই বানচাল ক'রে দিয়েছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

দুর্নীতির কলুষস্রোতে আজকার দুনয়া প্লাবিত। নৈতিক বোধের শাশ্বত আদর্শকে দুনয়ার বস্তুতান্ত্রিক মানুষ আজ মোটেই আমল দিতে চাচ্ছে না। সম্মুখের লাভালাভ এবং নগদ পাওনাটাই তাদের নিকট বড় কথা। অর্থ উপার্জনের ও সুবিধা উপভোগের জন্য যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে তারা পরাঙ্মুখ নয়, তাতে ব্যক্তিগতভাবে অন্য একজন প্রতারিত হোক, সামাজিক ক্ষেত্রে অন্য সমাজ বঞ্চিত ও নিপীড়িত হোক, দেশগতভাবে অন্য দেশ ও রাষ্ট্র শোষিত ও দুর্দশাগ্রস্থ হোক তাতে কিছু এসে যায় না। নিজের বা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারই হ'ল সব চেয়ে বড় কথা, সিন্দুক কেমন করে ভর্তি করা যায়, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সকে কেমন করে ফাঁফিয়ে তোলা যায়, দোতালা অট্টালিকাটিকে কিরূপে ৪ তালা ৬ তালা করা যায় এই হচ্ছে তাদের দিবসের চিন্তা, রাত্রির স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে কারও বুকের উপর দিয়ে জুলুমের ষ্টীম রোলার চালাতে হয়, চলুক, মাতৃহারা শিশুর বালির পয়সার টান পড়ে, পড়ুক; দুস্থ মানবতার পর্ণকুটীরের চালা উড়ে, উড়ুক; সম্বলহীন বেকারের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পেট ক্ষুধার আগুনে জ্ব'লে পু'ড়ে ছারখার হয়, হোক; দুর্গত কপর্দকহীনের মৃত পিতার কাফনের পয়সা না জুটে, না জুটুক; সেদিকে আমি লক্ষ করার কে? আমি কৌশলে বুদ্ধি খাটিয়ে দুস্থ দুর্গত বঞ্চিত দুর্বল ও মৃতপ্রায়দের শেষ রক্তবিন্দু শো'ষে নিয়ে তাদের স্তূপীকৃত শবদেহের উপরে যদি আমার সপ্ততল পাষাণ প্রাসাদকে সগৌরবে দাঁড় করাতে পারি, তবেই তো আমি নিপুণ কারিগর, কর্মবীর বাহাদুর! এই তো আজ দুনিয়ার হাল। সর্বত্র অনুসৃত, সমর্থিত ও অভিনন্দিত বাস্তব জীবনদর্শন!

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী উঠেছিল এই না-হক নূতন জীবন দর্শনের মোকাবেলায় একটা পুরাতন কিন্তু শাশ্বত জীবন দর্শনকে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে। এ জীবন-দর্শন নিয়ে এসেছিলেন ১৪০০ বৎসর পূর্বে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম মানুষ দুস্থ-মানবতার কৌস্তুভমণি—মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মহান সৃষ্টিকর্তা ও শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাদাতা আল্লাহ রব্বুল আলা-মীনের তরফ থেকে। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইক্‌বাল এই আদর্শকে রূপদানের জন্য একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের চৌহদ্দ কামনা করলেন—পাকিস্তানের জনক কর্মবীর কা'য়েদে আ'যম মহাকবির হৃদ্‌রাজ্যের—খেয়ালকে বাস্তব আকার দিতে গিয়ে জীবনের শেষ শক্তি-সাধনা নিঃশেষ ক'রে দিলেন। পাকিস্তান মনযুরিত হ'ল। কিন্তু অদৃশ্য বিধাতা একজনকে এই মনযুরের পূর্বেই এবং অপরজনকে পর পরই আপন সান্নিধ্যে ডেকে নিলেন।

পাকিস্তানের পাকভূমিতে পবিত্র আদর্শের বীজ রোপিত করার পূর্বে অন্যায়ের বিষবাষ্প ও দুর্নীতির আগাছা এবং তার মূল ও বীজগুলো উপড়ে' ফেলার দিকে দৃষ্টি প্রদান করা ছিল পরবর্তী স্থলাভিষিক্তদের প্রাথমিক ও অপরিহার্য কর্তব্য। দুঃখের বিষয় তাঁরা সেদিকে যথাযোগ্য নযর দিলেন না। পাকিস্তানের গণপরিষদে দেশের শাসনতন্ত্র রচনার প্রথম পদক্ষেপে তাঁরা মৌখিক স্বীকার করলেন পাকিস্তানে কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শকে চালু করা হ'বে এবং যাতে রাষ্ট্রের মুছলিম অধিবাসীবৃন্দ কোরআন ও সুন্নাহর অনুশাসন সঠিকভাবে সমাজজীবনে অনুসরণ করতে পারে রাষ্ট্র তার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৭ বৎসরের মধ্যে দুর্নীতির বিষবৃক্ষের বীজগুলোকে এবং শোষণ ও নির্যা তনের নাপাক আগাছাগুলোকে পাক সরকার উপড়ে' ফেলার জন্য যত্নবান হওয়ার এবং এদিকে বিশেষ মনোযোগ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ফলে ধীরে ধীরে ওগুলো কাণ্ডে শাখায় পত্রে পুষ্পে ফলপল্লবে আজ বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে।

আমাদের শাসন ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষ সর্ব প্রথম বিদেশী শাসকরাই আমদানি করেন সত্য, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এ বিষ পুলিস, রেজিষ্ট্রেশন প্রভৃতি দু একটি বিভাগেই বিশেষ করে সীমাবদ্ধ ছিল। মহা-যুদ্ধে প্রধানতঃ সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন ও যুদ্ধ-প্রচেষ্টার অগ্রদাবী মিটাবার তাকীদে জনসাধারণের চাহিদা অনুপাতে যখন খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের সরবরাহ কমে যায় তখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজন ঘটে। জিলা ও মহকুমা সহর সমূহে বেসামরিক সরবরাহ কন্ট্রো-লারের অফিস খোলা হয়, সহরের মহল্লা এবং গ্রামের প্রতি জনপদে ফুড কমিটী স্থাপিত হয় এবং এসব কে কেন্দ্র ক'রে সমাজদেহের প্রতি স্তরে উৎকোচ, স্বজন প্রীতি, মুনাফাশিকারী, কালোবাজারির বাজার গরম হয়ে উঠে। রেল ষ্টিমারের উপর সামরিক অগ্রদাবীর চাপ পড়ায় সেখানেও বেসামরিক ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বাভাবিক চলাচল ব্যবস্থা ব্যহত হয় এবং ঘুষ আদান প্রদানের বক্রপথ উন্মুক্ত হয়। কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অন্যায় পথে হাঁটতে গিয়ে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, আপামর জনসাধারণের চরম অসুবিধা এবং অন্তহীন দুঃখ দুর্দশার কারণ ঘটিয়েও এ পথকে তারা নিজেদের 'স্বার্থে' সাগ্রহে জিইয়ে রাখে। এমন কি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পরও ন্যায় নীতির সহজ পথে তারা আর ফিরে আসতে চায় না। পুলিস, কন্ট্রোল এবং রেল-ষ্টিমার বিভাগ থেকে দুর্নীতির এই মারাত্মক সংক্রামক বিষ

www.ahlehadeethbd.org

অবশেষে সরকারের প্রায় সমস্ত বিভাগেই হুহু করে ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি ইনসাফের সর্বোচ্চ আদালত ও শিক্ষার পবিত্রতম পাদপীঠগুলোকেও রেহাই প্রদান করেনা। আজ অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, খাছ সরকারী বিভাগ, স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিক জীবন, রাজনীতিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ছাত্র, যুবক, আলেম, ফাযেল অর্থাৎ সমাজ জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র, এমন কোন অংশ অবশিষ্ট নেই যেখানে দুর্নীতির বিষ, প্রতারণা, ঠকামি ও ভণ্ডামির কলুষকালিমা অল্প বিস্তর ঢুকে নাই। আগে যা ছিল সীমাবদ্ধ, এখন তা হয়েছে ব্যাপক, আগে যা ঘটত গোপনে, এখন তাই অবাধে ঘটছে প্রকাশ্যে সকলের সামনে এমনকি অনেক সময় উপরওয়ালার জ্ঞাতসারে। আগে যে কাজ করতে হাত কাঁপত, দেল সন্ত্রস্ত হ'ত, তার চাইতেও মারাত্মক কাজে এখন প্রাণ উৎফুল্ল হয়, মুখে হাসির রেখা উঠে ফুটে!

আমাদের সরকার বাহাদুর যে এ ব্যাপারে একদম চুপ করে বসে আছেন তা নয় তাঁরা ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির রোগের কথা স্বীকার এবং তা দমন করার জন্য মাঝে মাঝে দু একটা নোসখার ব্যবস্থাও করছেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে, যে মন্ত্রপূত শর্ষে দ্বারা তাঁরা এই দুর্নীতির ভূতকে তাড়াতে চান সেই শর্ষেতেই স্বয়ং ভূত আছর ক'রে বসে আছে। এভাবেই তাঁদের এনফোর্সমেণ্ট ও এন্টিকরাপশন ব্রাঞ্চগুলো অকেজো প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এঁদের কর্মতৎপরতার ফেহরেস্তে বহু চুনোপুটির হয়রানির সংবাদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় রুই কাতলাদের সন্ধান মোটেই মেলে না। এবার কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চতম ক্ষমতা সম্পন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা ক'রে দুর্নীতির প্রতিরোধ করবার মৎলব ফেঁদেছেন।

আমাদের সাংবাদিক, রাজনীতিক এবং গণপ্রতিনিধি ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রগণের কণ্ঠও এবারে নিস্তব্ধ নয়। তাঁদের অধিকাংশের অভিমত এই যে, দুটি কারণ এই ব্যাপক দুর্নীতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী! প্রথম, উচ্চ রাজকর্মচারী এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবৃন্দের অতিলোভ; দ্বিতীয়, নিম্নকর্মচারীবৃন্দের স্বল্প বেতন—যা আজিকার খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের অতিমহার্ঘতার যুগে নেহায়েত অকিঞ্চিৎকর। কথাগুলো নিঃসন্দেহে সত্য। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং মানুষের অতি লোভের এই সাধারণ স্বভাব সম্বন্ধে বলেছেন,— যদি আদম সন্তানের দুটো উপত্যকাপূর্ণ অর্থ থাকে, তবু সে নিশ্চিত ভাবে তৃতীয় একটির কামনা করবে। কবর ছাড়া আর কিছুই তার পেট ভরাতে পারবে না— (বোখারী ও মুছলিম)। অভাব এবং দারিদ্রের দৈন্য থেকে রছুলুল্লাহ (দঃ) পানা চেয়েছেন। কারণ অনেক সময় অভাব মানুষের স্বভাবকে নষ্ট করে দেয়। ইছলাম সরকারের উচ্চ ও নিম্ন কর্মচারীদের বেতনের আকাশ পাতাল প্রভেদ কোন দিন সমর্থন করেনি, শুধু সরকারী কেন; সর্ববিধ সামাজিক অসাম্য এবং ভেদবৈষম্যকে কস্মিনকালে প্রশ্রয় দেয়নি।

لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب — (متفق عليه)

কিন্তু ইছলাম শুধু রোগের প্রতিরোধ এবং তার চিকিৎসা ক'রেই ক্ষান্ত হয় না। রোগের মূল কারণ গুলোকেও খুঁজে বে'র করে—তার মূলদেশ সমূহকে কর্তন করে দেয়। অতিলোভ সংযত করার উদ্দেশ্যে কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন এবং স্বল্প — বেতনের চাকুরীজীবীদের বেতন বৃদ্ধি ও অভাব গ্রস্থদের অভাব মোচন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এর দ্বারাই দুর্নীতির অবসান হবে আমরা এ বিশ্বাস পোষণ করি না। অভাবগ্রস্থদের বর্তমান অভাব দূরীভূত হ'লেই নূতন অভাব দেখা দেবে—এবং তা পরিপূরণের জন্য দুর্নীতির প্রশ্রয় তারা নেবে। আইন যত কঠোর হবে তার ভিতর ফাঁক বে'র করার এবং তাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টাও বিরামহীনভাবে ততই চলতে থাকবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করা যেতে পারে। দুর্নীতি এবং অপরাধ প্রবণতা সেখানে যত বাড়ছে—তা দূর করার জন্য তেমনি চেষ্টা চালান এবং কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা তার ফল কি দেখতে পাচ্ছি?

আমেরিকার ক্রমবর্ধমান অপরাধ ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা তাজা খবর বিশ্ববার্তা রয়টার প্রচার করেছেন। ওয়াশিংটনের ২৫শে সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ ফেডারেল বুরো ও ইনভেসটিগেশনের ডিরেক্টর মিঃ এডগার হুভার এক বিবৃতিতে প্রকাশ করেন যে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে—১৯৫৩ সনের প্রথম ৬ মাসে ১,৪৭২৯০টি বড় রকমের বেআইনী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

প্রতি ১৪'৯ সেকেণ্ডে তথায় একটি ক'রে বড় অপরাধ ঘটছে। প্রতি ৪০৩ মিনিটে একটি ক'রে নরহত্যা, প্রতি ২৯'৪ মিনিটে একটি ক'রে বলাৎকার, প্রতি ৮'৮ মিনিটে একটি ক'রে বড় ডাকাতি;—প্রতি ৫'৭১ মিনিটে একটি ক'রে অন্যায় মারপিট; প্রতি ১'১২ মিনিটে একটি ক'রে সিধচুরি, প্রতি ২৫'৬ সেকণ্ডে একটি ক'রে অন্যবিধ-চৌর্য্য, প্রতি ২'৩১ মিনিটে একটি ক'রে মটর চুরি চল্‌ছে।

প্রাচুর্যের দেশ আমেরিকা। অভাব সেখানে নেই বললেই চলে। বিশেষ করে যারা উপরোক্ত ধরণের অন্যায় কাজে লিপ্ত হচ্ছে আর দুর্নীতিতে হাত মশ্‌ক ক'রে তুলেছে অভাবগ্রস্ত তারা মোটেই নয়। দেশের কড়া আইনকে তারা নিরন্তর ফাঁকি দিয়েই চলেছে। আজ তাই আমেরিকার পুলিশ বিভাগের বড় কর্তাদের মুখ থেকে চীৎকার উঠছে দুর্নীতির প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন জীবনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক বোধের পুনর্জাগরণ। ("a Revival of the Religious & moral aspects of life")

বস্তুতঃ এই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও শাশ্বত নৈতিক বোধকে মানুষের মন থেকে নির্বাসন দেওয়ার ফলেই আজ সমগ্র দুনিয়া দুর্নীতির পঙ্কিল স্রোতে ভেসে চলেছে। পাকিস্তানও সেই সর্বনাশা সয়লাবের পঙ্কিল আবর্তে আটকা পড়ে ঘুরপাক খেয়ে মরছে। শাশ্বত ও চিরন্তন গ্রন্থ আল-কোরআন নৈতিকতার যে মান মানব-মণ্ডলীর জন্য কল্যাণপ্রদ বলে চিরনির্ধারিত করে রেখেছে, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নাহ নৈতিক আচরণের যে সুমহান আদর্শকে মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট আকারে বেঁধে দিয়েছে আজ তা হাটে মাঠে, ঘাটে বাজারে, হোটেল রেস্তোঁরায়, অফিস আদালতে, ক্লাবের আড্ডাখানায়, সিনেমা ও নাটকের প্রেক্ষাগৃহে মধ্যযুগের সংস্কার এবং আধুনিকতা ও প্রগতির পরিপন্থী ব্যাপার বলে অহরহ পরিহাস, বিদ্রূপ ও উপহাসের লক্ষ্যবস্তুরূপে পরিকীর্তিত হচ্ছে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, কেন এমন হল? আধুনিক মানুষের মধ্যে এবং বিশেষ ক'রে শিক্ষিত লোকদের ভিতরে এই বিকৃত মনোভাব ও অশুভ আচরণের অন্তর্নিহিত কারণটা কি? এই অবাঞ্ছিত মনোভাবের মূলীভূত কারণ আর কিছুই নয়, মানুষ তার জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ—আশার প্রোজ্জ্বল বর্তিকা—ইমান বেল্‌ গাইব, অদৃশ্য বিধাতার প্রতি, জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি, এবং তাঁর নিকট সমস্ত কর্মের জওয়াবদিহির দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসকে একদম হারিয়ে ফেলেছে। এই বিশ্বাসই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র যা মানুষকে প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা, অন্তরের ভোগলিপ্সা, দেহের অতৃপ্ত ক্ষুধা এবং রক্তকণিকার উন্মত্ত জিঘাংসাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে সেগুলোকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পারে। গবর্ণমেণ্টের কঠিনতম আইন, কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা, পুলিসের কড়ার চেয়ে কড়া প্রহরা, কূটনীতির সূক্ষ্মতম চাল মানুষের উক্ত অসংযত লোভ লালসাকে নিবারিত করতে পারবে না যদি না এই নৈতিক বিশ্বাসে মানুষের অন্তররাজ্য সরস ও সদাজাগ্রত থাকে যে, যা কিছু সে করছে "নিশ্চয় ان ربك لبالمرصاد তোমার প্রভু শিকারীর দৃষ্টিতে তা লক্ষ করছেন।" এবং "যে কথাই সে ما يلفظ من قول الا لديه উচ্চারণ করছে তা লিখে رقيب عتيد — রাখার জন্য সদাপ্রস্তুত প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।" মহান সৃষ্টিকর্তা এবং ব্যবস্থা দাতা আল্লাহর নিকট প্রত্যেককে তাঁর জীবনের আমলনামা নিয়ে এক দিবস প্রত্যাবর্তন করতে হবে الى مرجعكم فانبئكم بما এবং তখন তোমরা كنتم تعملون —

www.ahlehadeethbd.org

যে যে আমল করেছিলে তা সমস্ত জানিয়ে দেওয়া হবে। এই ধরার বুকে আইনের বেড়াজালকে যত কৌশলেই ডিঙানো হোক, সূচীভেদ্য আঁধারে রুদ্ধ-গৃহের বন্ধকুঠরিতে যত গোপনেই যে কোন কাজ করা হোক না কেন, তাতে পার্থিব আইনের বড় কর্তাদের ফাঁকি দেওয়া চলবে কিন্তু সর্বদ্রষ্টা আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়ার কোন উপায়ই নেই।

মানুষের অন্তরে যদি এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকে যে, আল্লাহ সবই দেখছেন এবং মানুষের কৃত সমস্ত অন্যায়ের প্রতিফল তাঁর নিকট থেকে ভোগ করতে হ'বে—সে যদি আল্লাহর প্রেরিত রছুলের বাণীকে ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর সাবধান বাণীকে ভীতির চক্ষে দেখে, তা হলে হাদীছের এই সাবধান বাণী যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) لعن رسول الله صلعم الراشى والمرتشى — উৎকোচ গ্রহণকারী এবং উৎকোচ প্রদানকারী উভয়কেই অভিসম্পাৎ করেছেন—তাকে নিশ্চয়ই সচকিত করে রাখবে এবং ঘুষ খেয়ে কিম্বা ঘুষ দিয়ে কস্মিনকালে আল্লাহর হাবিব রছুলুল্লাহর (দঃ) অভিসম্পাত মস্তকে বরণ করতে সে অগ্রসর হবে না, হতে পারে না।

রাষ্ট্রের সরকারী ও আধাসরকারী দফতর — সমুদ্রের শিয়ন আরদালি থেকে শুরু করে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের সর্ববিধ দুর্নীতি দমনের জন্য কঠোরতম আইন প্রণয়ন এবং উহাকে সঠিকভাবে বলবৎ করার উদ্যম অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কর্মচারীদের বেতনের আসমান জমিন তারতম্য দূরীকরণের সোফারেশও একান্তভাবে ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য এ সব ব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট নয়। দুর্নীতিকে পাকিস্তানের পাক-ভূমি হতে চিরনির্বাসন দিতে হ'লে ইছলামের প্রাচীন অথচ শাশ্বত নৈতিকবোধকে পাক-কর্মচারী ও নাগরীকবৃন্দের মনে বদ্ধমূল ক'রে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এ-দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারের। পাকিস্তান রাষ্ট্রে কোরআন ও হাদীছের খেলাপ কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না—এই স্বীকারোক্তিই এজন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য বিরামহীন চেষ্টা, সাধনা ও অধ্যবসায়ের আশ্রয়-গ্রহণ এবং ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন। ইছলামী নীতিবোধ এবং কোরআন ও হাদীছের মৌলিক শিক্ষাগুলোকে আন্তরিক ভাবে ও পরিকল্পনা সহকারে প্রচারে ব্রতী হওয়া সরকারের সর্বপ্রথম কর্তব্য। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং ইছলামী শিক্ষাদর্শের প্রবর্তনও এজন্য অপরিহার্য। যে সব সামাজিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও আমোদ ফূর্তির আয়োজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজ জীবনে দুর্নীতির সংক্রামক ব্যাধি ছড়াতে সহায়তা করছে সেগুলোরও উৎসাদন অথবা কল্যাণের পথে পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। সর্বোপরি আমাদের 'ভাগ্য বিধাতা' রাষ্ট্র পরিচালক—গবর্ণর, মন্ত্রী, মেম্বর, সেক্রেটারী, বিভাগীয় কর্মকর্তা, আঞ্চলিক শাসনকর্তা সকলেরই আদর্শনিষ্ঠ ও দৃঢ় — চরিত্রের লোক হওয়া প্রয়োজন। এই ভাবে চতুর্দিকের পরিবেশ যদি পরিশোধিত এবং সুনীতির আবহাওয়া প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পায়, তবেই দেশের ভিতর ইছলামের নৈতিক আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণের আকাঙ্খা কার্যকরী হওয়া সম্ভব এবং এটাই দুর্নীতির অবসান ঘটানর সহজ ও সম্ভাব্য উপায়—বাস্তব ও কার্যকরী একমাত্র পথ।

কিন্তু আমাদের সরকার ও আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি এ পথে অগ্রসর না হন, ইউরোপ-আমেরিকার ধার করা নিয়মে ও ফেল-করা পথেই যদি তাঁরা হাটতে চান, তা হলে জনগণ কি চুপ করে বসে থাকবে? না, তারা তাদের কষ্টার্জিত পাকিস্তান কে. ইছলামী নীতির কার্যকরীকরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই পরীক্ষাগারকে দুর্নীতির কলুষ প্রবাহে নিমজ্জিত হ'তে দেবে না। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ দেহের যে অংশে দুরারোগ্য দুর্নীতির দুরন্ত ব্যাধিতে পচন ধরেছে সে অংশ টুকুকে তারা নির্বিকার চিত্তে, নির্দয় মনে কেটে ছেটে ফেলবে। কোন রক্ত চক্ষু, কোন উদ্যত বজ্র মুষ্টি তাদের ঠেকাতে পারবে না, কোন চীৎকার কোন হাহাকার তাদের চিত্ত স্পর্শ করবে না, কারণ গে টা সমাজ দেহের বৃহত্তর ও স্থায়ী কল্যাণই হবে

(অবশিষ্টাংশ ২৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم

৩৯। গরুর আকীকা

মওলবী মোহাম্মদ আবুতাহের, শিমুলিয়া, কৈচড়, বর্ধমান (পশ্চিম বাঙলা)

الحمد لله وحده —

গরুর সাহায্যে আকীকা করার প্রমাণ স্বরূপ যে উক্তি আপনার মওলবী ছাহেব উধৃত করিয়াছেন, উহা আদৌ কোন দলীল নয়। কারণ দলীল মুখ্যতঃ দুই প্রকার, যথা কোরআন ও ছহীহ হাদীছ। ইজ্‌মা ও কিয়াছ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দলীল নয়। অথচ যে উক্তিটী উধৃত করা হইয়াছে অর্থাৎ—

والجمهور على اجزاء البقر والغنم

ইহা মৌখিক দাবী মাত্র। নয়লুল আওতার ও আওনুল মা'বুদ প্রভৃতি গ্রন্থে এই উক্তিটী উধৃত হইয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের নাম বনাম উল্লেখ করিয়া ছনদ ও রেওয়ায়ত সহকারে গরু বা উটের আকীকাকে জমহুরের মযহব সাব্যস্ত না করা হইবে, কাহারও মৌখিক দাবীর কোন মূল্য নাই।

আবুশ্‌শয়খ ও তাবারাণীর নাম শুনিয়া ব্যস্ত হইলে চলিবেনা। আবুশ্‌শয়খ ইছ্‌ফেহানী সম্বন্ধে ফতহুলবারীতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি আকীকাকে ছাগলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ জানিতেন :—

যে সকল ছহীহ হাদীছে ছাগলের আকীকার কথা বলা হইয়াছে, সে গুলির উল্লেখ প্রসংগে হাফেয বলিয়াছেন—

و بذكر الشاة والكبش على انه يعين الغنم للعقيقة و به ترجم ابو الشيخ الاصبهانى —

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আকীকা ছাগলের (পুং, স্ত্রী ও খাসী) মধ্যেই সুনির্দিষ্ট এবং আবুশ্‌শয়খ এই মর্ম্মে স্বীয় গ্রন্থে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন—ফতহুলবারী (৯) ৪৬৯ পৃঃ।

তাবারাণী হযরত আনছের যে হাদীছ তাঁহার মু'জমে ছগীরে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি ছনদ সহকারে তাহা হুবহু উধৃত করিয়া দিতেছি :—

حدثنا ابراهيم بن احمد بن مروان الواسطى' حدثنا عبدالملك ابن معروف الخياط الواسطى حدثنا مسعدة بن اليسع عن حريث بن السائب عن الحسن عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ولد له غلام فليعق عنه من الابل اوالبقر اوالغنم — قال الطبرانى لم يروه عن حريث الامسعدة' تفرد به عبدالملك بن معروف —

ফলকথা, এই হাদীছটী মছআদা ব্যতীত আর কেহই হুরয়ছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করেন নাই। এক্ষণে

(৩০৭ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

তাদের একমাত্র কামনা।

আমাদের শাসক এবং তাঁদের ছোট বড় সব প্রতিনিধির অন্তরলোক ইছলামের নৈতিক আদর্শের আলোকে সমুদ্ভাসিত হোক, আমাদের আপামর জনগণের অন্তর সাহস-দীপ্ত হউক, তাদের বক্রশিথিল মেরুদণ্ড দৃঢ় ও ঋজুময় হোক। পাকিস্তান থেকে দুর্নীতির বিষবৃক্ষ উৎপাটিত হোক, পাকিস্তান পাক হোক! * **পাকিস্তান জিন্দাবাদ।**

* বিগত ২৩শে অক্টোবর পাবনা জিন্নাহপার্কে হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল্‌কোরায়শী ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার প্রাবন্ধিক রূপান্তর।

—লেখক

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছটীর বিশ্বস্ততা শুধু উল্লিখিত মছ্‌আদার উপরেই নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বিদ্বান-গণের সাক্ষ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত :—

(১) বুখারী তাঁহার তারীখে-ছগীরে মছ্‌আদা সম্বন্ধে ইমাম আহ্‌মদের সাক্ষ্য উধৃত করিয়াছেন, মছ্‌আদা কিছুই নন, তাঁহার হাদীছ আমরা বহুকাল হইতে পরিহার করিয়া আসিতেছি—১৯০ পৃঃ।

(২) যহবী উঁহাকে সর্বনাশা এবং আবুদাউদ মিথ্যুক বলিয়াছেন। তাঁহার হাদীছগুলি পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল,—মিযানুল ই'তিদাল (৩), ১৬৩ পৃঃ।

(৩) ইব্‌নেহজর তাঁহার লিছানুলমীযানে—লিখিয়াছেন যে, ইমাম আহ্‌মদ, ইয়াহ্‌ইয়া বিনে মুঈন ও আবুযুরয়ছমা প্রভৃতি মছআদাকে বিচ্যুত করিয়াছেন—(৬), ২৩ পৃঃ।

এহেন রাবীর হাদীছকে বিশুদ্ধ হাদীছ সমূহের সমকক্ষতায় উপস্থাপিত করার ধৃষ্টতা আহ্‌লেহাদীছ-দের পক্ষে অতিশয় দুঃখজনক। প্রসংগতঃ ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, আহলেহাদীছগণের দ্বীন জওয়ায্‌ ও ইবাহৎ নয়, আফ্‌যলিয়ত ও ছিহ্‌হত—তাঁহাদের শরীয়তের মূল বিষয়বস্তু। প্রথিতযশা আহ্‌লেহাদীছ হাফিয ইব্‌নুলকাইয়েমের উক্তি দ্বারা এই প্রসংগের উপসংহার করিব এবং আপনাদিগকে অনুরোধ করিব যে, আপনাদের পার্শ্ববর্তী বিদ্বান-গণের ফত্‌ওয়াতেই আপনাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং আমার ন্যায় দূরবর্তী চিররুগ্ন অন্ধপ্রায় ব্যক্তি-কে অকারণে কষ্ট দেওয়া কখনই কর্তব্য নয়। ইব্‌নুল কাইয়েম বলিয়াছেন :—

و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم احق و اولى ان يتبع و هوالذى شرع الاشتراك فى الهدايا و شرع فى العقيقة عن الغلام دميين مستقليين لايقوم مقامهما جزور والبقرة - قال ابن المنذر ولعل من حجة من رأى ان العقيقة تجزى بالابل والبقرة قول النبى صلى الله عليه سلم : و مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما و لم يذكر دما دون دم فما ذبح عن المولود على ظاهر هذالخبر يجزى - و يجوز ان يقول قائل : ان هذا مجمل و قول النبى صلى الله عليه و سلم عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة مفسر والمفسر اولى من المجمل انتهى -

প্রকৃতপ্রস্তাবে রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতই সর্ব্বাপেক্ষা সঠিক এবং সর্ব্বাধিক অনুসরণযোগ্য। তিনিই হজের কুরবানীতে ভাগের বিধান প্রদান করিয়াছেন এবং তিনিই পুং সন্তানের আকীকাতে দুইটী পৃথক পৃথক প্রাণী কুরবানী করার বিধান দিয়াছেন। এই দুই কুরবানীর সমকক্ষ উষ্ট্র বা গরু কিছুই হইতে পারিবেনা। হাফেয ইব্‌নুলমনযর বলেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদের প্রামাণিকতার ভিত্তি এই যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি : "রক্ত প্রবাহিত কর" আদেশের ভিতর নির্দিষ্ট জীবের রক্তের উল্লেখ নাই, সুতরাং যে কোন প্রাণী কুরবানী করিলেই চলিতে পারে ইহার জওয়াবে একথা বলা সংগত হইবে যে, উল্লিখিত হাদীছটী সংক্ষিপ্ত আর রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি "বালকের জন্য দুইটী ছাগল আর বালিকার জন্য একটী ছাগল" হাদীছটী বিস্তৃত এবং অনুসরণের জন্য সংক্ষিপ্ত হাদীছের পরিবর্তে বিস্তৃত হাদীছ উত্তম।

৪০। মুখে নীয়তের শব্দ উচ্চারণ

মোহাম্মদ উছমানগণী মিয়াঁ, মোঃ খোক্‌সা—পোঃ জানিপুর ; কুষ্টিয়া।

কোন কার্যের সংকল্পের নাম নীয়ৎ, নমাযের জন্য অন্তরে সংকল্প থাকাই যথেষ্ট। শব্দ বা বাক্য দ্বারা যাহা উচ্চারিত হয়, তাহার নাম নীয়ত নয়। প্রত্যেক নমাযের জন্য মুখে নীয়তের শব্দ উচ্চারণ করার প্রমাণ কোরআন ও হাদীছে নাই।

৪১। পূজার মেলা

প্রতিমা পূজ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা ও বাজারে ইছলাম প্রচার ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যাওয়া নিষিদ্ধ— من كثر سواد قوم فهو منهم

www.ahlehadeethbd.org

৪২। হুরমতে ছিয়াম

রামাযান শরীফে দিবাভাগে প্রকাশ্য ভাবে— পানাহারের দোকান সজ্জিত করা জায়েয নয়। যাহাদের জন্য দিবাভাগে খাওয়া জায়েয, তাহাদিগকেও উহা সন্তর্পণে করিতে হইবে, যাহাতে ছিয়ামের হুরমৎ সুরক্ষিত হয়।

৪৩। ঈদের দিনে জুমা'

মওলবী মোহাম্মদ ইন্‌আমুল হক, শঙ্করদহ মাদ্রাছা মহিপুর—রংপুর।

ঈদ ও জুমা' একই দিনে সংঘটিত হইলে জুমা'র নমায যথারীতি পড়িতে হইবে কিনা, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন যে, জুমা' পড়িতে হইবেনা বরং যোহর পড়িলেই যথেষ্ট হইবে, কিন্তু হাম্বলী মযহবের সাধারণ বিদ্বানগণ বলেন যে, ইমাম এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি — দিগকে জুমা' পড়িতেই হইবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, দূরবর্তীগণের জন্য জুমা না পড়িলেও দোষ হইবেনা কিন্তু সহরবাসী ও নিকটবর্তীদিগকে অবশ্যই জুমা' পড়িতে হইবে। আমার বিবেচনায় জুমা' এবং ঈদ একত্রিত হইলে যথা নিয়মে ঈদ ময়দানে আদা' করার পর মুছলমানগণ স্ব স্ব জুমা' মছ্‌জিদে জুমা'র সময়ে খুত্‌বাসহ জুমা' আদা করিবেন এবং ইহাই উত্তম। হযরত আবু হোরায়রার বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন—

قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه من الجمعة وانا مجمعون -

এই হাদীছটি আবুদাউদ, ইবনেমাজা, হাকেম ও বয়হকী প্রভৃতি স্ব স্ব গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন এবং হাকেম ইহাকে মুছলিমের শর্ত অনুসারে ছহীহ বলিয়াছেন। এই হাদীছ অনুসারে স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) ঈদের দিনে জুমা' পড়া সাব্যস্ত হইতেছে এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত সকল মুছলমানের জন্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

৪৪। জামাআতে ইছ্‌লামী বনাম আহ্‌লে-হাদীছ আন্দোলন

মওলবী মোহাম্মদ ছিরাজুল হক,
চাপাদহ, গাইবান্ধা, রংপুর।

পাঞ্জাবের জনাব মওলানা ছৈয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ছাহেব একজন উচ্চাংগের হানাফী আলেম ও ইছলামের মুজাহেদ! তিনি পাঞ্জাবে যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আহ্‌লে-হাদীছ আন্দোলনের চর্বিতচর্বন হইলেও আহ্‌লে-হাদীছ মতবাদের প্রধানতম বৈশিষ্টকে বিশেষ হুশিয়ারীর সহিত উক্ত আন্দোলন হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ফলে হুজুক-প্রিয় আহ্‌লেহাদীছরা উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দ্বিধাবোধ করিতেছেনা। অথচ কোরআন ও হাদীছের জীবন্ত ও উন্নত আদর্শ এবং কর্মসূচি যদি আহলে-হাদীছদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে — না পারে, নিজেদের নাম চুরি করিয়া অন্য কোন দলপতির পতাকা মূলে সমবেত হইলেই কি — তাহারা কেল্লা ফতেহ করিয়া লইবে? আহলে-হাদীছ আন্দোলনের স্রোতস্বিনী হইতে অমৃত — আহরণ করিয়া অনেকেই বিগত দুই শতাব্দীর ভিতর নিজেদের কুম্ভ ভরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু আফ্‌ছোছ! স্বয়ং আহলেহাদীছরা কিন্তু তাহাদের গৃহের অমৃতকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিয়াই — মরিতেছে! আল্লাহ এই মরণোন্মুখ সমাজকে আত্মমর্যাদাবোধ ও সুস্থবুদ্ধি দান করুন।

والله اعلم و علمه اتم واحكم و صلى الله على سيد المرسلين و على آله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

www.ahlehadeethbd.org

কাশ্মীর সমস্যার আগাগোড়া

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ

ভারতসরকার নিরাপত্তা পরিষদে নালিশ করতে গিয়েএই দাবী জানান যে, কাশ্মীরের মহারাজা ভারতে যোগদান পত্রে স্বাক্ষর করায় কাশ্মীর-জম্মু ভারতীয় জনপদের অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে। অভিযোগে বলা হ'ল উত্তরপূর্ব সীমান্তের উপজাতীয় এবং পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দকে কাশ্মীর আক্রমণ এবং যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তান সরকার উৎসাহ ও সক্রিয় সাহায্য প্রদান করেছে—পাকিস্তানের পক্ষে এটা ভয়ঙ্কর অন্যায়, কারণ এ সহায়তা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই সামিল এবং এতে বিশ্বশান্তি — বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদের উচিত পাকিস্তানকে এ অন্যায় সহায়তা বন্ধ করার আদেশ দেওয়া, কাশ্মীর সংগ্রামে পাকিস্তানীদের অংশগ্রহণ নিষেধ করা এবং আক্রমণকারীদেরকে পাকিস্তানে প্রবেশ এবং পাকিস্তানের ভূভাগ ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান বন্ধ করতে বলা।

পাকসরকার এ অভিযোগের উত্তরে নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়ে দেন যে, পাকিস্তান মহারাজার যোগদানকে বৈধ বলে স্বীকার করে না এবং — আক্রমণকারীগণকে পাক-সরকার সাহায্য প্রদান করেননি। কাশ্মীরের ন্যায়সঙ্গত আজাদী আন্দোলনের সহায়তায় পাকিস্তানী নাগরিক এবং উপজাতীয়গণ স্বেচ্ছাসেবকরূপে এগিয়ে গেছে মাত্র। নিরাপত্তা পরিষদে এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলে। উভয় পক্ষ তাঁদের স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও বক্তৃতা করলেন যার সারমর্ম হ'ল : সমস্যার সমাধান নির্ভরকরছে সমগ্র কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণের — উপর। অপক্ষপাত গণভোট গৃহীত হ'বে, কাশ্মীরীদের এই সুনিশ্চয়তা দিতে পারলেই লড়াই বন্ধ করা সম্ভব।

জাতিপুঞ্জ কমিশন

নিরাপত্তা পরিষদ ভারতের অভিযোগ মতে পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলে স্বীকার করলেন না এবং মহারাজা কর্তৃক ভারতে যোগদানের যৌক্তিকতাও মেনে নিলেন না। ১৯৪৮ সালের ২১শে জানুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদ প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য ৫ জন সদস্যের একটি কমিশন নিয়োগ করলেন। জুলাই মাসের প্রথম দিকে এই কমিশন ঘটনাবলীর তদন্ত এবং উভয়পক্ষের মধ্যে মীমাংসার সূত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে পাকভারত উপমহাদেশে তশরিফ আনলেন।

কমিশন দীর্ঘ ছ মাস উভয় পক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একটা সর্বসম্মত চুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হন। ১৯৪৮ সনের ১৩ই আগষ্ট এবং ১৯৪৯ সনের ৫ই জানুয়ারীর দুটো প্রস্তাবে এই চুক্তি লিপিবদ্ধ হয়। উভয় পক্ষ এই চুক্তি মেনে নেন এবং নিরাপত্তা পরিষদও তা অনুমোদন করেন। চুক্তির সারনির্যাস এই:: জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের প্রশ্ন স্বাধীন ও অপক্ষপাত গণভোটের গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্ধারিত হবে। এই গণভোট গ্রহণের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে সর্বপ্রথম লড়াই থামিয়ে দিতে হ'বে এবং যুদ্ধ বিরতি রেখা নির্ধারণ করতে হ'বে। চুক্তির মর্মানুসারে ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী উভয় পক্ষ যুদ্ধ থামাবার নির্দেশ দিলেন এবং জাতি সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ফ্লিট এডমিরাল চেষ্টার নিমিৎস্‌কে গণভোট পরিচালক নিযুক্ত করলেন। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ঐ বৎসর জুলাই মাসের ২৭শে তারিখে যুদ্ধ বিরতি রেখা নির্দিষ্ট হ'ল। বিরতি রেখার উত্তর ও পশ্চিম অংশে আজাদ কাশ্মীর এবং দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ভারত দখলিকৃত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাশ্মীর রূপে পরিচিত হ'ল।

গোল বাঁধল অসামরিকীকরণের প্রস্তাব কার্যকরীকরণের ব্যাপার নিয়ে। স্বীকৃত প্রস্তাব অনুসারে যুদ্ধ বিরতি রেখার একদিক থেকে যুদ্ধরত উপজাতীয় এবং পাকিস্তানী নাগরিক ও সৈন্যবাহিনী, অপর দিক থেকে ভারতীয় সৈন্যের প্রধান অংশ অপসারিত করতে হবে। উভয় পক্ষের এই শেষোক্ত অপসারণ কার্য একই সঙ্গে সম্পাদন করতে হবে। এর পর একদিকে আজাদ কাশ্মীর, অন্যদিকে ভারতীয় সৈন্যের বাকী অংশ ও মহারাজার সৈন্য বাহিনী সম্বন্ধে গণভোট পরিচালক চেষ্টার নিমিৎসই রাখা না-রাখার প্রশ্নে শেষ মীমাংসায় উপনীত হবেন।

এ পর্যন্ত কমিশনের কাজ দুরূহ হলেও তারা তাঁদের চেষ্টার সাফল্যই অর্জন করে যাচ্ছিলেন কিন্তু অসামরিকীকরণের ব্যাপারে হাতাদমেই তাঁরা বুঝতে পারলেন কাজটি বড় সহজসাধ্য নয়। ভারত চুক্তিতে যা স্বীকার করেছে তা কার্যে পরিণত করতে না-হক গোয়ার্তুমির ভাব দেখাতে এবং একের পর এক বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। জাতিসঙ্ঘ কমিশন ১৯৪৯ সনের ৭ই মার্চ ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের একটা যুক্ত বৈঠক দিল্লীতে আহ্বান করেন। এই বৈঠকে স্থির হয় যে, পাকিস্তান ও ভারত সৈন্যাপসারণ সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ প্রস্তাব পেশ করবে। এই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি ক'রে বিরতিচুক্তি সম্পাদনের আলাপ আলোচনা চালান হবে। ৯ই মার্চ পাক-প্রতিনিধি যথারীতি তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করলেন। কিন্তু ভারত শেষ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব—কোন পরিকল্পনাই পেশ করল না। ভারত তার সৈন্য অপসারণ করবে না একথা স্বীকৃত চুক্তির—পরিপ্রেক্ষিতে সোজাভাবে বলা সম্ভব নয়, তাই পরোক্ষে অসম্ভব এবং সমর্থনঅযোগ্য শর্ত আরোপ ক'রে কৌশলে তাদের নিজস্ব স্বীকৃতিকেই বানচাল করে দেওয়ার মৎলব আঁটল। তাদের বর্ণিত শর্তগুলির মোটামুটি কথা এই :

১। ভারতীয় সৈন্যের প্রধান অংশ সরিয়ে নেওয়া হবে—(ক) পাকিস্তানী সৈন্য সরিয়ে নেয়ার পর এবং (খ) আজাদ কাশ্মীর ফৌজ ভেঙ্গে—দেওয়ার শর্তে।

২। ভারত সরকারকে আজাদ কাশ্মীর ইলাকার বিশেষ বিশেষ স্থানে সৈন্য সমাবেশ করতে দিতে হবে। তাঁরা বল্লেন, এটা দরকার নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণের পূর্বে কাশ্মীরের হিন্দুরা আজাদ কাশ্মীরের দখলী ইলাকায় যাতে করে নির্ভয়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরে যেতে পারে।

কিন্তু আসলে এটা ছিল একটা মস্ত বড় ভাওতা এবং জগতকে ভুল বুঝাবার অপচেষ্টা। আজাদ কাশ্মীরকে ব্যাপক ভাবে ভেঙ্গে না দিলে যদি মাত্র কয়েক সহস্র বাস্তুত্যাগী হিন্দুর আজাদ কাশ্মীর ইলাকায় পুনঃপ্রবেশ সম্ভব না হয়, তা হলে ভারত দখলিকৃত ইলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনী, মহারাজার সশস্ত্র সৈন্য ও দেশরক্ষী বাহিনীর বিপুল প্রতাপ এবং উঁচিয়ে তোলা সঙ্গীনের আকর্ষণে কাশ্মীরের ৬ লক্ষ বিতাড়িত মোহাজের কি করে সেখানে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাদের বেয়নটের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে কিরূপে স্বাধীনভাবে গণভোট দিতে সক্ষম হবে?

মধ্যস্থতার সব রকম চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কমিশন বিরোধীয় বিষয়সমূহের মীমাংসার জন্য এডমিরাল নিমিৎসের উপর নির্ভর করতে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের নিকট সুফারিশ জানালেন। যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এটলী এ প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য দুই দেশের প্রধান মন্ত্রীদের নিকট আপিল করলেন। পাক প্রধান মন্ত্রী তা গ্রহণ করলেন— ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ — করলেন না। দেড় বৎসরের পণ্ডশ্রমের পর কমিশন অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে লেক-সাকসেসে ফিরে গিয়ে নিজেদের ব্যর্থতার রিপোর্ট প্রদান করলেন। তবে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক কর্তৃত্ব ও অখণ্ড দায়িত্ব দিয়ে একজন মাত্র লোককে মধ্যস্থ নিযুক্ত ক'রে—আপোষ আলোচনা চালাবার সুপারিশ জানালেন।

ম্যাকনাওটনের চেষ্টা

এবার নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি-জেনারেল ক্যানাডার ম্যাকনাউটনের উপর পরিষদ উভয় পক্ষের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মতানৈক্য দূরীকরণের ভার অর্পণ করলেন। তিনি উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ মিলিত হ'লেন। গণভোটের প্রস্তুতির পথ সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ বিষয়সমূহের ভিত্তিতে এবং উভয়-দিকের উপস্থিত কর্তৃত্বের স্বীকৃতিতে ক্রমে ক্রমে অসামারিকীকরণের জন্য একটা কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব করলেন। পাকিস্তান তা গ্রহণ করল, ভারত করল না।

জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিরূপে ওয়েন ডিক্সন

অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদ অষ্ট্রেলীয় হাইকোর্টের চিফ জাষ্টিস স্যার ওয়েন ডিক্সনকে পাক-ভারতের—বিরোধ মীমাংসার সূত্র নির্ধারণ এবং প্রস্তাব পেশ করার জন্য জাতিপুঞ্জের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে ব্যাপক কর্তৃত্ব ও অখণ্ড দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পাকিস্তান সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করল, ভারত করল না।

তবু যথারীতি প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে তিনি ১৯৫০ সনের ২৮শে মে এই উপমহাদেশে আগমন করলেন। কাশ্মীর থেকে সৈন্যাপসারণের ব্যবস্থার জন্য তাঁকে পাঁচ মাসের সময় নির্ধারিত ক'রে দেওয়া হ'ল। তিন মাস পর্যন্ত বহু আলাপ আলোচনা এবং দেনদরবার ক'রেও তিনি ভারতের অযৌক্তিক দাবীর জন্য কিছুই করে উঠতে পারলেন না। ভারতের অনমনীয়তার খাতেরে তিনি এত দূর পর্যন্ত মেনে নিতে রাযি হলেন যে, ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে উপজাতীয়দের এবং ১৯৪৮ এর মে মাসে—পাকিস্তানী সৈন্যের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ "আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।" তার-পর তিনি ৩টি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ১ম, আসা-মরিকীকরণের প্রস্তাবকে বাস্তব আকার দানের প্রথম ধাপেই পাকিস্তানের সৈন্য অপসারণ কার্য শুরু হ'বে, তারপর ভারত শুরু করবে। এর পর একযোগে একাজ চলতে থাকবে। ২য়, বিরতি রেখার এক দিকে মহারাজার রাজ্যবাহিনী ও রক্ষী সৈন্য, অপর দিকে আজাদ কাশ্মীর সৈন্যবাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হবে। ৩য়, উভয় দিকের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে পরিমাণ সৈন্যের দরকার হ'বে ওয়েন ডিক্-সনের সামরিক পরামর্শদাতা সে সম্পর্কে উভয় দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শপূর্বক তা স্থির করবেন।

এ আলোচনার ভিত্তি যে মিথ্যা তা জেনেও এবং পাকিস্তানের পক্ষে অবমাননাকর-একথা ঘোষণা করেও শুধু মিটমাটের সদিচ্ছায় পাক-সরকার এ প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন আর ভারত সরকার চিরাচরিত প্রথায় তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

এর পরও স্যার ওয়েন ভারতের মনস্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন রকম প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাবগুলোর আলোচনার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের যে মনোভাবটি তিনি বুঝতে পারলেন—তার সারনির্যাস এই যে, যে সব ইলাকায় ভারত বা পাকিস্তানের বিপুল ও নিশ্চিত সমর্থন রয়েছে সে সব স্থান বাদ দিয়ে গণভোট গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু ভোট শেষে সীমানা নির্ধারণের বেলায় ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এবং আন্তর্জাতিক সীমারেখার আবশ্যকতা বিচার করে দেখতে হ'বে। উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে আলোচনা চালালে ভারত তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান এ অন্যায় নীতি স্বীকার করে নিতে পার-লনা, কারণ কাশ্মীরকে সে লুটের মাল ও ভাগের সম্পত্তি বলে মনে করেনা। অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোটের দ্বারাই সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারিত—হ'বে বলে পাক-প্রতিনিধি পুনঃ দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গণভোট সম্বন্ধে ভারতীয় নীতি কী ভবিষ্যৎ আলোচনায় অংশ গ্রহণের পূর্বে পরিষ্কার ভাবে তা জাতিসঙ্ঘ প্রতিনিধির মারফত জানতে চাইলেন। ওয়েন ডিক্সন নূতন প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোটের জন্য অপরিহার্য কতক-গুলো শর্ত ভারতকে মেনে নিতে বললেন—কিন্তু ভারত তা মানতে রাযি হ'লনা। সুতরাং স্যার—ওয়েন ডিক্সন বাধ্য হ'য়ে মিটমাটের চেষ্টায় জলাঞ্জলী দিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে বিদায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রহণ করলেন।

স্যার ওয়েন ডিক্সন ইতিপূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, "অসামারিকীকরণের কোনো পদ্ধতিই ভারতের স্বীকৃতিলাভ করবে না। ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার ও ক্ষমতার অপব্যবহার, যা দ্বারা গণভোটের স্বাধীনতা ও শালীনতা নষ্ট হ'তে পারে তেমন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করার মত অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য গণভোট 'গ্রহণকালীন কোন রূপ শাসন-ব্যবস্থাই ভারত স্বীকার করবে না" এবার নিরাপত্তা পরিষদের নিকট তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টে ভারতের অযৌক্তিক মনোভাব এবং অন্যায় একগুয়েমির বর্ণনা প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবেই তিনি খুলে বললেন, "স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোটের জন্য আসমরিকীকরণ অপরিহার্য কিন্তু যে কোন পদ্ধতিতেই তা কার্যকরী করণের প্রস্তাব করা হউক না কেন, তাতে ভারতের সম্মতি পাওয়া যাবে না বলে আমি স্থির-নিশ্চিত।" তিনি বললেন, "ভারত দখলিকৃত কাশ্মীর সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন। কাশ্মীরের এই জনবহুল অংশে যদি বিপুল সংখ্যক সৈন্য অবস্থান করে, বিরাট সশস্ত্র রাজ্য-বাহিনী যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, অস্ত্র সজ্জিত পুলিশ ফোর্স যদি জনসাধারণের উপর তাদের প্রতাপ প্রদর্শন করতে থাকে এবং সবার উপর আবদুল্লাহ সরকারের হাতে যদি পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকে, তা হলে জনসাধারণ কিছুতেই আজাদির সঙ্গে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারবে না।"

কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীগণের প্রচেষ্টা

ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই ব্রিটীশ কমনওয়েল্থের অন্তর্ভুক্ত। কমনওয়েল্থ এর প্রধানমন্ত্রীগণ মনে করলেন, কাশ্মীর-বিরোধ যদি এ ভাবে অমীমাংসিতই থেকে যায়, তা'হলে তা শেষ পর্যন্ত পাক-ভারত যুদ্ধে রূপান্তরিত, এমনকি বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে। সুতরাং এ বিরোধ মীমাংসার জন্য জাতিসঙ্ঘের বাইরে তাঁদের একবার অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখা দরকার। ১৯৫১ সনের জানুয়ারী মাসে কমনওয়েলথের সব প্রধানমন্ত্রী লণ্ডনে একত্রিত হন। নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণের পূর্বে তাঁরা—সমগ্র কাশ্মীরে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির অপরিহার্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। তাঁরা প্রস্তাব করলেন, উভয়দিক থেকে পাক-ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে নিতে হ'বে এবং স্টেট মিলিশিয়া ও আজাদ কাশ্মীর ফৌজ নিরস্ত্র ক'রে ভেঙে দিতে হ'বে। নিরাপত্তা, আইন শৃংখলা রক্ষা এবং নিরপেক্ষ গণভোটের তদারকের জন্য তাঁরা কমনওয়েল্থ সৈন্য বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব করেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড নিজেদের খরচেই সৈন্য প্রেরণ করতে চাইল। পাকিস্তান সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু ভারত প্রত্যাখ্যান করে। ২য় বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে কমনওয়েল্থ প্রধান মন্ত্রীগণ সম্মিলিত পাক-ভারত সৈন্য মোতায়েনের প্রস্তাব করেন। পাকিস্তান এ প্রস্তাবও গ্রহণ করে, ভারত প্রত্যাখ্যান করে। ৩য় বিকল্প প্রস্তাবে বলা হয়, গণভোট পরিচালক স্বয়ং স্থানীয় সৈন্য বাহিনী গঠন করবেন। পাকিস্তান এটাও গ্রহণ করে, ভারত প্রত্যাখ্যান করে। এ ব্যাপারে কমনওয়েলথের প্রধান মন্ত্রীগণ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, কেন এবং কাদের দোষে কাশ্মীরে নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণ সম্ভব—হচ্ছেনা।

ডঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহামের দৌত্যকার্য

অতঃপর স্বস্তি পরিষদ ১৯৫১ সনের ৩০শে মার্চ তারিখে ডক্টর ফ্রাঙ্ক গ্রাহামকে নূতন মধ্যস্থ নিযুক্ত ক'রে পাক-ভারতে প্রেরণের প্রস্তাব করলেন। পাকিস্তান এ প্রস্তাব মানল, ভারত সরাসরি প্রত্যাখান করল। তবু গ্রাহম এলেন এবং করাচী, দিল্লী, শ্রীনগর সর্বত্র যথেষ্ট আদর আপ্যায়নও পেলেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতেই এবং একেবারে নাকের ডগার উপর দিয়েই পাক সীমান্তে ভারত যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে তার বিপুল সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করে ফেলে, ওদিকে কাশ্মীরের ডোগরা রাজা তথাকথিত গণপরিষদ গঠন ক'রে কাশ্মীরের ভারত-যোগদানের 'আইনানুগ' স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে তৎপর হন। ছ'সপ্তাহ পর্যন্ত এদিক ওদিক ঘুরাফেরা এবং আলাপ

www.ahlehadeethbd.org

আলোচনা ও দেনদরবার ক'রে অবশেষে ৬ মাস দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তিনি তাঁর প্রথম রিপোর্ট প্রণয়ন করতে সক্ষম হন। রিপোর্ট তিনি তাঁর দৌত্যকার্যের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েও আরো আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সার্থকতার উপর জোর দেন। ফলে তিনি পুনঃ আরোও ছ সপ্তাহ দেনদরবারের সময় পান। এবারও তিনি ভারতের অন্যায় আবদার ও ঔদ্ধত্যের সামনে পরাজয় বরণ করেন।

১৯৫১ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর ডক্টর গ্রাহাম তাঁর তৃতীয় চেষ্টায় ৪টি প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে সে সম্বন্ধে ভারতের অভিমত জানতে চেষ্টা করেন। প্রস্তাব চারটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ ১। সৈন্যাপসারণের সময়, ২। সৈন্যাপসারণের কার্যক্রম, ৩। সৈন্যাপসারণের সময়ের পর কাশ্মীরে উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা নির্ধারণ, ৪। গণভোট পরিচালককে তাঁর স্বপদে নিয়োগ। এ প্রস্তাব সম্বন্ধেও ভারতের সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গেল না। ডাঃ গ্রাহাম নিরাপত্তা পরিষদে তাঁর তৃতীয় রিপোর্টে ভারতের এ মনোভাবের কথা পরিষ্কার ব্যক্ত করলেন। ডঃ গ্রাহাম আবার ১৯৫২ সনের ২৯শে মে নিউইয়র্ক আলোচনা আরম্ভ করেন। তাতেও কোন ফলোদয় না হওয়ায় পরবর্তী ১৬ই জুলাই উভয় দেশের প্রতিনিধিদের সামনে ১২ দফা শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আলোচনা চালানর পর ১৯শে সেপ্টেম্বরে ডঃ গ্রাহাম তাঁর চতুর্থ রিপোর্টে দাবী করেন যে, ১০টি প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি উভয় সরকারের মধ্যে মতানৈক্য দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিরোধের চড়ায় ঠেকে তাঁর আলোচনার জাহাজ অচল হয়ে পড়েছে। এর পর নিরাপত্তা পরিষদ ২৩শে ডিসেম্বরের অধিবেশনে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাতে বলা হয়, সৈন্যাপসারণের সময় পার হ'লে যুদ্ধবিরতি রেখার আজাদ কাশ্মীর ইলাকায় ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার এবং ভারতীয় ইলাকায় বার হাজার থেকে আঠার হাজার সৈন্য মোতায়েন থাকবে। ভারতের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের এরূপ পক্ষপাতমূলক প্রস্তাবও ভারত সরকার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৫৩ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডঃ গ্রাহাম জেনেভায় এক সংশোধিত প্রস্তাবে নিজের পূর্বকার এবং নিরাপত্তা পরিষদের ডিসেম্বরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে পাকিস্তানী পক্ষে সৈন্য সংখ্যা অপরিবর্তনীয় রেখে ভারতীয় পক্ষে একুশ হাজার সৈন্য রাখার সুফারিশ ক'রে বসেন। এমন অন্যায়, অযৌক্তিক এবং পক্ষপাতমূলক প্রস্তাব পাকিস্তান গ্রহণ করতে রাযি হয় না, জেনেভা আলোচনা এ ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯৫৩ সনের ২৭শে মার্চ ডঃ গ্রাহাম তাঁর ৫ম রিপোর্টে এ ব্যর্থতার বিবরণ নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করেন। এই ব্যর্থতার পর জাতিসঙ্ঘের অথবা জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে তাঁর পরবর্তী কর্তব্য কি সে সম্বন্ধে ডঃ—গ্রাহাম তাঁর রিপোর্টে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অথবা সুফারিশ পেশ করেন নি।

পাক-ভারত প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের আপোষ প্রচেষ্টা

অতঃপর নিরাপত্তা পরিষদের বাইরে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় আপোষ আলোচনায় সমস্যার সমাধানের পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় অগ্রসর হন। লণ্ডন ও করাচীর আলোচনায় পাক-প্রধানমন্ত্রী—"আশার আলোক" প্রত্যক্ষ করেন এবং "নব যুগের সূচনার" ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ সব আপোষ আলোচনা ভারত দখলিকৃত কাশ্মীরে বখ্‌শী সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতির প্রতিক্রিয়ায় দিল্লী চুক্তির ভিতরে যে উদ্ভট পরিণতি লাভ করে এবং আজাদ কাশ্মীর, পাকিস্তান, মুছলিম জাহান ও বিশ্বজনমত যেরূপভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে বিগত সংখ্যা তর্জুমানে তা সবিস্তার আলোচিত হয়েছে।

জাতিসঙ্ঘের ঔদাসীন্য ও পাকিস্তানের দুর্বল নীতির পরিণতি

আমাদের এই সুদীর্ঘ আলোচনায় এটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, যে জাতিসঙ্ঘ উহার পাক-ভারত—কমিশন, প্রেসিডেন্ট-জেনারেল, প্রতিনিধিদ্বয়ের সুফারিশ এবং নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্বারা মীমাংসার যতগুলো প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন ভারত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তার দু একটি ছাড়া সমস্তগুলোকেই সরাসরি প্রত্যাখ্যান বা অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা দেখিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, জাতিসঙ্ঘ এজন্য কিছুমাত্র বিরক্তিবোধ প্রকাশ করেননি অথবা ভারত সরকার দ্বারা সে সব প্রস্তাব গ্রহণের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ কিম্বা কোন সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। বরং ভারতীয় একগুয়েমির নিকট বার বার নতি স্বীকার ক'রে তোষামদের পথকেই বেছে নিয়েছেন।

অপর দিকে পাকিস্তান প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিনা দ্বিধায় নতমস্তকে কবুল করে নিয়েছে। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যে কোন প্রস্তাবে পাকিস্তানের এই সহজলভ্য রেযামন্দির নিঃসন্দিগ্ধতায় জাতিসঙ্ঘের চাবি কাঠির ধারক ইঙ্গ মার্কিন ব্লক শক্তিশালী ভারতকে কোন অবস্থাতেই বাধ্যবাধকতার বিরক্তিকর পথে নিক্ষেপ করার সার্থকতা খুঁজে পায় নি। সোভিয়েট রুষিয়াও ঐ একই কারণে কাশ্মীর প্রসঙ্গে উহার চিরাভ্যস্ত 'ভেটো' প্রয়োগ, বিকল্প কোন প্রস্তাব উত্থাপন কিম্বা কোন সক্রিয় পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ জানায় নি।

ভারত স্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ যত দীর্ঘকাল অমীমাংসিত ও বিলম্বিত হয়ে থাকবে ততই তার পক্ষে মঙ্গল। আজাদ কাশ্মীর ফৌজের হাতে পরাজিত এবং অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কায় নেহায়েত বিপাকে প'ড়ে ভারত জাতিসঙ্ঘে নালিশ উত্থাপন করতে এবং নিরাপত্তা পরিষদের গণভোট প্রহণের প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ৫।৬ বছরের সুদীর্ঘ অবকাশে ভারত সরকার এখন তাঁদের সামরিক শক্তিকে সুসংহত এবং দখলিকৃত কাশ্মীরের অবস্থা গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে জাতিসঙ্ঘের যে কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান এবং বিশ্বজনমতের যে কোন মৌখিক রায়কে উপেক্ষা করার সাহস সঞ্চয় করেছেন। ভারতের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো কাশ্মীরকে সরাসরি ভারতীয় জনপদের অংশ বলে ঘোষণার দাবী উত্থাপন করেছে আর নেহেরু-সরকার কূটনৈতিক পন্থায় উহা কুক্ষিগত করার মতলব ফেঁদে বসে আছে। ভারতের এই কূটনৈতিক চাল তিনটি কর্মধারায় বয়ে চলেছে। ১ম, কাশ্মীরের মুছলিম নিধনযজ্ঞ ও বিতাড়ন-নীতি এবং তৎস্থলে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর পুনর্বসতির পরিকল্পনা, ২য়. পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা এবং ভারতীয় উদারতার মহিমা প্রচার এবং উদ্দেশ্যমূলক জনকল্যাণ কর ব্যবস্থা দ্বারা কাশ্মীরিদের মন আকৃষ্ট করার ব্যবস্থ, ৩য়, যারা এব্যবস্থাতেও বশে আসবেনা তাদের মনে ভারতীয় সঙ্গীনের খোচায় ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার পূর্বক গণভোট প্রভাবিত করার অপচেষ্টা। এই ভাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণের ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির পথ রুদ্ধ ক'রে গণ ভোটকে একটি প্রহসনে পরিণত করার নীতি ভারত গ্রহণ করেছে। এই জন্যই ভারতের পুরাতন বন্ধু শেখ আবদুল্লাহকে সরিয়ে নূতন বংশবদ বখ্‌শীজিকে শাসন কর্তৃত্বের গদিতে বসানর প্রয়োজন ঘটছে এবং এই কর্তৃত্বের স্নিগ্ধ ছায়াতলে জাতিসঙ্ঘের নির্বাচিত এডমিরাল নিমিৎসের পরিবর্তে একজন 'জো হুজুর' গণ ভোট পরিচালক নির্বাচনের জন্য তরুণ পাক-প্রধান মন্ত্রীর স্বীকৃতি আদায়ের কূটকৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।

কিন্তু কাশ্মীরের জাগ্রত জনগণ এবং পাকিস্তানের ক্ষুব্ধ ভ্রাতৃবৃন্দ কস্মিনকালে এ ষড়যন্ত্র সফল হতে দিবে না। জাতিসঙ্ঘের নিষ্ক্রিয় অথর্ব নীতি এবং পাকিস্তানের ভীতি-বিহ্বল ও দ্বিধা দ্বন্দ্ব দুর্বল মনোবৃত্তি তাদের সুগভীর ধৈর্যের দৃঢ়তম বাঁধ প্রায় ভেঙে দিয়েছে। এখন হয়, পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীর স্বপক্ষে এ যুগের বিশ্বজনমতরূপ শাক্তিশালী অস্ত্রকে আরও ধারাল আরও সক্রিয় ক'রে তুলতে হবে এবং উহারই গুরু গম্ভীর চাপে জাতিসঙ্ঘকে অতি শীঘ্র কার্যকরী পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করাতে হ'বে, নয়ত, পাকিস্তানকে এ সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের শাসন সংবিধান

সম্পর্কে—

[পাক-গণপরিষদে মূলনীতি কমিটীর রিপোর্টের দফাওয়ারী আলোচনা শুরু হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে উহার কতকগুলি ধারা সংশোধিত আকারে গৃহীতও হইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ বাকীগুলিও ঐরূপ ভাবে গৃহীত হইতে থাকিবে। গৃহীত ধারা সমূহে জনদাবী কতটুকু রক্ষিত হইয়াছে এবং উলামায়ে কেরাম ও ইছলামী প্রতিষ্ঠান সমূহের সংশোধনী ও প্রস্তাবাবলীর প্রতি কিরূপ মর্যাদা প্রদর্শিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা বুঝিবার সুবিধার জন্য উহা নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে সঙ্কলিত হইল]

উলামায়ে-দ্বীনের সংশোধনী

পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী খওয়াজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক উপস্থাপিত মূলনীতি কমিটির ছুফারিশসমূহ সম্পর্কে শিয়া, আহ্‌লেহাদীছ, হানাফী, দেওবন্দী ও ব্রেলভী দলসমূহের ৩২ জন বিশিষ্ট উলামা বিগত জানুয়ারী মাসে করাচীতে মিলিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে যেসকল সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যেগুলি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশলাভ করিয়াছিল, জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইতেছে।

পাক রাষ্ট্রের মূলনীতি

(ক) শিক্ষা পদ্ধতিতে এরূপ সংশোধন সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার ফলে মুছলমানগণ তাহাদের জীবনপদ্ধতি কোরআন এবং ছুন্নতে-রছুলুল্লাহ (দঃ) অনুসারে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইতে পারেন।

(খ) শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর অন্ততঃ তিন বৎসর কালের মধ্যেই আইন প্রণয়ন করিয়া সর্ববিধ মাদক দ্রব্য, জুয়া এবং প্রকাশ্য ব্যভিচারের প্রতিরোধ করিতে হইবে।

(গ) আগামী পাঁচ বৎসর কালের ভিতরেই প্রচলিত আইনগুলিকে কোরআন ও ছুন্নাহর অনুকূলে রূপান্তরিত করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(ঘ) ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসারূপী জীবনযাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার জন্য পাক সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট হইবেন।

(ঙ) রাষ্ট্রের আর্থিক পলিসি ইছলামের — সামাজিক ন্যায় বিচার নীতির ভিত্তির উপর গঠিত হওয়া আবশ্যক।

(চ) শ্রমিক ও কৃষকদলের অধিকার ও পারিশ্রমিক এরূপ ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে নিরূপিত হইবে, যাহার ফলে তাঁহারা তাঁহাদের জীবনযাত্রার — মৌলিক প্রয়োজন হইতে বঞ্চিত না হন এবং কেহ যেন তাঁহাদের দ্বারা অবৈধভাবে লাভবান হইতে না পারেন।

(ছ) সরকারের নিম্ন ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতনের মধ্যে যে বিরাট তারতম্য রাখা হইয়াছে তাহাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে সুসমঞ্জস করিতে হইবে।

(জ) সিভিল এবং মিলিটারী সকল প্রকার সরকারী কর্মচারীর ট্রেণিং এ মুছলমানদের ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা ও তবলিগের সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আইনপ্রণয়ন, শাসন-সৌকর্য ও বিচার

(১) শুধু এই কথা বলা যথেষ্ট নয় যে, কোরআন ও ছুন্নতের বিপরীত কোন আইন প্রণয়ন করা হইবেনা, বরং মূলনীতিতে অস্তিবাচক রূপেও ইহা উল্লেখ থাকা অপরিহার্য যে, পাক-রাষ্ট্রে আইনের মূলভিত্তি হইবে কোরআন ও ছুন্নতের নীতি, আদেশ ও নির্দেশ।

(২) যাহাতে শরিঅতের সীমালঙ্ঘন করিয়া কোন আইন বিরচিত হইতে নাপারে তজ্জন্য উলামা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়টিকেও শাসন সংবিধানের অন্যান্য বিষয়গুলির ন্যায় সুপ্রীম কোর্টের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবশ্য অস্থায়ী ব্যবস্থারূপে সুপ্রীম কোর্টে এরূপ পাঁচ জন বিশিষ্ট উলামা নিয়োগ করা যাইতে পারে যাঁহাদের সমবায়ে সুপ্রীম কোর্টের কোন পরহেযগার এবং শরিঅতে সুদক্ষ বিচারপতি উক্ত বিষয় মীমাংসা করিতে সক্ষম হন।

(৩) অর্থকরি বিলগুলিও কোরআন ও ছুন্নার আওতার বহির্ভূত হইতে পারিবেনা বরং উহাদের অধীনে থাকিবে।

(৪) এই রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান ইছলামী গণতন্ত্র হওয়া উচিত।

(৫) যে ব্যক্তি গণ-পরিষদের সভ্য নন তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রীর পদ প্রদান করা চলিবেনা।

(৬) নির্বাচনী বিচারালয়গুলি শাসন কর্তৃপক্ষদের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা আবশ্যক। এই বিচারালয়গুলির বিচারপতিগণের নিয়োগাধিকার কেন্দ্রের জন্য সুপ্রীম কোর্টের এবং প্রদেশসমূহের জন্য—হাইকোর্টের হস্তে থাকা আবশ্যক।

(৭) শসস্ত্র সৈন্যদল সম্পর্কিত মার্শাল কোর্ট অথবা ট্রাইবিউনাল কর্তৃক প্রদত্ত মীমাংসার বিরুদ্ধে আপীলের অনুমতি প্রদান করার অধিকার সুপ্রীম-কোর্টের হস্তে থাকা আবশ্যক।

(৮) কর্মচারীদের অধিকার, দাবী এবং বৈশিষ্টের মধ্যে পরিবর্তন সংশোধন করার জন্য কোন আইনের পাণ্ডুলিপি রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের অনুমতি-সাপেক্ষ রহিবেনা।

(৯) সতর্কতামূলক নযরবন্দীর অধিকার শুধু শরিঅতের প্রতিকুল নয় বরং সুস্থ জ্ঞান এবং ন্যায়-বিচারের বিশ্বজনীন পরিকল্পনারও পরিপন্থী। যদি এই ব্যবস্থা একান্তই শাসনতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত রাখিতে হয়, তাহাহইলে নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্তের সহিত উহার অন্তরভুক্ত করা উচিত।

(১০) কাদিয়ানীদিগকে অমুছলমান সংখ্যালঘু-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

(১১) অবস্থা যতই সঙ্কটজনক হউকনা কেন, হেবিয়াস্ কর্পাস্ (Habeas corpus) এর অধিকার কোন অবস্থাতেই বাতিল করা যাইতে পারিবেনা।

পশ্চিম পাক জমঈয়তে আহলে-হাদীছ মন্ত্রণা পরিষদের সিদ্ধান্ত

পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের মন্ত্রণা পরিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বিগত — ২৫শে অক্টোবর তারীখে জমঈয়তের স্থায়ী সভাপতি জনাব মওলানা ছৈয়েদ মোহাম্মদ দাউদ গজনভী ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ১৩০ জন সদস্য যোগদান করিয়াছিলেন। যেসকল গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। (ক) কোরআন ও ছুন্নাহর বিরোধী কোন আইন পাকিস্তানের জন্য বিরচিত হইতে পারিবেনা বলিয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং মুছলিম লীগ এসেম্বলী পার্টি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, পশ্চিম-পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের মন্ত্রণা সভা সেই সিদ্ধান্তকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছেন এবং আশা করিতেছেন যে, ১৯৫৩ সালের বিগত জানুয়ারী মাসে করাচীর অধিবেশনে পাকিস্তানের বিশ্বস্ত আলেমগণ যেসকল সংশোধনী উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং যে গুলি বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইয়াছে, তদনুসারে মূলনীতি নির্ধারণ কমিটির—রিপোর্টের ত্রুটীগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

(খ) অর্থকরি ধারাগুলিকে উল্লিখিত নীতির আওতা হইতে বাহিরে রাখার যে প্রস্তাব মুছলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি গ্রহণ করিয়াছেন, সেসম্পর্কে এই সভা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন এবং এই প্রস্তাবকে কিতাব ও ছুন্নতের প্রতি কটাক্ষ বরং কিতাব ও ছুন্নাহর বিরুদ্ধাচারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন এবং কোরআনের পবিত্র আয়ত "অদ্যকার দিবসে আপনার জন্য, হে রছুল (দঃ), আমি আপনার দ্বীনকে পূর্ণতা দান করিলাম এবং আমার নি'য়ামতকে আপনার জন্য নিঃশেষিত করিলাম" এই ইলাহী বাণীর

اليوم اكملت لكم
دينكم و اتممت عليكم
نعمتي

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিদ্রূপ বলিয়া গণ্য করিতেছেন এবং কোরআনে কথিত "তোমরা কি আল্‌কিতাবের কতক অংশে ঈমান আনিতেছ আর কতক অংশের সহিত কুফর করিতেছ?" আয়তের সম অর্থবোধক আচরণ বলিয়া ধারণা করিতেছে। অধিকন্তু পাকিস্তানের আইন সচিব মিঃ ব্রোহীর সাম্প্রতিক বক্তৃতা, যাহা তিনি গণপরিষদে প্রদান করিয়াছেন, সে সম্পর্কেও এই সভা — গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। এবং ঘোষণা করিতেছেন যে, আলেমগণ কোন দিন এরূপ দাবী করেননাই যে শুধু একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীরই কোরআন ও ছুন্নতের ব্যাখ্যা করার অধিকার রহিয়াছে। এই সভা বিশ্বাস করেন যে, যেরূপ হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ — অথবা যেরূপ অন্যান্য সমাজে নির্দিষ্ট গোত্র বা গুষ্টির লোকদিগকেই তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহ ব্যাখ্যা করার অধিকারী বিবেচনা করা হয়, ইছলামে সেরূপ কোন গোত্র, বংশ বা কোন দল নাই যাহারা শুধু একচেটিয়া ভাবেই কোরআন ও ছুন্নতের ব্যাখ্যা— করার অধিকারী বিবেচিত হইতে পারে। প্রত্যেক মুছলমান যে কোন বংশ বা গোত্রের হউকনা কেন, যে কোন দেশের অধিবাসী হউক না কেন, যে ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবনাদর্শ এবং মহামান্বিত ছাহাবাগণের শিক্ষার আলোকে কোরআন পাঠ করার সুযোগ পাইয়াছে, সে ব্যক্তির কোরআনের অর্থ এবং ব্যাখ্য করার অধিকার আছে। এই সভা ঘোষণা করিতেছে যে, ইছলামে যেরূপ "মোল্লাইজ্‌মে"র স্থান নাই সেইরূপ উহাতে "জাহেলী-ইজ্‌মের'ও অবকাশ নাই। কোরআন ও ছুন্নতের সাধারণ— রিডিং পর্যন্ত যেব্যক্তি পড়িতে পারেনা এবং যে ব্যক্তি কিতাব ও ছুন্নতের বিদ্যা যথারীতি শিক্ষা করেনাই, তাহার কোরআন ও ছুন্নতের ব্যাখ্যা করার অধিকার এই সভা কোন মতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়, কারণ এরূপ স্বীকৃতির ফলে কোরআন ও হাদীছ ছেলে খেলায় পর্যবসিত হইবে মাত্র।

২। এই সভা মার্শাল ল' ইনভিমনিটি বিল, বিশেষতঃ উহার যে ধারা অনুসারে মার্শাল ল' কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে বিচারালয়ের সাধারণ উচ্চ বিচার প্রাপ্ত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, উহাকে চরম স্বৈরাচার এবং অত্যাচারমূলক বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন এবং গণপরিষদের সদস্যবৃন্দের নিকট দাবী জানাইতেছেন যে, অন্ততঃ আইনের এই দফাটিকে বাদ দিয়া জনগণের অধিকার সুরক্ষিত করা হউক।

৩। এই সভা পাঞ্জাব সরকার এবং পাকিস্তান সরকারের নিকট অত্যন্ত জোরের সহিত দাবী — জানাইতেছেন যে, "খতমে নবুওত" মতবাদের সংরক্ষণকল্পে উত্থিত আন্দোলন সম্পর্কে যেসকল উলামা এবং একনিষ্ঠ মুছলিমদিগকে নযরবন্দ বা কয়েদ করা হইয়াছে অবিলম্বে তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া সরকার এবং জনগণের মধ্যে যে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিদূরিত করা হউক।

(৪) এই সভা অত্যন্ত দুঃখের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, আমাদের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির ঝোঁক স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনপদ্ধতির দিকে অগ্রণী বলিয়া অনুভূত হইতেছে, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা হরণ করিয়া বিভিন্ন সময় এই মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে (পশ্চিম পাকিস্তানের) কয়েকটি জিলায় ১৪৪ ধারা প্রযোজ্য রহিয়াছে এবং সংবাদপত্র সমূহের উপর কড়া সেন্সারশিপ কায়েম রহিয়াছে। পাঞ্জাব-সেফ্‌টি-অ্যাক্ট, পাকিস্তান সিকিউরিটি অ্যাক্ট, মার্শাল ল' ইন্‌ডিম্‌নিটি অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৩, নযর বন্দীর আইন, ১৯৪৪, ফ্রন্টিয়ার ক্রাইমস রেগুলেশন, বেঙ্গল রেগুলেশনস্ অ্যাক্ট, ১৮১৮ এবং প্রেস-এমারজেন্সী অ্যাক্ট, ১৯৩১, ইত্যাদির ন্যায় আইনসমূহ বলবৎ করিয়া দেশে মার্শাল ল'র ন্যায় শাসন ব্যবস্থা চালু রাখা হইয়াছে অথচ যে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক বলিয়া কথিত হয় তাহার পক্ষে ইহা জঘন্যতম কলঙ্ক। অতএব এই সভা সমস্ত দলের নিকট আবেদন জ্ঞাপন করিতেছেন যে, তাঁহারা পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া আইনসঙ্গত ভাবে এই সকল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খল সংগ্রাম চালাইতে থাকুন এবং সরকারের নিকট দাবী করা হউক যে, বর্তমান সময়ে যখন সমস্ত দেশবাসীর সম্মুখে পাকিস্তানের রাজ্য-শাসনবিধান প্রণয়ণ ও সম্পাদনের কার্য সমুপস্থিত হইয়াছে তখন এই অবস্থায় ১৪৪ ধারাগুলি শেষ — করিয়া, সভা সমিতির আহ্বানের পথে যে সকল অন্তরায় সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেগুলি বিদূরিত করা হউক এবং প্রেসের উপর হইতে সেন্সারশিপ অপসারিত করিয়া জনগণকে তাহাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার প্রদান করা হউক।

পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে-হাদীছ গৃহীত প্রস্তাবলীর সারসংসার

১। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বভৌম প্রভুত্বের (Supreme authority) অধিকারী একমাত্র আল্লাহ এবং পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট ইলাহী আইনের প্রতিষ্ঠাতা মাত্র।

২। কোরআন ও ছুন্নাহকে রাষ্ট্র আইনের মর্যাদা দিতে হইবে এবং উহাদের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি রাজনৈতিক ভাষায় স্বার্থহীন আকারে মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(ক) সকল প্রকার আইন কোরআন, ছহীহ হাদীছ ও ছহীহ ইজ্‌তেহাদের ভিত্তিতে রচনা — করিতে হইবে।

(খ) কোরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতিকূল কোন বিধান কোন আইন সভায় পরিগৃহীত হইতে পারিবে না।

(গ) এযাবৎ প্রচলিত কোরআন ও হাদীছের প্রতিকূল এবং ইছলামের সর্বসম্মত হারাম কার্যগুলি অবিলম্বে রহিত করিতে হইবে।

(ঘ) কোরআন ও ছহীহ হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত পাপ ও অপরাধগুলিকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

৩। উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে [Objective resolution] সরাসরিভাবে সংবিধানের মূলনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে হইবে।

৪। পাকিস্তান রাষ্ট্রকে স্বয়ংসিদ্ধ ও সার্বভৌম ইছলামী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

৫। পাকিস্তান ইছলামী গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র হইবে।

৬। ইছলামকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া মূলনীতিতে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

৭। কেন্দ্রে দুই পরিষদ গঠন [Bi-cameral Legislature] ইছলামী গণতান্ত্রিক রীতির বিরোধী। কোন অজ্ঞাত কারণে একান্তই যদি উচ্চ পরিষদ গঠন অনিবার্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহাতে প্রত্যেক ইউনিট হইতে এত অধিক সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করা যাইবেনা যাহার ফলে উভয় পরিষদের যুক্ত বৈঠকে নির্দ্বন্দ্ব সংখ্যাগুরু [absolute majority] অঞ্চল অবাধিত সংখ্যালঘুতে [absolute minority] রূপান্তরিত হইয়া যায়।

৮। কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদকে যথাক্রমে রাষ্ট্রাধিনায়ক এবং প্রদেশপালগণকে— নির্বাচনের অধিকার দিতে হইবে এবং পরিষদের উপস্থিত সদস্যগণের ⅔ অংশ সভ্যের অনাস্থা প্রস্তাব দ্বারা তাঁহাদের অপসারণের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

৯। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দকে পরিষদ হইতে ফিরাইয়া আনিবার অধিকার নির্বাচকমণ্ডলিকে প্রদান করিতে হইবে।

১০। রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রদেশপাল ও মন্ত্রীবর্গের ব্যক্তিগত আইন বিরুদ্ধ অপরাধের জন্য হাইকোর্ট এবং পরিষদ সদস্যগণের জন্য প্রকাশ্য আদালতের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

১১। ইছলামী নীতির বিরুদ্ধ, সুরুচীর প্রতিকূল এবং রাষ্ট্র বিরোধী না হইলে বক্তৃতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আইনসঙ্গত কারণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায় ছাড়া কাহারও নাগরিক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা চলিবে না। সকল সম্প্রদায়কে উল্লিখিত সীমানার ভিতর আপনাপন ধর্ম ও মতবাদ প্রচার করার অনুমতি দিতে — হইবে।

১২। বিনা বিচারে গ্রেফতার একান্ত অপরি-

www.ahlehadeethbd.org

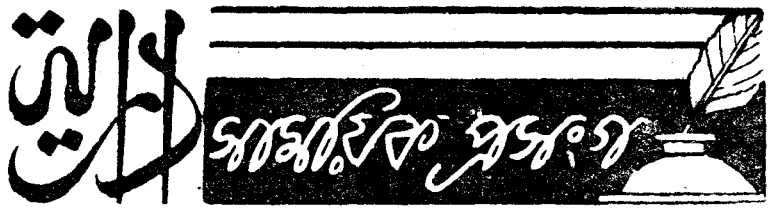

সাময়িক প্রসঙ্গ

একে একে নিভিছে দেউটি

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি—চলিত কার্ত্তিক মাসের বিভিন্ন তারীখে ময়মনসিংহ যিলার প্রবীণতম আলেম কাঞ্চনপুর (টাঙ্গাইল) নিবাসী জনাব আলহজ্জ মওলানা হাফেয ছায়ফুল ইছলাম, রঙ্গপুর যিলার প্রাচীনতম আলেম খোলাহাটির (গাইবাঁধা) জনাব মওলানা খেয়রুদ্দীন আহমদ এবং রাজসাহী যিলার বালুবাজার গ্রামের প্রৌঢ়বয়স্ক আলেম মওলানা আবুলহাছান ইশারতুল্লাহ ছাহেবান এই ফানী দুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

(ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়ে রাযেউ'ন)

মওলানা ছায়ফুল ইছলাম ও মওলানা খেয়রুদ্দীন মরহুমাইন পূর্ণ-পরিণত বয়সে এবং মরহুম মওলানা ইশারতুল্লাহ ছাহেব দীর্ঘ অসুস্থতার পর রোগজীর্ণ অবস্থায় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহাদের ওফাৎ অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক নয়।

মওলানা ইশারতুল্লাহ ছাহেব জম্‌ঈয়তের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জম্‌ঈয়ত—একজন একনিষ্ঠ খাদেমকে হারাইল। মরহুম মওলানা ছায়ফুল ইছলাম ছাহেবের ভিতর আমরা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সেও যে দ্বীনী উৎসাহ লক্ষ করিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। তাঁহার মৃত্যুতে ময়মনসিংহ যিলার—জামা'তে আহলে-হাদীছের যে বিরাট ক্ষতি সাধিত ও মহান স্থান শূন্য হইল তাহা পূরণ হইবার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। মওলানা খেযরুদ্দীন দিল্লীর বিশ্ব-বিখ্যাত উছতায মরহুম মওলানা ছৈয়েদ নযির হুছেন ওরফে মিঞা ছাহেবের নিকট অধ্যয়নের তওফিক লাভ করিয়াছিলেন। রংপুর যিলায় এখন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার মত যোগ্য আলেমও আমাদের চোখে পড়িতেছে না। প্রার্থনা ক'র, আল্লাহ যেন আমাদিগকে এবং মরহুমীনের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই বিপুল ক্ষতি সহিবার মত

(৩২০ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

হার্য বিবেচিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগের নথি-পত্র হাইকোর্টে পেশ করার সরকারী দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ধৃত ব্যক্তিকে তাহার অপরাধ—জানাইয়া দিতে হইবে এবং প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাহার বিচার ব্যবস্থার সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে।

১৩। রাষ্ট্রের অন্তর-বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণের সাময়িক জরুরী অবস্থা ছাড়া হ্যাবিয়াস কর্পাসের ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হইবে।

১৪। বৈধ উপায়ে জীবিকার সংস্থান ও উন্নতি লাভের পথ সকলের জন্যই মুক্ত থাকিবে। রাষ্ট্রের বুভুক্ষ নরনারীর খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের জন্য রাষ্ট্র দায়ী থাকিবে।

১৫। ইছলামী আকিদা ও আমলের জন্য অপরিহার্য যে শিক্ষা তাহা প্রত্যেক মুছলমান নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

১৬। শাসনকর্তা ও সাধারণ নাগরিক, ধনিক ও দরিদ্র এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাছ নির্বিশেষে সকল—পাকিস্তানী অধিবাসীবৃন্দের সমান নাগরিক অধিকার এবং সকলের জন্য অভিন্ন বিচার পদ্ধতি স্বীকার করিতে হইবে।

১৭। পাকিস্তানের অমুছলমান সমাজ—যাহারা পাকিস্তানকে তাহাদের রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—রাষ্ট্রের মর্যাদা, শান্তি ও গণস্বার্থের অপরিপন্থী তাঁহাদের যাবতীয় ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবেন। কারণ শরীঅতি শাসন বিধি অন্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায্য অধিকার, কৃষ্টি, সভ্যতা ও ধর্মীয় দাবীর সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ রক্ষা কবচ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছবুরের তওফিক দান করেন এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সদগুণাবলীর উত্তরাধিকারী হওয়ার শক্তি প্রদান করেন। আমরা আল্লাহর দরবারে পরলোকগত আত্মাত্রয়ের পারলৌকিক মুক্তি ও সুখ-সমৃদ্ধ অনন্তজীবন কামনা করিতেছি।

নয়া ফর্মুলা ও সংশোধিত মূলনীতি

বিগত সংখ্যায় পাক-প্রধানমন্ত্রীর নয়া ফর্মুলা এবং সংশোধিত মূলনীতির সমালোচনায় আমাদের প্রাথমিক মন্তব্যের উপসংহারে আমরা উহার বিস্তৃততর ব্যাখ্যা এবং গণপরিষদে আলোচনার অগ্রগতির সাপেক্ষে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত-প্রকাশ মুলতবি রাখিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম যে,—আদর্শ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচিত হইবে এবং কোরআন ও ছুন্নাহর খেলাপ কিছুই করা হইবেনা বলিয়া প্রধানমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন মূলনীতির দফাওয়ারী আলোচনার পর কি আকারে উহার ধারাগুলি গৃহীত হয় তাহারই ভিতর উক্ত ঘোষণার আন্তরিকতা যাচাই করা সম্ভব হইবে।

সাপ্তাধিক কাল পর্যন্ত সংশোধিত মূলনীতির সাধারণ আলোচনার পর উহার দফাওয়ারী আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে উহার কয়েকটি ধারা গৃহীতও হইয়া গিয়াছে। পরিষদের ভিতরে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী দলের বহু সদস্য এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, পরিষদের বাহিরেও উহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বিপরীতমুখী আলোচনা এবং লাগামহীন মন্তব্য-প্রকাশেরও অন্ত নাই। আমরা অতি সংক্ষেপে এই সব আলোচনা এবং মন্তব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ এবং মূলনীতির গৃহীত ধারাগুলিকে ইছলামের আলোকে এবং ওলামা সম্মলেন এবং আমাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করিয়া দেখার প্রয়াস পাইব।

গণপরিষদের আলোচনা

পরিষদের অভ্যন্তরে বিরোধী দলের হিন্দু সদস্যগণ মূলনীতির বিরুদ্ধে যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সার নির্যাস এই যে, মূলনীতির ধারাগুলি গৃহীত হইলে সংখালঘুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার সহিত ইছলামী রাষ্ট্রাদর্শের খাপ খাওয়ান সম্ভব নয়, বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে রাজনীতির সহিত ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটান উচিত নয়, বিনা বিচারে আটক রাখার নীতি ইছলাম-বিরোধী, উচ্চ পরিষদের ব্যবস্থা দ্বারা গণতান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ দ্বারা প্রদেশগুলির স্বায়ত্ত—শাসনের অধিকার হরণ করা হইয়াছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সরকার পক্ষীয় সদস্যগণ বিরোধীদলের যুক্তি খণ্ডনের এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নে ইছলামের নীতি ও পাকিস্তানের আদর্শের ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু বিরোধীদল উহাতে সন্তুষ্ট হন নাই বা হইতে চাহেন নাই। বিরোধীদল যে সব বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন এবং প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন উহার সবগুলিই এক পর্যায়ভুক্ত নয়। বিনা বিচারে আটক রাখা, উচ্চ পরিষদের ব্যবস্থা এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণের বিরুদ্ধে আমরাও গোড়াগুড়ি হইতে মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। তবে সঙ্গে সঙ্গে মিল্লতের অখণ্ডত্ব, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অন্য কোন বিশেষ অপরিহার্য কারণে একান্ত জরুরী বিবেচিত হইলে বিশেষ বিশেষ শর্ত সহ ওগুলির বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি সঙ্কুচিত করিয়াছি। আমাদের প্রস্তাবিত শর্ত সমূহ অন্যত্র পুনঃ প্রকাশিত হইল। সরকার পক্ষ হইতে শর্ত-বিহীন ব্যবস্থা সমূহের সপক্ষে যে সব যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, আমরা তাতে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। উচ্চ পরিষদের অপরিহার্যতার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া আইন সচিব মিঃ ব্রোহী যে অদ্ভুত যুক্তি প্রদর্শন এবং অবমাননাকর উক্তি করিয়াছেন তাহা সমগ্র দেশের আত্মসম্মান-বোধের মর্মমূলে আঘাত হানিয়াছে। নিম্ন পরিষদের সদস্যবৃন্দের নির্বাচনকারী ভোটারদিগকে তিনি বিচারবুদ্ধিহীন দ্বিপদবিশিষ্ট জানোয়াররূপে আখ্যাত করার ধৃষ্টতা দেখাইয়াছেন এবং এই জন্যই তিনি নিম্ন পরিষদের জানোয়ার-প্রতিনিধিদের উপর সতর্কদৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে "জ্ঞানবান" ও "বিত্তবানদের" ভোটে নির্বাচিত

www.ahlehadeethbd.org

সতর্ক প্রতিনিধিদের পৃথক মজলিসের প্রয়োজনীয়তার খোঁড়া যুক্তি খাড়া করিয়াছেন। এই অবমাননার বিষাক্ত আঘাত গণপরিষদের সদস্যবৃন্দের পুরু চর্মে সামান্যতম আঁচর কাটিতে না পারিলেও পাকিস্তানের জাগ্রত জনগণ উহা নীরবে হজম করিতে পারিবে না। জনাব ব্রোহী ইছলাম-বিরোধী আরও বহুবিধ উক্তির দ্বারা পাকিস্তানের মুছলিম জনবৃন্দের মনে যে আঘাতের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার উপর এই নবতম খোঁচা কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটার ন্যায়ই ক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। জাতি কখনই তাঁহার এই ঔদ্ধত্য নীরবে বরদাশ্‌ত করিবে না। আমরা আমাদের দেহমনের সমস্ত ঘৃণা একত্রিত করিয়া ব্রোহীর এই নিন্দনীয় আচরণের কঠোরতম প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের মিলিত সদস্য-সংখ্যা নির্ধারণে আঞ্চলিক সংখ্যাসাম্যের নীতির দ্বারা পূর্বপাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগুরু অঞ্চলকে যদিও—নির্দ্বন্দ্ব সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয় নাই তথাপি বিরোধমূলক আইন প্রণয়নে অন্য অঞ্চলের শতকরা ৩০ ভোটের অপরিহার্যতার বিধান দ্বারা সংখ্যাসাম্যের হ্রাসপ্রাপ্ত সুবিধার সঙ্কীর্ণ পথেও একটা প্রকাণ্ড—অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ সম্পর্কে সরকার পক্ষ হইতে যে সাফাই গাওয়া হইয়াছে তাহার পিছনেও কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মিল্লতের অখণ্ডত্ব এবং রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিয়াও পাকিস্তানের দুই অংশের ভৌগলিক অবস্থিতি, যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা এবং সামরিক নিরাপত্তার জটিল প্রশ্নের বাস্তব সমাধান করিতে হইলে যতদূর সম্ভব ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রাদেশিক পূর্ণস্বায়ত্ব শাসনের অধিকার প্রদান একান্তই প্রয়োজন। এ কথা আমরা বহুবার বহুভাবে ব্যক্ত করিয়াছি, আজও করিতেছি।

পরিষদে বিরোধীদল যে সব বিষয় লইয়া সব চেয়ে বেশী গলা ফাটাইয়াছেন এবং যে কারণে ওয়াক-আওটের অভিনয়ও প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা হইতেছে মূল নীতিতে ইছলামী শাসন ব্যবস্থার তথাকথিত প্রতিফলন। তাঁহারা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক ধারাগুলি গৃহীত হইলে সংখালঘুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে এবং এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যাহ্নে পাকিস্তান মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং বিশ্বের দরবারে উহা প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্ররূপে প্রতিপন্ন হইবে। ইছলামী শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা, ইছলামের প্রতি বদ্ধমূল অন্ধ-বিদ্বেষই তাঁহাদের—এই কটাক্ষপাত এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য মূলতঃ দায়ী। নতুবা সংখালঘুদের প্রতি ইছলামী শাসন-ব্যবস্থার তুলনাহীন উদার নীতির যে পরিচয় পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীছ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ইছলাম-ব্যাখ্যাতাগণ তাঁহাদের রচিত পুস্তক ও পত্রিকায় এ যাবৎ প্রদান করিয়া আসিয়াছেন এবং স্বয়ং পাক গণ-পরিষদের কতিপয় মুছলিম সদস্য এ সম্বন্ধে ইছলামের যে আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও বিদ্বেষ-মুক্ত মন লইয়া যদি তাঁহারা উহা বিচার করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা উহাতে শুধু আশ্বস্তই নন বিমুগ্ধও হইতে পারিতেন। কিন্তু বিদ্বেষান্ধদের নিকট এইরূপ আশা করা বৃথা।

পরিষদের বাহিরে

পরিষদের বাহিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ করিয়া পূর্বপাকিস্তানের বিরোধী দল গুলি নয়া ফরমূলা ও সংশোধিত মূলনীতির বিরুদ্ধে যে পদ্ধতিতে প্রতিবাদের ঝড় তুলিয়াছেন, আমাদের দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, উহার পিছনে গঠনমূলক সমালোচনার প্রেরণা না থাকায় ভাবাবেগ, অতিরঞ্জন ও সীমালঙ্ঘনের মারাত্মক দোষে উহার প্রাণশক্তি নেহায়েত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের প্রতিবাদের মূল কথা এই যে, মূলনীতির রচয়িতাগণ ইছলামের নামে ভাওতা দিয়াছেন, শোষকগোষ্ঠি কয়েকটি আরবী হরফের আবরণে শোষণমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার ষড়যন্ত্র ফাঁদিয়াছেন, পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করিয়া, বাক-স্বাধীনতা হরণ করিয়া ও নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করিয়া, মানবিক দাবী দাবাইয়া দিয়া এবং দরিদ্র ও বঞ্চিতদের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করিয়া জমিদার ও মালিক শ্রেণীর জন্য অধিকতর সুখ সুবিধার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, সর্বোপরি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নাম করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর পদতলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বকে লুটাইয়া দিয়াছেন।

এই সব প্রতিবাদের বড় বৈশিষ্ট এই যে, ইছলামী দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারের কোন চেষ্টা ইহাতে— নাই। সংশোধিত মূলনীতির যে সব ধারায় সত্য সত্যই ইছলামী শাসন ব্যবস্থার কবর রচিত হইয়াছে অথবা উহার নিজস্ব বৈশিষ্টকে ক্ষুন্ন এবং শক্তিকে খর্ব করিয়া ফেলা হইয়াছে প্রতিবাদীগণের সেদিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই। শস্তা সমালোচনা এবং গরম গরম উক্তি ও কতিপয় ধার করা বাছা বাছা শব্দ ব্যবহার করিয়া জনগণের ভাবাবেগকে উত্তেজিত করার চেষ্টাই উহাতে বেশী প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে।

অন্য দিকে লীগের আধা সরকারী ও গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি-পুষ্ট সংবাদ পত্রগুলিও জনগণকে বিভ্রান্তিমূলক হেডিংএর সাহায্যে ইছলামী নীতির বিজয়-বার্তা ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে বোবা বানাইবার কম চেষ্টা করিতেছেন না। সব চেয়ে আক্ষেপের— বিষয় আমাদের এক শ্রেণীর আলেম জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে নেযামে ইছলামের দাবীর এই তথাকথিত স্বীকৃতিতে আহ্লাদে আটখানা হইয়া বগল বাজাইতে শুরু করিয়া দিয়াছেন এবং এজন্য সরকার বাহাদুর ও গণ-পরিষদের সদস্যবৃন্দের খেদমতে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইতেও কসুর করিতেছেন না। ওলামা সম্মেলনের অধিকাংশ দাবী সংশোধিত মূলনীতিতে মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়াও তাঁহারা দাবী করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই দাবী এবং আত্মতৃপ্তি-লাভের এই চেষ্টা কতদূর সত্য অতঃপর আমরা উহারই ধারাবাহিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মূলনীতির গৃহীত ধারা সমূহের পরীক্ষা

পাক গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত যুগান্তকারী— আদর্শ প্রস্তাবটিকে আমরা সরাসরি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাইয়াছিলাম। সুখের বিষয় কতিপয় সদস্যের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া গণপরিষদ মূলনীতি কমিটির সুফারিশ অনুসারে উহাকে মূলনীতির ভূমিকা [preamble] রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক [Directive principles of State policy] মৌলিক ধারাসমূহের — বিছমিল্লাহতেই সুফারিশের একটি মৌলিক শব্দ ছাটিয়া ফেলিয়া উহার গুরুত্ব প্রভূত পরিমাণে হ্রাস করিয়া ফেলা হইয়াছে। কমিটি যেখানে রাষ্ট্র উহার সর্ববিধ নীতি ও কার্যকলাপে [in all its policies and activities] আদর্শ প্রস্তাবে গৃহীত নীতিদ্বারা পরিচালিত হইবে বলিয়া সুফারিশ করিয়াছিলেন সেখান হইতে all অর্থাৎ যাবতীয় কথাটিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে। "মুছলমানগণ যাহাতে তাহাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবন কোরআন ও ছুন্নাহর নির্দেশানুসারে গঠন করিয়া তুলিতে পারে তজ্জন্য সরকারী তৎপরতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে [in the various spheres of Governmental activities] বিশেষভাবে — নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হইবে"— সুফারিশকৃত এই উপধারা হইতে নিম্নরেখ কথাগুলি বাদ দিয়া উহা গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, মূলনীতি কমিটীর মাননীয় সদস্যবৃন্দ যেখানে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যকলাপে আদর্শ প্রস্তাবের রূপায়ণ কামনা করিয়াছিলেন এবং কোরআন ও হাদীছের সুমহান শিক্ষার ভিত্তিতে মুছলমানদের জীবন সুগঠিত করার কার্যে গবর্ণমেণ্টের সর্বাত্মক তৎপরতা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন, সেখানে নূতন মন্ত্রীমণ্ডলীর নেতৃত্বে পরিষদের সরকারীদল উহাকে অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন।

কোরআন ও ছুন্নাহর শিক্ষা

পরবর্তী উপধারায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, কোরআন ও ছুন্নত মোতাবেক মুছলমানদের জীবন পদ্ধতি কী তাহা বুঝিবার মত সুযোগ সৃষ্টি এবং মুছলমানদের জন্য কোরআনের শিক্ষাদানকে বাধ্যতামূলক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করা হইবে। কিন্তু বিজাতীয় কৃষ্টির ছাপ এবং অনৈছলামিক ভাবধারার প্রভাব আমাদের দেহ ও মনের পরতে পরতে যেভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাতে শুধু কোরআনের আক্ষরিক পাঠন ব্যবস্থা এবং ইছলামী জীবন পদ্ধতির অর্থ বুঝাইবার সুযোগ সৃষ্টিদ্বারাই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে আবিলতা মুক্ত করা সম্ভব হইবে না। এজন্য কোরআন ও হাদীছের সত্যকার শিক্ষাকে শিক্ষাজীবনের প্রত্যেক স্তরে কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। — প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কার এবং আমূল সংশোধনের পর উহাতে শিক্ষার ইছলামী আদর্শের প্রতিফলন দ্বারাই এই দোষ হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তর্জুমানুল হাদীছের জন্মের পর হইতে বরাবর আমরা এইকথাই বলিয়া আসিতেছি—ওলামা সম্মেলনও তাঁহাদের সংশোধনী প্রস্তাবে এই কথার উপর যোর দিয়াছেন। অতিরিক্তভাবে আমরা— প্রত্যেক মুছলমান নাগরিকের জন্য কোরআন ও ছুন্নতসম্মত আকিদা এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুসৃত এবং অনুমোদিত আমল বা কার্যাবলীর শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক করার দাবী জানাইয়াছি। বলা বাহুল্য, গণপরিষদ আমাদের এবং উলামা সম্মেলনের এইসব ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি দৃষ্টিপ্রদান আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

উলামা সম্মেলন সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগে ইছলামী আমল ও আখলাকের দিকে লক্ষ রাখার এবং তাঁহাদের ট্রেনিং এর কোর্সে দ্বীনি শিক্ষা ও আখলাকী তরবিয়তের যে সুপারিশ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন সেদিকেও কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় নাই।

ইছলামের হারাম কার্যাবলী

আমরা অবিলম্বে সুদ, ঘুষ, মদ্যপান, জুয়াখেলা, ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি এবং কোরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য হারাম কার্যগুলির উৎসাদন এবং উহাদের অবৈধতা-ঘোষণার প্রস্তাব জ্ঞাপন — করিয়াছিলাম। উলামা সম্মেলন মদ্যপান, জুয়া ও বেশ্যাবৃত্তির বিদূরণ ব্যবস্থাদির জন্য ৩ বৎসরের মুহলৎ দিতে রাযি হইয়াছিলেন। কিন্তু মূলনীতির গৃহীত ধারায় এজন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। 'রিবার' উচ্ছেদ সম্পর্কে "যত শীঘ্র সম্ভব" এই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট কথাটি যুক্ত করা হইয়াছে মাত্র। অধিকন্তু উৎকোচের আদানপ্রদান ও অন্যান্য হারাম কার্যের উৎসাদন সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। এমন কি গাঁজা, ভাঙ ও মদ্যোৎপাদন ও উহাদের হারাম ব্যবসায়ের নিষিদ্ধতা সম্বন্ধে পরিষদ নীরব রহিয়াছেন। প্রচলিত অনৈছলামিক আইনগুলিকে ইছলামী নীতির ভিত্তিতে সংশোধন এবং আইনে রূপান্তর-যোগ্য কোরআন ও ছুন্নাহর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আদেশ-নিষেধগুলিকে বিধিবদ্ধ করার কথা স্বীকার করা হইলেও উলামা সম্মেলনের প্রস্তাবানুসারে ৫ বৎসর কিম্বা ততোধিক কোন নির্দিষ্ট সময় এজন্য বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই।

জাতীয় ঐক্য

পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য, কৃষ্টিগত একত্ব এবং আঞ্চলিক সৌহার্দবন্ধন অটুট রাখার জন্য বংশ, বর্ণ ও জাতিগত বিভেদমূলক ভাবধারাগুলিকে যেমন দমন করা দরকার, তেমনই ভৌগলিক পার্থক্য ও ভাষাগত অনৈক্যের ভেদ রেখা সম্প্রসারিত করার কার্যকলাপকেও প্রশ্রয়দান চলিতে পারে না। আমরা তাই এই উভয়বিধ অবাঞ্ছিত ভাবধারার প্রতিরোধের— সপক্ষে বরাবর প্রচারণা চালাইয়া আসিতেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গণ-পরিষদ ভৌগলিক ও ভাষাগত পার্থক্যের বিষ-বীজ দূর করার প্রসঙ্গ এড়াইয়া যাওয়াকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করিয়াছেন।

কোরআন ও হাদীছের বিধান বলবৎ-করণ

"পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে কোরআন ও হাদীছ-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ণ করা চলিবে না"—এই ধারা মূলনীতিতে সংযোজিত করিয়া আমাদের দাবীর নেতিবাচকদিকের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোরআন ও ছুন্নাহকে সর্ববিধ আইনের উৎসরূপে পরিগণিত করিতে হইবে এবং কোরআন ও হাদীছের বিধানগুলিকে সমাজ

www.ahlehadeethbd.org

জীবনে বলবৎ করার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া আমরা যে দাবী উত্থাপন করিয়াছিলাম বিধান পরিষদ উহাও নিঃসঙ্কোচ এড়াইয়া গিয়াছেন।

নামাযের প্রতিষ্ঠা

কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক নামাযের প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায়, কল্যাণের নির্দেশ ও অন্যায় হইতে নিবৃত্তির ব্যবস্থা—ইছলামী রাষ্ট্রের এই চারিটি প্রাথমিক অপরিহার্য কর্তব্যের মধ্যে মূলনীতিতে শেষোক্ত ৩টির মোটামুটি স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য নামাযের প্রতিষ্ঠা এবং নামাযীদের উৎসাহ দান ও বে-নামাযীর শাস্তিবিধানের কোন কথা বা ইঙ্গিত মূলনীতিতে স্থান পায় নাই।

উলামা বোর্ড বনাম সুপ্রীম কোর্ট

খাজা নাযিমুদ্দীনের প্রস্তাবিত উলামা বোর্ডের পরিবর্তে স্বয়ং উলামা সম্মেলন আগামী ১৫ বৎসরের জন্য সুপ্রিম কোর্টের একজন দ্বীনদার ও শরীঅ'তাভিজ্ঞ জজের সহকারীরূপে ৫ জন যোগ্য ওলামা নিয়োগের যে সুফারিশ করিয়াছিলেন বিধান পরিষদ তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। গৃহীত ধারা অনুসারে আপত্তি উত্থাপিত বিলসমূহ কোরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে সত্যই আপ ত্তকর কিনা তাহার চূড়ান্ত মীমাংসার ভার পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও ব্রিটিশ আইনাভিজ্ঞ জজদের অধিকাংশের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তারপর বিলে সম্মতিদানের ৩ মাসের মধ্যে আপত্তি উত্থাপন এবং (নিজখরচে) সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের যে শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আপত্তিকারী নাগরিকের পক্ষে এই কার্য সম্পাদন শুধু দুঃসাধ্য নয়, একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হইবে।

অর্থবিল প্রসঙ্গ

মূলনীতির গৃহীত ধারাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আপত্তিকর বিষয় হইল অর্থবিলগুলিকে কোরআন ও ছুন্নাহর অনুশাসন-আওতার বাহিরে রাখা। ইছলাম মুছলমানদের নিকট মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবী করে। ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে উহার সার্বভৌমত্ব মুছলমানদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এইখানেই ইছলাম ও অন্যান্য ধর্মের ভিতর মৌলিক পার্থক্য। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কোরআন ও হাদীছের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ আপাততঃ ২৫ বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয় এবং এই সুদীর্ঘ দুই যুগাধিক কাল পর পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য কমিটি নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়া আমাদের আইন প্রণেতাগণ যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মানসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তদ্বারা তাহারা তাঁহাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে জনমনে সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টিরই সুযোগ করিয়া দিয়াছেন মাত্র। আধুনিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইছলামী বিধানের মোকাবেলা করার শক্তি সম্বন্ধে রাষ্ট্র নেতাগণ নিজেরাই সন্দিগ্ধ বলিয়া অতঃপর যদি জনগণ মনে করিতে থাকে তাহা হইলে তজ্জন্য তাহাদিগকে মোটেই দোষ দেওয়া যাইবে না।

পাকিস্তানের সরকারী ধর্ম

এই খানেই কাহিনীর শেষ নয়। মূলনীতিতে ইছলামকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপেও স্বীকার করা হয় নাই। এই অতিবাঞ্ছিত স্বীকৃতিদানে গণ-পরিষদের অসম্মতিতে পাকিস্তানের আপামর জনবৃন্দ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান হইবে একটি ইছলামী রাষ্ট্র এবং ইছলামী আদর্শকে রূপায়িত করার জন্যই ইহার জন্ম অথচ ইছলাম উহার রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি পাইবে না, এটা কিরূপ যুক্তির কথা! ছউদি আরব, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি রাজতন্ত্রী মুছলিম রাষ্ট্রগুলি নিঃসঙ্কোচে 'ইছলাম'কে তাহাদের রাষ্ট্রধর্মরূপে স্বীকৃতি দিতে পারিল আর "ইছলামী" রাষ্ট্র পাকিস্তানের কর্ণধারগণ এই অত্যাবশ্যক অথচ সহজ ব্যাপারটীকে মূলনীতিতে স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেন না ইহার অন্তর্নিহিত কারণটা কী? আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ "পাকিস্তান" এর উপর "ইছলামী প্রজাতন্ত্রী" শব্দদ্বয়ের লেবেল আঁটিয়া দিয়াই তাঁহারা কেলাফতেহ ও কিস্তিমাত করিয়াছেন বলিয়া যদি মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা বেউকুফের বেহেশ্‌তে বাস করিতেছেন বলিয়াই আমরা মনে করিব।

মূলনীতির যে সব ধারা এ পর্যন্ত গৃহীত বা আলোচিত হইয়াছে উপরে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সেই সব বিষয়ে আমাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিলাম। বিধান পরিষদ আমাদের ও ওলামা সম্মেলনের সংশোধনী এবং অন্যান্য জনদাবীর প্রতি কতদূর সম্মান প্রদর্শন এবং কিভাবে উহার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন নিরপেক্ষ বিচারে পাঠকবর্গ নিজেরাই তাহা অনুধাবন করিতে পারিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

পরলোকে সুলতান ইব্‌নে সউদ

বিগত ৯ই নভেম্বর সউদী আরবের বাদশাহ আবদুল আযীয ইবনে সউদ ৭৩ বৎসর বয়সে—কিছুদিন রোগ ভোগের পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে……) মরহুম সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র ৫২ বৎসর বয়স্ক আমীর সউদ বিন্ আবদুল আযীয তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এক শুভপ্রভাতে তিনি বিখ্যাত সউদ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ মোহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষকরূপে এই সউদ বংশের ভূমিকা সুপরিচিত।

এই আন্দোলনের কঠোর নিয়মনিষ্ঠা, সংযমসাধনা শের্ক ও বেদআতের প্রতি ঘৃণা, ছুন্নতের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রগাঢ় অনুরাগ এবং তৎসহ নজ্‌দের মুক্ত আকাশ ও শুষ্ক মরুভূমি তাঁহার চরিত্রে যে দৃঢ়ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেয় উত্তরকালে তাহাই তাঁহাকে সমুদয় বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করিয়া একের পর এক সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়। রিয়াদ হইতে মাত্র ১১ বৎসর বয়সে পিতার সহিত বিতাড়িত হইয়া নিঃস্ব বেদুঈনরূপে কোয়েটার আমীরের শরণাপন্ন হন আর ২৩ বৎসর বয়সে মাত্র ৪০ জন নির্ভীক ও দুর্ধর্ষ উষ্ট্রারোহী লইয়া তিনি সম্মুখ যুদ্ধে রিয়াদের দ্বারপ্রান্তে প্রতিপক্ষের শক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়া—রাজধানী পুনর্দখল করেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে যুদ্ধপিয়াসী বিবাদমান বিচ্ছিন্ন বেদুঈন কবিলাদিগকে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করেন। ১৯২৪ খৃঃ পবিত্র মক্কাভূমি হইতে ব্রিটিশের কেনাগোলাম শরীফ হুছেনকে বিতাড়িত এবং ধীরে ধীরে সমগ্র হেজাজ ভূমির উপর পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। এইভাবে তিনি তাঁহার দূরদর্শী নীতি ও অপূর্ব কার্যকুশলতাগুণে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া ইছলামের মর্যাদা সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত—করেন।

ছুলতান ইব্‌নে ছউদ তাঁহার অপূর্ব ব্যক্তিত্ববলে আরবের গোত্রগত উন্মত্ততা ও সদা প্রবাহমান রক্তস্রোত বন্ধ করিয়া সকলকে ইছলামী ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেন, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ও শোষণ ব্যবস্থা বিদূরিত করিয়া সমগ্র ছউদি আরবে একটা সুশৃঙ্খল ও শান্তিস্নিগ্ধ পরিবেশ আনয়নে সক্ষম হন। একদিকে তিনি যেমন শির্ক ও বিদআতের মূলোচ্ছেদ পূর্বক ইছলামী বিধান সমূহ বলবৎ করার চেষ্টা করেন, অন্যদিকে রাজ্যের পার্থিব সুখ সুবিধা এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের নবোদ্ভাবিত ব্যবস্থাদির সাহায্যও গ্রহণ করেন। সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক সময় জনগণের অভিযোগাদি নিজে শ্রবণ এবং কোরআন ও হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক রায় প্রদান করিতেন। হাজীদের সুখ সুবিধা বিধানের জন্যও তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিলনা। পবিত্র কাবাগৃহে চারি মযহাবের চারি মুছল্লার পরিবর্তে—এক ইমামের পিছনে এক মুছল্লার পুনর্প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

মোছলেম জাহানের ঐক্যবিধান এবং—সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণেও তাঁহার সরকার বরাবর উৎসাহ দেখাইয়া আসিয়াছেন। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। জীবনের শেষের দিকে তিনি তাঁহার পুত্র এবং—আমীরগণের উপরই রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে অধিক নির্ভর করিতেন। সম্ভবতঃ এই জন্য এবং বিভিন্ন প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় ছউদি সরকার ও আরব সমাজজীবনে পাশ্চাত্যপ্রভাব কিছু কিছু ক্রিয়া বিস্তার করিতে থাকে।

সুলতান ইব্‌নে ছউদের রাজনৈতিক উত্থান এবং কর্মসাফল্যের যথার্থ বিচার এবং সঠিক স্থান নির্ণয়ের সময় এখনও সমাগত হয় নাই। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণই তাহা করিবেন। কিন্তু তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, সাহসী যোদ্ধা, কর্মদক্ষ শাসক, ন্যায়শীল বিচারক এবং সর্বোপরি ছুন্নতের প্রতিষ্ঠাকামী ও ইছলামের একনিষ্ঠ খাদেম হিসাবে তাঁহার স্মৃতি আরববাসী এবং বিশ্ব-মুছলিমের মানসপটে চির উজ্জ্বল চির অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে।

আমরা মরহুম ছুলতানের পরলোকগত আত্মার মাগফেরাৎ এবং আল্লাহর রেযামন্দি ও অনন্ত সান্নিধ্য কামনা করি, শোকসন্তপ্ত মুছলিম ভ্রাতৃবৃন্দের শোকবেদনায় গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করি এবং নূতন ছুলতান আমীর ছউদের সুদীর্ঘ জীবন ও সাফল্যমণ্ডিত রাজ্য শাসনের জন্য আল্লাহর দরগাহে আকুল প্রার্থনা জানাই। আমিন!

আমরা পরলোকগত ছুলতান এবং অন্যত্র প্রকাশিত মরহুমীনের জন্য জানাযায় গায়েব পড়িয়াছি। অন্যান্য স্থানেও পড়া বাঞ্ছনীয়।

মওলানা ছাহেবের অবস্থা

বিগত সংখ্যা তর্জুমানে জনাব হযরত মওলানা ছাহেবের শারীরিক অবস্থার যে সংবাদ তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বলিখিত বর্ণনায় পাঠকবর্গ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহার পর অবস্থার উন্নতি ত হয়ই নাই—বরং শীতের প্রথম ইঙ্গিতেই অবনতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর গত ২৪শে কার্ত্তিক প্রচণ্ডতম বেদনায় আক্রান্ত হন যার জন্য—ডাক্তার-ব্যবস্থিত দুই দুইটা ইন্‌জেক্‌শন ব্যর্থ হওয়ার এবং সহ্যের সীমা অতিক্রম করার পর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষতিকর মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন লইতে বাধ্য হন। ফলে শরীর পুনঃ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। চোখের অবস্থাও ক্রমেই খারাপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পাঠক পাঠিকাগণ মেহেরবাণীপূর্বক দোওয়া জারি রাখিবেন—ইহাছাড়া তাঁহাদের খেদমতে আর কি আবেদন জানাইতে পারি?

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

রাজসাহী যিলার মাধনগর নিবাসী ১৪ বৎসরের অভিজ্ঞ প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক বাবর আলী মিঞা দীর্ঘদিন যাবৎ কঠিন রোগে ভুগিতেছেন। তিনি আপনাদের দোওয়ার প্রার্থী। আশাকরি সকলেই তাঁহার রোগ মুক্তির জন্য দোওয়া করিবেন।

উক্ত যিলায় নবাব জায়গীর (পোঃ রাধাকান্তপুর) নামক স্থানে দ্বীনি তা'লিমের জন্য 'মাদ্রাসা মাযহারুলউলুম ইছলামীয়া' নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগকে জানান হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসার জন্য ছাত্র চান। আমরা মাদ্রাসার কারিকুলাম এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা ও শিক্ষার মান সম্বন্ধে সঠিক কিছুই অবগত হইতে পারি নাই।

ত্রিপুরার ভেষেরকোট নিবাসী বিদ্যোৎসাহী অহলে-হাদীছ খাদেম মুন্‌শী মোঃ জমিরুদ্দীন—ছাহেব ৭৫ বৎসর বয়সে সম্প্রতি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাহার আত্মীয়স্বজন তাঁহার মগফেরতের জন্য সকলের নিকট দোওয়া প্রার্থনা করিয়াছেন।

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার

(জেলা পাবনা—পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সদর দফতরে মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত :—

৯৭। জনাব আবুল হুসেন, কর্ণসুতি, বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা ২০৲, ৯৮। জনাব জসিমুদ্দীন মুনশী ও হুসেন আলী মোল্লা, স্থলচর, স্থল—যাকাত ৫৲, ৯৯। জনাব এম, এ করিম, নূরগঞ্জ, বড়হর, ফিৎরা ৫৲ ১০০। জনাব মোঃ ইছহাক আলী, বাতুল্লাপুর, আমডাঙ্গা, ফিৎরা ৫৲, কোরবানী ৩৲, ১০১। জনাব মোঃ দাউদ হুছেন, চরকুশাবাড়ী, কাচিকাটা, ফিৎরা ৪০৲, কোরবানী ৫৲, ওশার ২৬৲, ১০২। জনাব মওঃ আবদুর রশিদ, বোয়ালকান্দির চর, চৌহালি, ফিৎরা ৪৫৸৴০, কোরবানী ২২৷৷১০, ১০৩। জনাব মোঃ আবদুল জব্বার, ঠেঙ্গামারা, স্থল নওহাটা, ফিৎরা ৯৲, ১০৪। জনাব মোঃ ইছমাইল হুছেন, চরদশসিকা, বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা ১০৲, কোরবানী ২০৲, ১০৫। জনাব বরু মুন্‌শী, চরকুড়া, ঐ—ফিৎরা ৮৲, ১০৬। জনাব শমসের আলী প্রামানিক, পেস্তাকুড়া, ঐ—ফিৎরা ১৲, ১০৭। জনাব মোঃ আবুল মোকররম মোঃ তছলিমুদ্দীন তালুকদার, দশসিকা, ঐ—কোরবানী ৫৲, ১০৮। জনাব হাজী রামাযান আলী, জামতৈল, ঐ—ফিৎর ৭৸৴০, কোরবানী ৮৲, যাকাত ১৴০, ১০৯। মাঃ মওঃ ইয়াকুব আলী, শাহজাহানপুর, সলপ, কোরবানী ৫, ১১০। জনাব মোঃ অলিউল্লাহ ধুকুরিয়া, কোরবানী ৩। ১১০ (ক) হাজী কুরপ আলী হালুয়াকান্দি, ফিৎরা ১২৷৷৶০।

আদায় মারফত মওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী ছাহেব :—

১১১। মুন্‌শী মোহাঃ আবদুল জলিল, চড়গাড়া, বৈদ্যজামতৈল, কোরবানী ৫৲, ১১২। মুন্‌শী মোহাঃ ফয়েজউদ্দীন, তেঁতুলিয়া, ঐ—কোরবানী ১৲, ১১৩। মুন্‌শী মোহাঃ ইছমাইল হুছাইন, দুর্গাপুর, কোরবানী ১০৲, ১১৪। মুন্‌শী নূর মোহাম্মদ, আলিপুর, বড়হর, কোরবানী ২০৲, ১১৫। মোহাঃ কুড়ানউদ্দীন সরকার, নূরগঞ্জ, ঐ—কোরবানী ১০৲, ১১৬। মোহাঃ চাঁদ আলী শেখ, চরপেছর, ঐ—কোরবানী ১৲, ১১৭। মুন্‌শী মোহাঃ আলতাফউদ্দীন, চিলার পাড়া, ঐ—ফিতরা ৪৲, ১১৮। মোহাঃ মুযাফ্‌ফর শেখ, রাঘববেড়িয়া, ঐ—কোরবানী ৩৲, ১১৯। মোহাঃ ছাবের আলী সরকার, সদাই, ঐ—কোরবানী ২৲, ১২০। মুন্‌শী মোহাঃ আবদুল ওয়াহেদ, দমদমা, বৈদ্যজামতৈল, কোরবানী ৩৲, ১২১। মোহাঃ জালালুদ্দীন সরকার, রাঘববেড়িয়া, বড়হর, কোরবানী ৷৷০, ১২২। মওঃ আবুল কাছেম, চরকুড়া, বৈদ্যজামতৈল, কোরবানী ১৲, ১২৩। মুন্‌শী মোহাঃ বেলায়েত হুছেন, চরবড়ধুল, ঐ—ওশর ১৫৲, কোরবানী ৩৬৲।

আদায় মাঃ মওলানা হাছান আলী ছাহেব :—

১২৪। মুন্‌শী আবুবকর খন্দকার, শাহজাহানপুর, সলপ, কোরবানী ২৲, ১২৫। মুন্‌শী আজহার আলী আখন্দ, [illegible], সলপ, কোরবানী ৪৲, ১২৬। মুন্‌শী বাহাছ আলী, কামারখন্দ, বৈদ্যজামতৈল, কোরবানী ১০৲, [illegible]

www.ahlehadeethbd.org